গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ

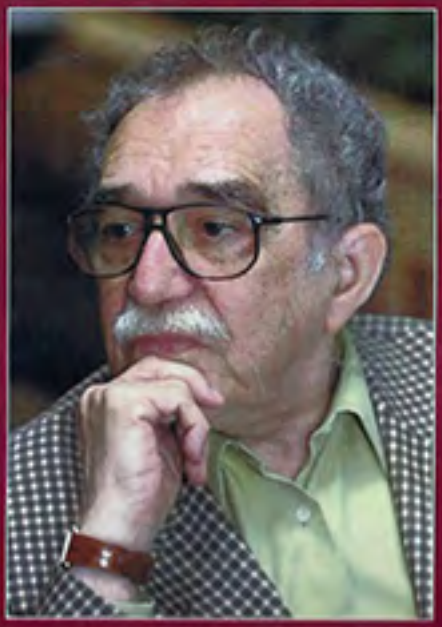

উৎপল ভট্টাচার্য

সম্পাদিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ
গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

উৎপল ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

কবিতীর্থ
৫০/৩, কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা-২৩
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের কোনও অংশের মুদ্রণ ও
পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না।

SAKSHATKAR SANGRAHA
A collection of Interview with
Gabrial Garsia Marquez
Edited by
UTPAL BHATTACHARJEE

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ ❑ গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস ❑
উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত ❑ কবিতীর্থ

ISBN : 978-81-931004-6-2

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০১৬

প্রকাশক
আনন্দ দাশগুপ্ত
কবিতীর্থ ❑ ৫০/৩, কবিতীর্থ সরণি
কলকাতা-৭০০০২৩

বর্ণবিন্যাস
অন্নপূর্ণা লেজার হাউস
১৩/১, বলাই সিংহ লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রণ
ডি ডি এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা-৯

বাঁধাই
গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
উৎপল ভট্টাচার্য

বিনিময় : দুশো টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

...

আলোক সরকার কার্তিক লাহিড়ী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বিনয় মজুমদারের ছোটগল্প
মুখোমুখি বিনয় মজুমদার
মলয় রায়চৌধুরীর নাটকসমগ্র
মুখোমুখি জাঁ পল সার্ত্র
মিলান কুন্দেরার গল্পসমগ্র
মুখোমুখি মিলান কুন্দেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠকদের কাছে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস সবিশেষ পরিচিত। তাঁর সম্পর্কে নতুন করে বলা বাহুল্যমাত্র। যদিও মার্কেসকে নিয়ে পাঠকদের কৌতূহলের শেষ নেই। সাংবাদিকতার দায়িত্ব সামলে মার্কেস যে পরিমাণের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা সত্যি অভাবনীয়। পৃথিবীর যে-কোনও লেখকের কাছে তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

গল্প উপন্যাস আত্মজীবনী নাটক প্রবন্ধ চিত্রনাট্য লেখা ছাড়াও তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বহু সাময়িকপত্র, রেডিও-টেলিভিশন, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, লেখক এবং অনুবাদকের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নিয়েছেন, দিয়েছেন সাক্ষাৎকার। তাঁদের কাছে খুলে বলেছেন মনের কথা। স্বাভাবিকভাবে সেইসব কথোপকথন-এ এসেছে : সাহিত্য-সংস্কৃতি, গল্প উপন্যাস, 'দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক', 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউট', 'এরিন্দিরা', 'নো ওয়ান রাইটস টু দ্য কর্নেল', 'লিফ স্ট্রম' গল্প উপন্যাসের প্রেক্ষাপট, লেখনীশৈলী, ফক্‌নার, কাফকা, জয়েস, নেরুদা, হেমিংওয়ে-র প্রসঙ্গ। 'El Heraldo', 'El Espectador' সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ। উৎসমুখে যাত্রার গুয়াজিরা, পানামা, আরাকাতাকা, কলম্বিয়া, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, কদলী অঞ্চল, মাকোন্দো, মদ্যপান, গণিকালয়, যুদ্ধবিগ্রহ, গণহত্যা, রাজনৈতিক মধ্যস্থতা। ফিদেল কাস্ত্রো, কিউবা, জাপাতিস্তা গেরিলা নেতা সাব-কমান্ডার মার্কোস প্রসঙ্গ। ভ্রমণ, নস্ট্যালজিয়া, বন্ধুবান্ধব, কুসংস্কার, ম্যানিয়া, পছন্দ-অপছন্দ, ছেলেবেলা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা মা ও বাবা, স্ত্রী মার্সেদিসসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং তাঁদের প্রসঙ্গ। মার্কেসের জীবনে, লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা—এমনই সব কথাবার্তা।

ওইসব কথোপকথন থেকে মার্কেসের লেখার বৈশিষ্ট্য, লেখক-সত্তার মূল সুর, একটা অবয়ব পাঠকের সামনে ফুটে উঠে। আশা করি, তা থেকে পাঠক মার্কেসের সাহিত্যের স্বাদ পেতে সচেষ্ট হবেন।

মার্কেসের অনেকগুলো সাক্ষাৎকার থেকে বাছাই করে সংকলিত হয়েছে আটটি সাক্ষাৎকার। তার মধ্যে চারটি সাক্ষাৎকার প্লিনিও আপুলেয় মেনদোসা গৃহীত এবং সংকলিত 'The Fragrance of Guava : Conversation with Gabriel Garcia Marquez' গ্রন্থ থেকে নেয়া। কথোপকথনগুলোর বঙ্গানুবাদ *কবিতীর্থ* পত্রের বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। এবারে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেল।

কলকাতা উৎপল ভট্টাচার্য

ডিসেম্বর ২০০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

উৎসমুখে যাত্রা ১১
সাহিত্য : সূত্রধরবিদ্যারই রকমফের ২৬
লেখকদের লেখার কাজটাই করে যাওয়া উচিত ৪৬
নস্ট্যালজিয়া নিয়ে আমি বেঁচে আছি ৬৯
লেখনীশৈলী ৭৭
দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক ৮৩
রাজনীতি ৯৩
কুসংস্কার, ম্যানিয়া ১০২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

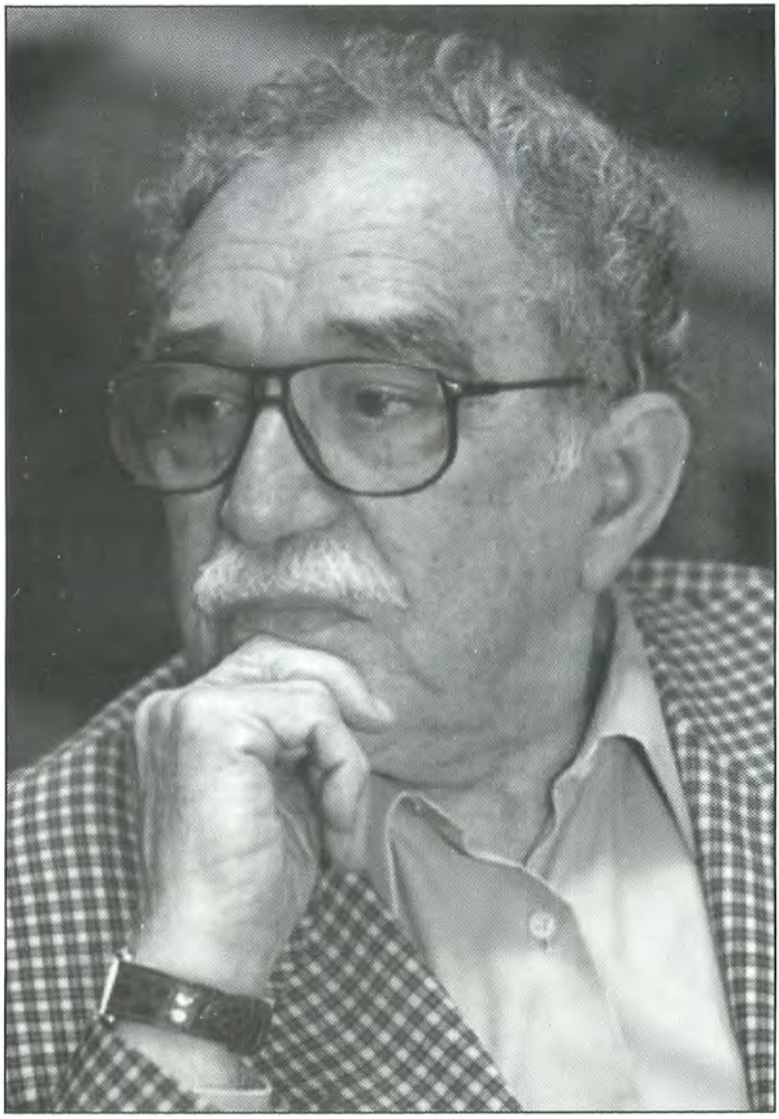

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস
[১৯২৭ - ২০১৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

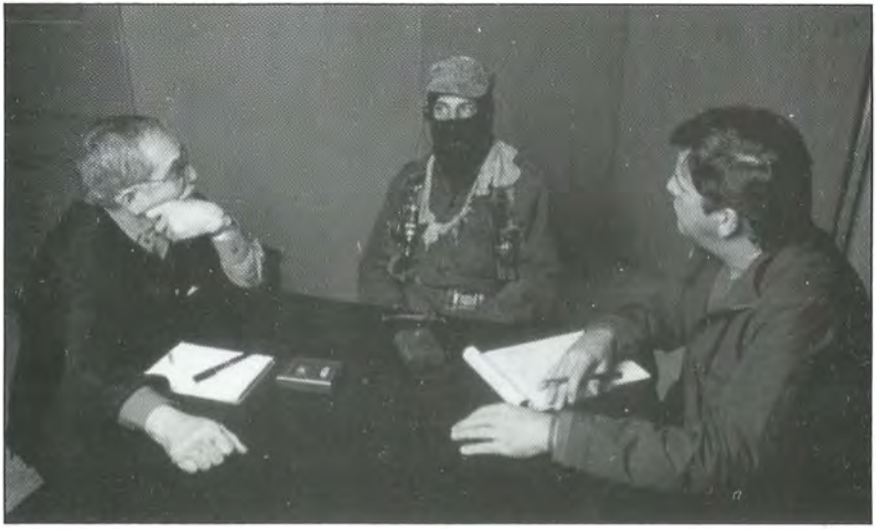

জাপাতিস্তা গেরিলা নেতা সাবকমান্ডার মার্কোসের সঙ্গে মার্কেস

চিত্র পরিচালক ফার্নান্দো বিরি এবং ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে মার্কেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

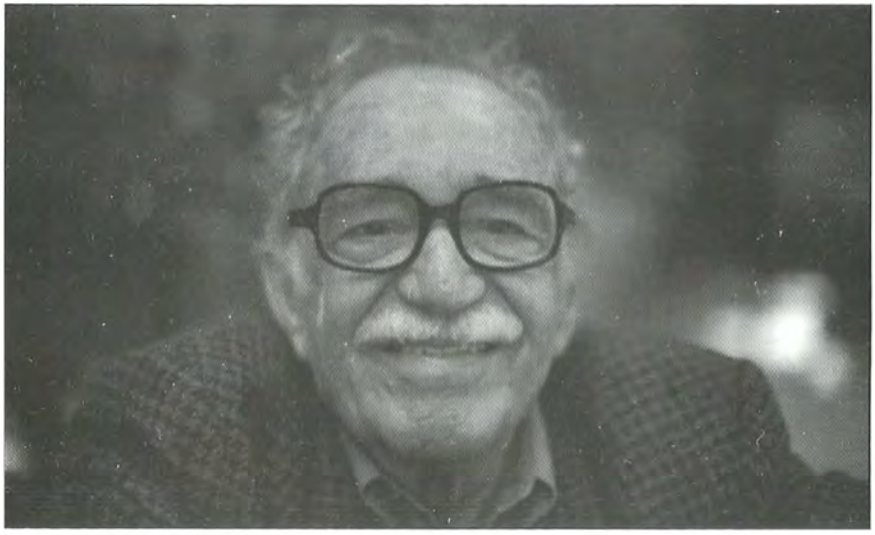

বিশেষ মুহূর্তে মার্কেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

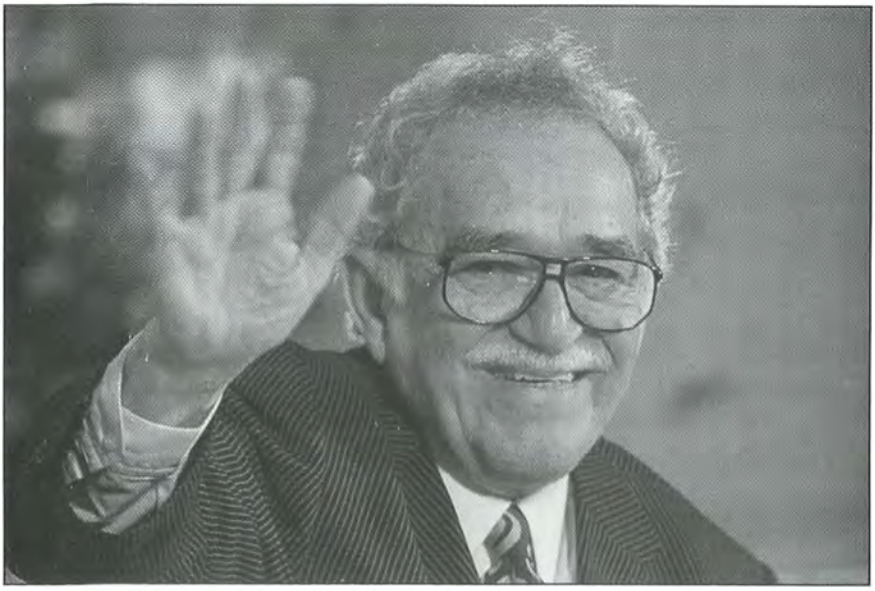

বিদায়

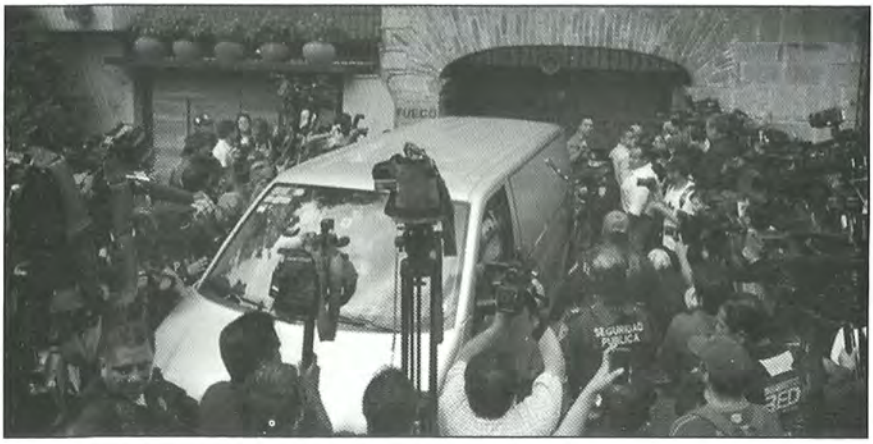

অন্তিম যাত্রায় মার্কেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসমুখে যাত্রা

...

প্রশ্ন : সমালোচকদের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত ধারণা আছে আপনার সাহিত্যিক পশ্চাৎপটের ঘাটতি রয়েছে, আপনি কেবল আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর আপনার কল্পনা থেকে লেখেন। এ বিষয়ে আপনি কী বলতে পারেন? (গার্সিয়া মার্কেসের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন আমরা এক গোপন বোতাম টিপে ফেলেছি, তার চরিত্র—বা অনিবার্যভাবে জোরবা দ্য গ্রিক ছবিতে অ্যান্টনি কুইনকে মনে করিয়ে দেয়—উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হাসি, ইশারা, মুক্তকণ্ঠের ফল্গুধারায়। সেই জাদু শব্দটি উচ্চারিত হয়ে গিয়েছিল—আমরা তার অ্যাকিলীয় গোড়ালি স্পর্শ করেছিলাম—সাহিত্য।)

উত্তর : হ্যাঁ। আমার হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে আমিও এই ধারণা গঠনে সাহায্য করেছি যে আমার সাহিত্য শিক্ষার অভাব রয়েছে। যে আমি শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখি, যে আমার প্রেরণা ফকনার, হেমিংওয়ে, আর অন্যান্য বিদেশি লেখক। কলম্বিয়ার সাহিত্যের ওপর আমার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে খুবই কমই জানা আছে। নিঃসন্দেহে, আমার ওপর প্রভাব, বিশেষ করে কলম্বিয়ায়, সাহিত্য-বহির্ভূত। যে-কোনও বইয়ের চাইতে, বেশি যা আমার চোখ খুলে দিয়েছিল তা হল সংগীত, ভ্যালেনাটো গান। আমি অনেক বছর আগের কথা বলছি, নিদেনপক্ষে তিরিশ বছর আগের কথা, যখন ম্যাগডালেনা উপত্যকার এক কোণের বাইরে ভ্যালেনাটো সংগীতের কথা কেউ জানতই না। সবচেয়ে বেশি যা আমার মন টেনেছিল সেটা এই গানগুলিতে ব্যবহৃত রীতি, যে ভঙ্গিতে এগুলিতে একটা সত্যকে বলা হয়, একটা গল্পকে...সবই ভীষণ সাবলীলভাবে। পরে, যখন ভ্যালেনাটোর বাণিজ্যীকিকরণ করা হল, তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল এর অনুভূতি, ছন্দ...সেই ভ্যালেনাটো গানের বাচনভঙ্গি ছিল আমার ঠাকুমার মতন, আমার মনে আছে। ...পরবর্তীকালে, যখন আমি রোমান্সেরোর স্প্যানিশ গীতিকবিতা অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম, তখন একই নান্দনিকতা পেলাম, আর সবটাই আবার রোমান্সেরোর মধ্যে খুঁজে পেলাম।

প্রশ্ন : আমরা সংগীতের কথা বললে হত না?

উত্তর : নিশ্চয়ই, কিন্তু পরে, আর ওটা লেখা চলবে না।...না, এমনটা নয়, আমি সংগীত নিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু বলতে গেলে এমন জট পাকিয়ে যায় আর শেষ হয় না। আসলে...ব্যাপারটা খুবই নিভৃত, আরও বেশি গোপন যদি যাদের সঙ্গে কথা বলছ তারা সংগীত সম্পর্কে জানে।...আমার কাছে, সংগীত হচ্ছে আওয়াজ হয় এমন সবকিছু। আর আমার পছন্দ পালটেও যায় বেজায়...বারটক, ধরো, যে এমন একজন স্রষ্টা আমি সত্যিই পছন্দ করি। অকালকেলার অশ্রাব্য। সকালে যে কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.boiRboi.blogspot.com

মোৎসার্টকে সহজে নিতে পারে। কিন্তু পরে, আমি শান্ত হয়ে যাই।....আমার কাছে ড্যানিয়েল সান্তোস, মিগেলিতো ভালদেই, হুলিয়ো জারামিয়ো, আর যে সমস্ত গায়কদের বুদ্ধিজীবীরা এত হেয় করে, তাদের যাবতীয় গান আছে। দেখ, আমি পার্থক্য করি না, আমি বুঝি সবকিছুরই মূল্য আছে। একমাত্র যে বিষয়ে আমি সর্বগ্রাহী সেটা হল সংগীত। যেভাবেই হোক অমি রোজ অন্তত দুঘণ্টা গান শুনি। এই-ই একমাত্র আমাকে আরাম দেয়, ঠিক মেজাজ দেয়...আর আমি নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাই।

ওরা বলে 'তোমার বাড়ি সেখানে, বই যেখানে', কিন্তু আমার জন্যে আমার রেকর্ডগুলি সেখানে। আমার পাঁচ হাজারের ওপর রেকর্ড আছে।

তোমাদের মধ্যে কে কে গান শোনো? বুঝেছ তো, অভ্যাস হিসেবে? তুমি শোনো? কদ্দিন ধরে? কদ্দূর শুনেছ তুমি? বলো দেখি, 'অর্কেস্ট্রা ক্যাসিনো দেলাপ্লেয়া' অব্দি শুনেছ? মিগেলিতো ভালেদেই আর ক্যাসিনো দেলাপ্লেয়া তোমার কাছে বোঝার মতো প্রসঙ্গ তো?

প্রশ্ন : আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।

উত্তর : আর তার শুরুতে ব্যালেরো নৃত্য?

প্রশ্ন : হ্যাঁ, ড্যানিয়েল সান্তোস ১৯৪০ থেকে।

উত্তর : কোয়ার্টেটো ফ্লোরেৎস জানো?

প্রশ্ন : হ্যাঁ। ...দ্য ফেয়ারওয়েল, অ্যাট দ্য সেরানিয়া...

উত্তর : ওটাই সালসার শুরু, ওই ক্যাসিনো দেলাপ্লেরা অর্কেস্ট্রা। তখন ওদের পিয়ানোবাদক ছিল সাকাসাস, তার নামডাক ছিল মন্তুনো নামের একক সংগীতের জন্য। এই নিয়ে কিউবানদের সঙ্গে আমার ঝগড়া, বুঝলে, পুরানো ঝগড়া, বিশেষ করে আর্মান্ডো হার্ট-এর সঙ্গে...অ্যাই। ...ওই জিনিসটা [টেপ রেকর্ডার] চলছে নাকি?

প্রশ্ন : অ্যাঁ—হ্যাঁ ...চলছে বইকি।

উত্তর : বন্ধ করো—বন্ধ করো।

আমার সাহিত্যিক পশ্চাৎপট কবিতা, কিন্তু বাজে কবিতায়, কেননা শুধু বাজে কবিতা থেকেই ভালো কবিতায় যাওয়া যায়। আমি শুরু করেছিলাম ওই যাকে বলে জনপ্রিয় পদ্য তাই দিয়ে, যেগুলো আমাদের পঞ্জিকায় বা খোলা কাগজে ছাপা হয়। কিছু তার মধ্যে হুলিয়ো ফ্লোরেৎস্-এর অনুপ্রেরণায়। যখন হাইস্কুলে উঠলাম তখন পাঠ্যবইয়ের কবিতা দিয়ে শুরু করলাম। আমি বুঝলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল কবিতা আর সবচেয়ে অপছন্দ ছিল স্প্যানিশ ক্লাস, ব্যাকরণ। পছন্দ ছিল উদাহরণগুলো। বেশিরভাগ উদাহরণ ছিল স্প্যানিশ রোমান্টিক কবিদের থেকে, যেগুলো মনে হয় হুলিয়ো ফ্লোরেৎস্-এর সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল—নুনেজ দে আর্চে, এস্প্রোন্সেডা। তারপর, স্প্যানিশ ক্লাসিক। কিন্তু উন্মেষণ হয় যখন তুমি সত্যি কলম্বিয়ার কবিতা পড়বে : ডমিনিগ্জ কার্মার্গো। সে সময় প্রথমেই লিখতে হত বিশ্বসাহিত্য। সে ভয়ংকর। আদত বইগুলো পাওয়ার জো ছিল না। অধ্যাপকেরা বলতেন সেগুলো ভালো এ কারণে সে কারণে। অনেক পরে আমি সেগুলো পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমি ক্লাসিকগুলোর কথা বলছি।

কিন্তু সেগুলো অবিশ্বাস্য অধ্যাপকেরা যেসব কারণ বলতেন সেজন্যে নয়, সেগুলোতে যা ঘটে সেই জন্যে : ইউলিসিসকে মাস্তুলে বেঁধে রাখা হয়েছে সাইরেনের গানের খপ্পরে না পড়ার জন্য ...সেই সবকিছু যা ঘটছে। পরবর্তী কালে, আমরা স্প্যানিশ সাহিত্য পড়েছি, আর কলম্বিয়ার সাহিত্য শুধু হাইস্কুলের শেষ বছরে। তাই সেই ক্লাসে যখন উঠলাম আমি অধ্যাপকের চাইতে বেশি জানতাম। এটা জিপাকুরার কথা। আমার তো কিছু করার ছিল না, তাই বিরক্তি কাটাতে স্কুল লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে থাকতাম, যেখানে আলডেনা সংকলন ছিল। আমি পুরো পড়েছিলাম। ...প্রথম খণ্ড থেকে শেষ অব্দি। এল কার্নেরো, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা—সমস্ত পড়ে ফেললাম। অবশ্যই, মাধ্যমিক স্কুলের শেষ বছরের মধ্যে আমি আমার শিক্ষকের চাইতে বেশি জানতাম। সেখানেই বুঝলাম রাফায়েল নুনেজ দেশের সবচেয়ে খারাপ কবি ...জাতীয় সংগীত। ...কল্পনা করতে পারো আমাদের জাতীয় সংগীতের কথাগুলি গৃহীত হয় এগুলি নুনেজের অসাধারণ কবিতা বলে? ওটা যে প্রথমত সংগীত হিসেবে স্বীকার করা হয় মেনে নেওয়া তবু যায়, বীভৎস হচ্ছে যে সংগীত হিসেবে স্বীকার করা হয় ওঠা কবিতা বলে!

সাহিত্যের কথা বলতে গেলে, ক্যারিবীয় তটরেখার কোনও অস্তিত্ব তখন ছিল না। সাহিত্য যখন জীবন থেকে পৃথক হয়ে নিজেকে এক ক্ষুদ্র বৃত্তে সীমায়িত করে নেয়, তখন এক শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় যা পূর্ণ করে আঞ্চলিকতাগুলি ...তারা সাহিত্যকে কৃত্রিম অলংকারশাস্ত্র হয়ে ওঠা থেকে বাঁচায়।

কুড়ি বছর বয়সে, আমার ইতিমধ্যে যে সাহিত্যিক পশ্চাৎপট তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাই আমি যা লিখেছি তার সবটা লেখার জন্য যথেষ্ট ছিল ...আমি জানি না কীভাবে আমি উপন্যাসকে আবিষ্কার করলাম। আমি তো ভাবতাম যা আমাকে আকর্ষণ করে তা হল কবিতা ...জানি না আমি ...আমার মনে পড়ে না কখন আমার মনে হল নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য আমার উপন্যাসের প্রয়োজন ... তোমরা ছেলেছোকরারা কল্পনাই করতে পারবে না জিপাকুরা স্কুলে (লিসিয়ো দ' জিপাকুরা) সাগরতীর থেকে জলপানি নিয়ে পড়তে এসে নাম লেখানো একটি ছেলের পক্ষে কোনও বইপত্র হাতে পাওয়া কি ব্যাপার ছিল। বোধহয় কাফ্‌কার "দ্য মেটামরফসিস" ছিল এক অপার বিস্ময়... সেটা। ১৯৪৭-এর কথা...আমার তখন উনিশ... আইন স্কুলের প্রথম বর্ষে পড়ছি...আজও মনে পড়ে প্রথম বাক্যগুলি, ঠিক এরকম ছিল : "গ্রেগর সামসা যখন এক সকালে দুঃস্বপ্নময় ঘুম থেকে উঠল, দেখল বিছানাতেই এক বিশাল কীটে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।"...বাপ্ রে বাপ্। এটুকু পড়ে নিজেকে বললাম, "এটা তো হতে পারে না। ... কেউ তো আমাকে বলেনি এমনটা হতে পারে। ...কিন্তু আসলে এমনটা করা যায়। ...আমি তবে বুঝতে পারছি। ...ওরেব্বাস্! ...এভাবেই তো আমার ঠাম্মা গল্প বলত ....সবচেয়ে উদ্ভট সব ঘটনা, আর সবচেয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিমার।"

আর তার পরদিন আমি শুরু করলাম, ঠিক এভাবেই, পরিদন সকাল আটটায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করতে উপন্যাসের জগতে কি ঘণ্টা করা হয়েছে মানবজাতির গোড়া থেকে আমার সময় অব্দি। তাই উপন্যাসে কোমর বেঁধে নেমে পড়লাম এক কঠিন ক্রম বেয়ে। ধরে নিচ্ছি বাইবেল থেকে সেই সময় যা লেখা হচ্ছিল সেই পর্যন্ত। সেই থেকে শুরু করে ছ বছর, আমি নিজে সাহিত্য সৃষ্টি করিনি, পড়াশোনা ছেড়ে দিলাম, সবকিছু ছাড়লাম। তারপর শুরু করলাম সম্পূর্ণ বুদ্ধিজীবী ধরনের একগুচ্ছ গল্প লিখতে। সেগুলি আমার প্রথম গল্প, "এল এস্পেক্তাদোর"-এ ছাপা হয়েছিল। যখন এগুলি লিখেছিলাম আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অন্য লেখকদেরই মতো : কী নিয়ে লেখা যায়।

কিন্তু বোগোটায় ৯ এপ্রিলের দাঙ্গার পর, যখন আমার গায়ের কাপড়টুকু ছাড়া কিচ্ছু ছিল না, আমি সাগরতীরে গিয়ে সেখানে কাজ করতে শুরু করলাম, একটা খবরের কাগজে। তখন বিষয়বস্তুগুলি আমার ওপর হানা দিতে লাগল। আমি এক ফেলে আসা সম্পূর্ণ বাস্তবের সম্মুখীন হতে শুরু করলাম, সাগরতীরে, যা সাহিত্যিক ভিত্তির অভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। সেটা ছিল আমার ওপর সাহিত্যের বিষয়বস্তুর প্রথম প্লাবন, এতটাই যে তখন জ্বরগ্রস্তের মতন লিখে যেতাম।

আমার "লিফ স্টর্ম"-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা আছে। এমনকি এর তরুণ লেখকের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। এক ২২-২৩ বছরের ছোকরা যার মনে হয় সে জীবনে আর কিছু লিখবে না, এই তার একমাত্র সুযোগ, আর তাই সে চেষ্টা করে, ঢেলে দিতে যত লেখককে সে দেখেছে তাদের সবার সমস্ত সাহিত্যিক কৌশল আর জটিলতার যা কিছু তার মনে আছে বা সে লিখেছে। সেই সময় আমি নিজেকে শুধরে নিচ্ছি, ইংরেজি আর উত্তর অমেরিকার উপন্যাসগুলি পড়ছি। আর সমালোচকেরা যখন আমার ওপর ফক্‌নার আর হেমিংওয়ের প্রভাব পেতে শুরু করে, তারা যা পায় তারা যে ভুল তা নয়, কিন্তু অন্য কোনওভাবে—তা হচ্ছে যখন আমি সেই সাগরতীরে এক পূর্ণ বাস্তবের সম্মুখীন, আমি সাহিত্যের মাধ্যমে আমার অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করছি অন্যের সঙ্গে ....তাকে বলার শ্রেষ্ঠ পন্থা, আমি বুঝি, কাফ্‌কার নয়...আমি বুঝি পন্থাটা সঠিক আমেরিকার ঔপন্যাসিকদের ফক্‌নারে আমি যা পাই তা হচ্ছে তিনি যে বাস্তবকে ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করেছেন তা অনেকটা আরাকাতাকার মতন, কদলী অঞ্চলের (the banana zone) বাস্তবের মতন। তাঁরা আমাকে এই বাস্তবকে প্রকাশের উপকরণ দেন ...।

আমি যখন "লিফ স্টর্ম"কে আবার পরখ করে দেখি, যে পঠনগুলি এতে গিয়েছিল নিখুঁতভাবে পাই...মানে ঠিক এভাবেই! ...যখন আমি ওইসব আঁতেল গল্পগুলিকে পেছনে ফেলে দিই যখন বুঝতে পারি, আমার দু-হাতেই ছিল, দৈনন্দিন জীবনে, বেশ্যালয়ে, শহরে, সংগীতে ...নিখুঁতভাবে, আমি আবার খুঁজে পাই সেই ভ্যালেনাটো গানগুলিকে। সেই সময়েই আমার এস্কালোনার সঙ্গে দেখা হয়, তোমরা জানো। আমরা একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করি, দুজনে এক জব্বর বেড়াতে গিয়েছিলাম লা গুয়াজিরা অঞ্চলে, যেখানে এমন সব অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেগুলো এখনও খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিকভাবেই আবার আবিষ্কার করি। এরেন্দিরার একটা যাত্রা আছে, সেটা আসলে লা গুয়াজিরা দিয়ে আমার এস্কালোনার সঙ্গে যাত্রা ... আমার কোনও বইয়ে এমন একটাও লাইন নেই যেটা আমি কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত বলতে পারব না। সবসময়, মূর্ত বাস্তবের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। একটা বইও নয়! আর কোনওদিন, হাতে সময় থাকলে, আমরা এ ব্যাপারটা যাচাই করে নিতে পারি, আমরা এই খেলাটা খেলতে পারি, বলতে পারো : এটার সঙ্গে এই এই ঘটনার সম্পর্ক, ওঠার সঙ্গে অন্য কিছুর, আর আমার এমন দিনক্ষণ সব মনে থাকে, নিখুঁতভাবে ...

প্রশ্ন : "অটম অফ দ্যা প্যাট্রিয়ার্ক" নিয়ে ওরকম করলে দারুণ হবে।

উত্তর : অটম ... নিয়েই আমি সবচেয়ে ভালো এটা করতে পারব না, কেননা বই হিসেবে এটা সম্পূর্ণ নিয়মে আবদ্ধ।

প্রশ্ন : আপনার ওপর প্রভাবের প্রসঙ্গে ফিরে গেলে, "বারাকিঁলা গ্রুপ" আপনার সাহিত্য শিক্ষার কতটা তাৎপর্যপূর্ণ?

উত্তর : এটা ভীষণ উল্লেখযোগ্য কেননা যখন আমি এখানে বোগোটায় ছিলাম, আমি সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি বিমূর্তভাবে, বইয়ের মাধ্যমে। আমি যা পড়ছিলাম তার বাইরের পথেঘাটে যা ঘটছিল তার কোনও সাযুজ্য ছিল না। যে মুহূর্তে আমি রাস্তার মোড়ে এককাপ কফি খেতে বেরোতাম, একটা সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ পেতাম। যখন ৯ এপ্রিলের ঘটনাবলির ফলে সাগরতীরে চলে যেতে বাধ্য হলাম, একটা পূর্ণ আবিষ্কার হল : যা আমি পড়ছিলাম আর যে জীবন বাঁচছিলাম বা সর্বদা বেঁচেছিলাম তার মধ্যে সাযুজ্য সম্ভব। আমার জন্য, "বারাকিঁলা গ্রুপ"-এর সবচেয়ে বড় কথা ছিল আমি সবরকমের বই পেতাম। কারণ আলফন্সো ফুয়ামেয়র, আলভারো চেপেদা, জারমান ভার্গাস এরা ছিল, আর এরা বুভুক্ষু পাঠক ছিল। তাদের কাছে সমস্ত বই ছিল। আমরা ভোর অব্দি মদ্যপান করতাম সাহিত্য আলোচনা করতে করতে, আর একরাতে হয়তো আমার না জানা দশটা বইয়ের কথা উঠত, কিন্তু পরদিন সেগুলো পেয়ে যেতাম। জারমান আমার জন্যে গোটা দুই নিয়ে আসত, আলফন্সো গোটাতিনেক ... বুড়ো রামন ভিনিয়ে হরেকরকমের পঠন-অভিযানে আমাদের লাগিয়ে দিত; কিন্তু বুড়ো নিজে সেই আদ্যিকালের ক্লাসিক লক্ষণরেখা ডিঙোত না। সে বলত : "ভালো, তোমরা ছোকরারা ফক্নার পড়তে পারো, ইংরেজি, রাশিয়ান, ফরাসি ঔপন্যাসিকদেরও, কিন্তু মনে রেখো—সবসময় এইগুলির সঙ্গে বাঁধন রেখে।" আর সে কাউকে তিষ্ঠোতে দিত না হোমারকে ছাড়া, রোমানদেরকে ছাড়া, সে আমাদেরকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দিত না। আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল আমাদের মদ্যপানের আসরগুলি হুবহু মিলে যেত আমি তখন যা পড়ছিলাম তার সঙ্গে। সেখানে কোনও অন্তর ছিল না। তাই আমি বাঁচতে শুরু করলাম আর বুঝলাম কী জীবন বাঁচতাম, তার সাহিত্যিক মূল্য বুঝতাম আর তাকে প্রকাশ করতে শিখলাম। আর সেজন্যই "লিফ স্টর্ম"-এ তুমি পাবে আমার ধারণা ছিল আমি যথেষ্ট সময় পাব না, আমার সবকিছু ওই বইয়ে দিয়ে দেওয়া দরকার, আর ওটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল বারোক্ উপন্যাস, বড্ডো জটিল আর সবকিছু জট পাকানো। ... আমি যা করতে চেষ্টা করছিলাম তাই পরে অনেক শান্তিপূর্ণভাবে করেছি "অটম অফ দ্যা প্যাট্রিয়ার্ক"-এ তোমরা লক্ষ করলে দেখবে, "প্যাট্রিয়ার্ক"-এর কাঠামো অবিকল "লিফ স্টর্ম"-এর মতো;তারা এক মৃত ব্যক্তির দেহকে ঘিরে কিছু দৃষ্টিভঙ্গির বিন্যাস। "লিফ স্টর্ম"-এ এটা অনেক বেশি সু-সংগঠিত কেননা ২২-২৩ বছর বয়সে আমার একক উড্ডয়নের সাহস হয়নি। তাই আমি কিছুটা ফক্নার-এর "অ্যাজ আই লে ডাইং"-এর পন্থা থেকে কিছুটা নিলাম। ফক্নার, আসলে, অবশ্যই, মনোলগগুলির নামকরণ করেছেন। তাই আমি, শুধু একরকম না করার জন্য, তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বললাম, যেগুলি সহজেই অনুমেয় কেননা তারা একজন বৃদ্ধ, এক বালক ও এক নারী। "অটম অফ দ্যা প্যাট্রিয়ার্ক"-এ আমি সারাক্ষণ হাসিতে ফেটে পড়ছি, এসময়ে আমি যা চাই তাই করতে পারি। আমি ভাবি না কে কী বলছে না বলছে, আমি চিন্তা করি যে বাস্তব আছে তাকে কীভাবে প্রকাশ করবো। তবে এটা আমি বিনামূল্যে পাইনি, আমার বলা উচিত। এমন নয় যে ভাগ্যক্রমে আমি সেই একই প্রথম বই লেখার চেষ্টা করে যাই। "প্যাট্রিয়ার্ক"-এ স্পষ্টভাবে দেখানো আছে কীভাবে একজন সেই একই বিন্যাসে ফিরে যায়, আর শুধু বিন্যাসে নয়, একই নাটকেও।

আর সেটাই ব্যাপার। এটা আশ্চর্য ছিল কারণ আমি সেই সাহিত্যেই জীবনযাপন করছিলাম যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছিলাম। সেই বছরগুলি আশ্চর্য ছিল, কেননা, তোমরা দেখ...একটা কথা ইউরোপীয়রা বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধে বলে—যে আমি যা লিখেছি তার কোনও কিছু একটা সূত্রবদ্ধ করতে পারি না, কারণ প্রত্যেকবার তারা একটা প্রশ্ন করলে আমাকে কোনও এক ঘটনা বা সত্যের অবতারণা করতে হত যা বাস্তবের সঙ্গে খাপ খায়। শুধু এই দিয়েই যা লেখা হয়েছে তার যা ওরা আমাকে প্রশ্ন করছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারি ...

আমার মনে পড়ে তখন আমি "এল হেরাল্ডো" কাগজে কাজ করছি। আমি একটা কিছু লিখব আর তারা আমাকে তিন পেসো দেবে, আর হয়তো একটা সম্পাদকীয় যার জন্যে আরও তিন পেসো। বাস্তবটা ছিল তখন আমার থাকার কোনও জায়গা নেই, কিন্তু সেই সংবাদপত্র দপ্তরের কাছেই অস্থায়ীদের জন্য কিছু হোটেল ছিল। জায়গাটার চারদিকে বেশ্যারা ছিল। তারা এমন কিছু ছোট হোটেলে যেত যা দলিলপত্রের অফিসগুলির ঠিক ওপরে ছিল। দলিলপত্রের অফিস নিচের তলায়, হোটেল ওপরতলায়। এক পেসো পঞ্চাশ সেন্টের বিনিময়ে তারা একজনকে ২৪ ঘণ্টার জন্য ঢুকতে দিত। আর তখনই আমি সবচেয়ে বড় আবিষ্কারগুলি করতে শুরু করলাম : দেড় পেসোতে হোটেল তাও আবার লোকে জানে না! এ তো অসম্ভব। শুধু যে কাজটা আমার করতে হত সেটা "লিফ স্টর্ম"-এর চলন্ত খসড়ার তত্ত্বাবধান করা। আমি সেগুলোকে একটা চামড়ার ব্যাগে নিয়ে ঘুরতাম, সর্বত্র দেখিয়ে বেড়াতাম, বগলদাবা করে ...প্রত্যেক রাতে পৌঁছে এক পেসো পঞ্চাশ দিতাম, আর একজন লোক আমায় চাবিটা দিয়ে দিত। আর বলা উচিত দারোয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল একজন বেঁটেখাটো বয়স্ক লোক। সে এখন কোথায় থাকে আমি জানি। আমি প্রত্যেক বিকেলে পৌঁছে যেতাম। নয় প্রত্যেক রাতে, আর তাকে পেসো-পঞ্চাশ মিটিয়ে দিতাম।

অবশ্যই, দু-সপ্তাহ পরে ব্যাপারটা যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়াল। সে চাবিটা ধরে দিত, সবসময় একই ঘরের, আমি তাকে পেসো-পঞ্চাশ দিতাম ... একরাতে আমার কাছে পেসো পঞ্চাশ ছিল না...আমি পৌঁছে তাকে বললাম, "দেখুন, এগুলি দেখেছেন? এই যে কাগজগুলি, আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আর এর দাম দেড় পেসোর চাইতে অনেক বেশি। এগুলি আমি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি, কাল পয়সা মিটিয়ে দেব।" এ প্রায় রোজকার ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল। যখন আমার কাছে পেসো-পঞ্চাশ থাকত, দিয়ে দিতাম, যখন থাকত না, আমি ভেতরে গিয়ে..."হ্যালো, শুভসন্ধ্যা!" আর "স্প্ল্যাট!"... কাগজের তাড়া তার ডেস্কে রেখে দিতাম আর সেও আমাকে চাবি দিয়ে যেত। এভাবে আমি এক বছরের ওপর কাটিয়ে দিয়েছিলাম। লোকটিকে যা অবাক করত তা হচ্ছে মাঝেমধ্যে মালিকের ড্রাইভার আমাকে নিয়ে যেতে আসত, আমি সাংবাদিক হওয়ায় তুলে নিতে গাড়ি পাঠাত। আর কী যে হচ্ছে বেচারা বুড়োর মাথায় ঢুকত না!

আমি সেখানে থাকতাম, আর স্বাভাবিকভাবেই, পরদিন যখন উঠতাম, চারপাশে তখন থাকত শুধু দেহোপজীবিনীরা। আমরা বেশ ভালো বন্ধু ছিলাম, যে প্রাতরাশ আমরা বানাতাম কখনও ভুলব না। আমাকে তারা সাবান ধার দিত। মনে আছে আমার শুধু সাবান ফুরিয়ে যেত আর তারা আমাকে ধার দিত...আর সেখানেই আমি "লিফ স্টর্ম" লেখা শেষ করি।

"বারাকিঁলা গ্রুপ" নিয়ে সবকিছুতে সমস্যাটা হচ্ছে ... মানে, আমি এই নিয়ে অনেক কিছু বলেছি, আর সবসময় যা বলি তা ভুলভাল হয়ে যায়, কখনওই ঠিক বলতে পারি না! আমার কাছে এ এমন এক সময় যখন আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছল, সত্যিই এক আবিষ্কারের সময় .... সাহিত্যকে নয়, সাহিত্যকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের, যা কিনা শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের বৃহৎ সমস্যা। এমন এক সাহিত্য যার সত্যিকারের তাৎপর্য আছে, এক বাস্তবে প্রয়োগ আছে।

আমি যা করছিলাম তার সম্পর্কে আমার এটুকু ধারণা ছিল যে আমি বুঝতে পারলাম আমার সেখান থেকে ডানা মেলে বেরিয়ে পড়তে হবে ম্যাগডালেনা নদী বেয়ে রিওহাশা পর্যন্ত, গুয়াজিরা উপদ্বীপ পর্যন্ত। এই পথ আমার পরিবারে পথ পরিক্রমার ঠিক বিপরীত, কেননা তারা রিওহাশা থেকে এসেছিলেন, লা গুয়াজিরা থেকে তারা কদলী প্রদেশে গিয়েছিলেন...এটা তাদের উৎসমুখে যাত্রার মতন ছিল। এই ফেরা যাত্রা করার সিদ্ধান্ত আমার মাথায় ঢুকেছিল কেননা আমি অন্যান্য সম্বন্ধ খুঁজে পাচ্ছিলাম, সেই সবকিছুর সঙ্গে যার গল্প আমার ঠাকুরদা- ঠাকুমা আমায় করেছিলেন। এই জগৎ আমার কাছে ধোঁয়াশার মতো ছিল, আর যখন সেই শহরগুলোয় আমি পৌঁছলাম—ভালেদুপার, লা পাজ—দেখতে পেলাম, এর কথাই তো ওঁনারা বলতেন, এজন্যেই তো এসব গল্প তারা করতেন...

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঠাকুরদা একজন লোককে হত্যা করেছিলেন, আর আমার মনে আছে সবচেয়ে উদ্ভট অভিজ্ঞতাটার কথা...আমি ভালেদুপার-এ ছিলাম। হঠাৎ একজন লম্বা লোক, সত্যিই লম্বা, মাথায় কাউবয় টুপি, আমার সঙ্গে পরিচয় করল। তারপর বলল, "তুমি কি মার্কেস?" আমি বল্লাম, 'হ্যাঁ'!" তখন ...সে ...এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ...আমাকে বলল, "তোমার দাদু আমার দাদুকে খুন করেছিল!" আমার তো প্যান্ট হলুদ হওয়ার অবস্থা! আমি তার দিকে তাকিয়ে কী বলল ভেবে পেলাম না...সে অর্ডার দিল ...আমি একরকম থিতু হয়েছিলাম, দেয়ালে ঠেস দিয়ে ...আর সে আমাকে বলতে শুরু করল। তার নাম ছিল হোমে প্রুডেন্সিও আন্ডইলার। আর আমি বলব না।

গোটা ব্যাপারটাই এই গোছের ছিল। তোমরা কি জানো এই এক বছরের ওপর দীর্ঘ ভ্রমণে, যখন আমি এদিকে ওদিকে এই সমস্ত অঞ্চলে চষে বেড়াচ্ছিলাম, খরচ কীভাবে জুটিয়েছিলাম? শেষ পর্যন্ত এই যাত্রাতেই আমি "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড" আর সবকিছুর মূল খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি বিশ্বকোষ বিক্রি করছিলাম! আমি ইউটিয়া বিশ্বকোষ বিক্রি করতাম। এতে চিকিৎসার বই আছে। সবকিছুর বই।

যখন লা গুয়াজিরা ছাড়লাম তখন আমি এল এস্পোক্তাদের-এ গেলাম। যে কথাটা আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যখন আমি গেলাম, তখন আর কিছু পড়ার বা করার প্রয়োজন ছিল না যা লিখেছি তার সমস্তকিছু লেখার জন্য। আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল। তখন থেকে আমার আরেক ধরনের উন্নতি হয়েছে, আদর্শগত, যদি বলতে চাও ... সেটা আরেকটা বিষয়, এক ধরনের গভীর খনন সেই সবকিছুর তাৎপর্য বিশ্লেষণে। কিন্তু আমার গঠন সম্পূর্ণ হয়েছিল। তারপর আমি প্যারিসে পৌঁছলাম, ইউরোপে পৌঁছলাম, ইউরোপে ছিলাম...বাব্বা! আমি প্যারিসের একটা হোটেলে 'নো ওয়ান রাইটস টু দ্য কর্নেল" লিখলাম। আর সেই জিনিসটাতে সমস্ত গন্ধ, স্বাদ, উষ্ণতা, উত্তাপ আছে, সবকিছু আছে। সেটা শীতকালে লেখা হয়েছিল, বাইরে গাদাগুচ্ছের বরফ আর ভেতরে ঠান্ডা আর আমি ওভারকোট পরে, আর সেই বইটাতে আরাকাতাকার উষ্ণতা। "কারণ আমি যদি বইটার ভেতরটা তপ্ত করতে না পারতাম তবে মনে হত ঠিক হয়নি...এ অনেক কাজ ছিল!"

প্রশ্ন : আর আপনার সাহিত্যিক শিক্ষায় সাংবাদিক হিসাবে অভিজ্ঞতার ভূমিকা? এ সম্পর্কে আমাদের কী বলতে পারেন? উদাহরণস্বরূপ "দ্য লিট্‌ল মার্সেনিস অব লা সিয়েপে" শ্রেণির লেখাগুলি উল্লেখযোগ্য। এটা দেশের এমন এক অঞ্চলের বিবরণ যা সম্পূর্ণ অবাস্তব ঠেকে।

উত্তর : হ্যাঁ, অবাস্তবই বটে, এই অর্থে যে এগুলি প্রত্যয়িত নয়, প্রমাণিত ঘটনা নয়। এগুলি এমনভাবে বলা হয়েছে যেন যাচাই করে দেখা হয়েছে। এগুলি এমন লেখা আমি পুরো স্বাভাবিকভাবে বলেছি। জানি না যদি আমি বোঝাই ... মানে ... আমি লা সিয়েপে চিনি, সেখানে ছিলাম, তবে অবশ্যই "তোমার লাউকুমড়ো" বা "সাদা কুমির" বা সেরকম কিছু সেখানে দেখিনি। কিন্তু এ এমন এক বাস্তব যা মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্তার অন্তর্গত হয়ে বিরাজ করত। তারা যেভাবে বর্ণনা করত তাতে মনে হত এমনটাই নিঃসন্দেহে ছিল। একদিক থেকে এটাই "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড"-এর পন্থা। আর তারপর তুমি এমন লেখক পাবে না যার কোনও ছলাকৌশল নেই। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই ছলাকৌশলের নৈতিকতা, কতদূর অব্দি সেগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে আর কতখানি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি যখন মেক্সিকোয় ছিলাম, লিখছিলাম, রেমেদিওস দ্য বিউটির স্বর্গারোহণের বর্ণনা দিচ্ছিলাম। এরকম একটা অনুচ্ছেদ ছিল। আমি জানতাম, প্রথমত কবিতা ছাড়া সে স্বর্গে উঠতে পারবে না। আমি বলতাম : কবিতার সঙ্গে তাকে উঠতে হবে—কিন্তু তবুও, কবিতা-টবিতা সবকিছু নিয়েও সে উঠছিল না। আমি হন্যে হয়ে গেলাম কারণ বইটার মধ্যে এটাই বাস্তব। আমার এটা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না কেননা নিজের ওপর যে নির্দেশিকা আমি বেঁধে দিয়েছিলাম তাতে এটাই বাস্তব ছিল। কারণ খামখেয়ালিপনার সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। আর সেগুলো একবার নিজের ওপর চাপিয়ে নিলে আমি আর ভাঙতে পারি না। আমি বলতে পারি না দাবার নৌকো এভাবে চলে, আর তারপর নিজের সুবিধা অনুযায়ী, অন্যভাবে চালনা করতে। নৌকো তার ঘোড়ার চালের নিয়ম একবার স্থির করে নিলে, আমার আর গত্যন্তর নেই।...কেননা আমি যাই করি না কেন তাদেরকে সেই নিয়মেই চলতে হবে। তা নাহলে, গোটাটাই চরম বিশৃঙ্খলায় পরিণত হবে। বইটার বাস্তবতার মধ্যে, সুন্দরী রেমেদিওস স্বর্গে উঠেছিল, কিন্তু কবিতার সঙ্গেও উঠছিল না। মনে আছে একদিন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, কারণ সেখানটাতে আটকে রয়েছিলাম। আমি উঠোনে বেরিয়ে গেলাম, যেখানে এক বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গ সুন্দরী মহিলা সে বাড়ির কাজ করত, চাদরগুলি কাপড়ের ক্লিপ দিয়ে আটকে টাঙাবার চেষ্টা করছিল...হাওয়া ছিল...আর তাই চাদরের একদিক আটকাতে গেলে আরেকদিক উড়ে যাচ্ছিল...আর বেচারি ওই চাদরগুলো নিয়ে বেজায় খেপে যাচ্ছিল ...যতক্ষণ না আর সহ্য করতে না পেরে আআআহ্! আআআহ্!...সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল!...চাদরগুলো জড়াজড়ি হয়ে!...আর সে ওপরে উঠে গেল...আর এরকমটাই সবকিছু ছিল।

প্রশ্ন : "তারপর সে চেস্টনাট গাছটার কাছে গেল সার্কাসের কথা ভাবতে ভাবতে। আর যখন সে প্রস্রাব করত তখন, চেষ্টা করত সার্কাসের কথা ভেবে যেতে, কিন্তু স্মৃতি খুঁজে পেল না। সে তার মাথা দু কাঁধের মাঝখানে মুরগিছানার মতো গুঁজে দিল আর নিশ্চল হয়ে রইল চেস্টনাট গাছের কাণ্ডে কপালটা ঠেকিয়ে..." ("শতবর্ষব্যাপী একাকিত্ব" থেকে)

উত্তর : এই পর্বটা পূর্বনির্ধারিত ছিল, আমি 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড" পাওয়ার আগে। আমি সবসময় জানতাম একজন চরিত্র ছিল, গৃহযুদ্ধের এক বৃদ্ধ সেনাপতি, যে এক গাছতলায় প্রস্রাবরত অবস্থায় মারা যায়। আমি এটুকুই জানতাম। আমি জানতাম না কীভাবে বা কী উপায়ে এটা কাজে লাগবে। এইভাবেই কর্নেল বুয়েন্দিয়ার ব্যক্তিত্বটি গড়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড"-এ একটা মুহূর্ত আছে যখন আমি ভেবেছিলাম কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ক্ষমতা দখল করে নেবে। আর সে-ই হতে পারত 'অটম অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক'-এর একনায়ক। কিন্তু এতে বইটার গঠন সম্পূর্ণ ভেস্তে যেত, একে অন্য কিছু বানিয়ে দিত। তাছাড়া, চরিত্রটির কক্ষপথ ও বইটির বাস্তবের মধ্যে, আমার কাছে যা সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিল সেটা হল সে যেন যুদ্ধটাকে বেচে দেয়। বেচে দেয়...যেন...এক আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যদি বলতে চাও। লোকটার ক্ষমতার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সাহস নেই, উদারপন্থীদের কাছ থেকে কিছু জিনিসের বিনিময়ে ছাড়া, যারা কিনা গত শতাব্দীর এদেশের গৃহযুদ্ধে কাপড়ে পায়খানা করে ফেলত।

আর আমি বইটা লিখে চলতাম, আর হঠাৎ মনে হত এই সবকিছুর মধ্যে একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে : কর্নেল বুয়েন্দিয়া আর তার ছোট্ট সোনালি মাছেরা। আর আমি জানতাম না কখন আমার তাকে মেরে ফেলতে হবে। আমি মুহূর্তটাকে ভয় পেতাম। বোধ হয় আমার জীবনে একটা কঠিনতম সময় ছিল যখন আমাকে কর্নেল বুয়েন্দিয়ার মৃত্যুর দৃশ্য লিখতে হল। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে...একদিন আমি বললাম, "আজই ওর মরতে হবে!"...আমি চিরকাল এমন একটা গল্প লিখতে চেয়েছিলাম যেখানে বর্ণনা করব, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, একজন ব্যক্তির একটা সাধারণ দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে, তার মৃত্যু পর্যন্ত। আমি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মৃত্যুকে এই সাহিত্যিক সমাধান দিতে চাইলাম, কিন্তু দেখলাম আমি এই পথ নিলে, বইটা আমার কাছে পালটে যাবে। তাই আমি সেই সম্ভাবনা ছুড়ে ফেলে দিলাম, আর কর্নেলের ভাগ্যের সুতো বুনতে শুরু করলাম নিজের মনে যতক্ষণ না...(তিনি টেবিলে চাপড় মারলেন)

(গাব্রিয়েল চুপ করে গেলেন। তিনি তার দুহাতের দিকে তাকিয়ে, ধীরে, অতি ধীরে, বলতে শুরু করলেন)

আমি ওপরে গেলাম। ওপরতলায় একটা ঘরে মার্সেদিস ঘুমোচ্ছিল...আমি তার পাশে শুলাম আর তাকে বললাম, "সে মারা গেছে।...আর আমি দুঘণ্টা ধরে কাঁদলাম।

কিন্তু কর্নেলের চাইতেও আশ্চর্য কিছু আছে। পাঁচবছর ধরে আমার ফোড়া হচ্ছিল। ফোড়া কাকে বলে জানো? কিছুতেই সারছে না। আমাকে সবরকম চিকিৎসা করা হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের একটা হাসপাতালে ওরা সেগুলো কেটে ফেলল, ওরা একদিক থেকে রক্ত নিল আর অন্যদিকে ইঞ্জেকশন দিল, এই ধরনের সব। আর পাঁচবছর ধরে কখনও কিছু করা গেল না। ফোড়াগুলো চলে যেত, তারপর আমার আবার হত। তো, আমি যখন "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড" লিখছিলাম, আমার মাথায় ঢুকল কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, এমন এক চরিত্র আমি ঘেন্না করছিলাম আর চিরকাল ঘেন্না করে এসেছিলাম, কেননা বজ্জাতটা চাইলে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারত, করল না শুধু অহংকারের বশে। তাই আমি ভাবলাম, আচ্ছা, এই সারমেয় শাবককে কী রোগ দেওয়া যায় যা জ্বালাতন করবে অথচ প্রাণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরবে না?...তাই তাকে ফোড়া দিলাম। তোমরা কী জানো, যে মুহূর্তে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ফোস্কায় আক্রান্ত হল, আমি তা থেকে সুস্থ হয়ে উঠলাম। এটা দশ বছর আগের কথা, আর আমার কখনও ফোড়া হয়নি।

অন্য ঘটনাটা আর্সুলার। আমার প্রাথমিক পরিকল্পনায়, আর্সুলা মারা যাওয়ার কথা গৃহযুদ্ধের আগে। তাছাড়া, দৃঢ় কালপঞ্জি অনুসারে, তার মধ্যে ওর বয়স এক শতাব্দীর কাছাকাছি। তখন মারা গেলে, কিন্তু বইটা ধসে পড়বে। তাই আমি বুঝলাম তাকে আমার ধরে রাখতে হবে এমন একটা সময় অব্দি যখন বইটা এমনিতেও ভেঙে পড়বে কিন্তু তাতে কিছু হবে না কেননা জাড্যের বশে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তার জন্যই তাকে নরকের শেষ অব্দি চলতে থাকতে হয়। দেখ, আর্সুলাকে চিত্রপট থেকে বের করে নেওয়ার সাহস আমার ছিল না। আমাকে তাকে ঘুরিয়ে বেড়াতে হয়েছে। যথাসম্ভব করতে হয়েছে যেখানে সে যেতে পারে পেছন পেছন যেতে।

প্রশ্ন : আপনি ফোড়া নিয়ে তাই করেছিলেন যা দস্তয়েভ্স্কি মৃগীরোগ নিয়ে করেছিলেন।

উত্তর : হ্যাঁ, তবে তিনি সুস্থ হননি। এটা কি সত্যি নয় যে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম অবিস্মরণীয় দৃশ্য হচ্ছে যখন স্মার্ডিয়ানোভ সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে? তাছাড়া আমরা কখনও জানতে পারি না এটা সত্যি কি না, বা সত্যিই তখন রোগের আক্রমণ হয়েছে না ভান করা হচ্ছে। এ ভোলা যায় না।

প্রশ্ন : আমরা যখন চরিত্রের কথা বলছি, একটা ব্যাপারে আমার অস্বস্তি হয়। সাধারণত আপনার রচনায় সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত চরিত্রেরা প্রতিটি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, অথচ যখন সাধারণ লোকেরা আছে তারা যেন লঘুকৃত, রচনায় স্থান পূরণ করছে কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, বাহুল্যের মতন।

উত্তর : হ্যাঁ, জনগণের প্রয়োজন তাদের লেখককে, এমন লেখক যে তাদের চরিত্র সৃষ্টি করবে। আমি একজন পাতি-বুর্জোয়া লেখক, আর আমার দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই পাতি-বুর্জোয়াসুলভ। সেটাই আমার স্তর, আমার দৃষ্টিকোণ, যদিও আমার একাত্মবোধের মনোভাব অন্য হতে পারে। কিন্তু আমি তাদের সেই দৃষ্টিকোণ জানি না। আমি আমার নিজেরটা থেকে লিখি, যে জানালায় আমি ঘটনাচক্রে আছি। জনতার সম্পর্কে আমি যা বলেছি আর লিখেছি তার চাইতে বেশি জানি না। হয়তো এর বেশি জানি, কিন্তু সেটা শুধু তত্ত্বগতভাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ছলনাহীন। আর কখনওই আমি গায়ের জোরে কিছু করতে চাইনি। একটা কথা আছে আমি বলেছি, আর যেটা কিনা আমার বাবাকেও চটিয়ে দিত, তিনি মনে করতেন এটা তাকে ছোট করতে বলা। "আমি কে, অবশেষে? আমি আরাকাটাকার একজন টেলিগ্রাফ অপারেটর-এর ছেলে।" আর যে কথা আমার বাবার এত হেয় মনে হওয়ার কারণ, আমার কাছে, উলটোভাবে, সেই সমাজে প্রায় আভিজাত্য পূর্ণ মনে হত। কারণ টেলিগ্রাফ অপারেটর নিজেকে শহরে মুখ্য বুদ্ধিজীবী মনে করত। সাধারণত তারা অকৃতকার্য ছাত্র, পড়া ছেড়ে দেওয়া লোকেরা যারা শেষে এই কাজ নিত। আরাকাটাকায়, যে শহর পিওন ভর্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তোমাদের তো তেষ্টা মেটে না। আমি এমনভাবে সাহিত্যের কথা বলছি যেমন বলিনি, ও, কত বছর। আর এছাড়া আমি সাহিত্য নিয়ে বলতে খুব লজ্জাও পাই।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, তবে, ব্যাপারটা হচ্ছে, 'দ্য অটম অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক' হয়ে গেল, কখনও বলা হয় আপনি এটার ক্ষেত্রে আগের সব কাজের প্লেট মুছে ফেলেছেন।

উত্তর : হ্যাঁ, এ কথাই আমি বলেছি।

প্রশ্ন : আপনি একটি সংবাদে এও বলেছেন এটা আপনার আত্মজীবনী, গোপন সংকেতে লেখা। এই বিষয়ে মনে হয় যেন লেখা বেশি জটিল হয়ে উঠছে, সাধারণ লোকের কাছে কম সহজবোধ্য হচ্ছে।

উত্তর : কিন্তু সময়ের সঙ্গে এটাও জনসাধারণের কাছে পৌঁছাবে। 'দ্য অটম অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক' শুধু বসে আছে অপেক্ষা করে জনগণের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য। দেখ, আমার মনে হয় অপ্রস্তুত পাঠকেরা, যাদের সাহিত্যের জ্ঞান নেই, "প্যাট্রিয়ার্ক" অনেক সহজে পড়ে সাহিত্যিক পটভূমি বিশিষ্ট পাঠকদের চাইতে। আমি এটা কিউবায় দেখেছি, যেখানে বইটার পথে-ঘাটে অস্তিত্ব আছে। অ-তথ্যাভিজ্ঞ পাঠকেরা বিরূপ হয় না, তারা বাম বিরূপ হয়। "দ্য অটম"...একেবারে সোজাসাপটা উপন্যাস, একেবারে প্রাথমিক, যেখানে আমি শুধু যা করেছি তা হচ্ছে ব্যাকরণের কিছু বিধি ভেঙেছি হ্রস্ব ও নিখুঁত করার স্বার্থে, অর্থাৎ, কালের বিষয়বস্তুকে পুনর্গঠন করতে। একদিক থেকে, তাতে করে এটা অসীম না হয়। আমি তো এতে বিষম কিছু দেখি না। তাছাড়া সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক কাজ আছে। আমি তো কঠিনটা কোথায় দেখি না।

প্রশ্ন : কিন্তু একজনের ধারণাটা হয় বেশি জটিলতার। এটা মনে হয় অভ্যস্তদের জন্য গ্রন্থ।

উত্তর : গঠনের দিক থেকে, হ্যাঁ, এটা তাই। কিন্তু এর ভাষা সবচেয়ে কথ্য আর জনপ্রিয় আমার উপন্যাসগুলোর মধ্যে। এটা বেশি সাংকেতিক এই অর্থে যে এটা বেশি সীমায়িত। এটা জনতার বেশি, বারাকিলার ট্যাক্সিচালকদের কাছে, এটা সাহিত্যিক ভাষার তুলনায় কথ্যভাষার কাছাকাছি। এটাতে ভরে আছে গান থেকে নেওয়া টুকরো কলি, নানারকমের প্রবাদবাক্য, ক্যারিবীয় সংগীতে।

প্রশ্ন : তাহলে মুশকিলটা হচ্ছে বেশিরভাগ পাঠক যারা এই অভিজ্ঞতা পায়নি তারা সেই প্রসঙ্গ থেকে বঞ্চিত?

উত্তর : না, সেটা ঘটনা নয়, তাহলে বইটা ভুল, কেননা এই অভিজ্ঞতা ছাড়াও পাঠকের এটা অধিগত হওয়া উচিত। তাদের যদি এই প্রাক্ অভিজ্ঞান দরকার হয়, তবে তো বইটা ভ্রান্ত। আমার মনে হয় না যারা সংকেতগুলি জানে তারা বেশি সহজে বইটাতে প্রবেশ করতে পারবে। হয়তো তারা আনন্দ বেশি পাবে। আমি মনে করি বইটা বোধগম্য হবে যারা রুবেন দারিও থেকে এর ভেতরে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বৃহৎ সংখ্যক উদ্ধৃতিগুলি ছাড়াও, কারণ গোটা বইটাই রুবেন দারিও। তোমার যদি বইটা পড়তে অনেক জ্ঞানের দরকার হয়, তবে সেটা ভুল। তবে আমি বিশ্বাস করি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না তোমার সেটা দরকার হবে।

আমি এটাকে উপন্যাসের চাইতে একটা কবিতা মনে করি। এটা প্রাঞ্জল হয় বেশি কবিতা হিসাবে। আমি একটা বইও না পড়ে এটা লিখতে পারতাম, কিন্তু যে সমস্ত সংগীত আমি শুনেছি তা না শুনে নয়। এর থেকেই সেই সংগীতের সমালোচনার বক্রচিত্র হয়েছে আমি এটা লেখার সময়। আর একটা ভীষণ মূল কারণে : "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড"-এর সময় থেকে এই প্রথম আমি যে রেকর্ড চাই কিনতে পারি। আগে, ধার করা সংগীত শুনতে হত। "প্যাট্রিয়ার্ক"-এ বেশি জটিল হচ্ছে এর নান্দনিকতা। এ কোনও নতুন নান্দনিকতা নয়, এ অনেক বেশি জটিল।

এর পেছনে আমাকে একটা কবিতা লিখতে হলে যতটা হত তার চাইতেও বেশি ঘাটতে হয়েছে। এই বিলাসিতা যে লেখক "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড" লিখেছে তার পক্ষে সম্ভব, যে বলে, ঠিক আছে, এবার আমি আমার ইচ্ছে মতো বইটা লিখব। আমি এটা নিয়ে খেলা করতে পারি, কিছু সৃষ্টি করতে পারি, অনেক কিছু স্বীকার করতে পারি। দেখ, ক্ষমতার একাকিত্ব অনেকটা একজন লেখকের একাকিত্বের মতন।

বইটা সংকেতে লেখা এমনটা নয়, যা সাংকেতিক তা হচ্ছে যে ঘটনাবলি এর ভিত্তি, ঠিক যেমন কিছু ঘটনা "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড"-এর ভিত। বাকিটা আমার হওয়া অভিজ্ঞতা। আমার মা যখন বইটা পড়েন তখন তিনি দারুণ মুগ্ধ, কেননা তিনি পড়ে ফেলেন এই বলে, "এ হচ্ছে অমুক, আর সে তমুক, ও আমার বন্ধু, যাকে লোকে খ্যাপা বলত কিন্তু আসলে তা ছিল না।"

আমার মনে হয় "প্যাট্রিয়ার্ক" পড়ার সমস্যাটা বুদ্ধিজীবীদের। তোমরা সমালোচকেরাই এটা বুঝতে পারো না, কারণ তোমরা খুঁজছ এতে যা আছে, আর এতে কিছু নেই। আমার বইগুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে উপকূলবর্তী, সবচেয়ে ক্যারিবিয়ান বদ্ধ সাম্প্রদায়িক অর্থে, যেটা সবচেয়ে বেশি বলছে, "ধ্যাৎ, তোমরা কেন আমাদের সবাইকে এভাবে বারোটা বাজাচ্ছ?" এটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা দেশ, আলাদা সংস্থিতি। একগুচ্ছ বস্তু থেকে কিছু টেনে নেওয়ার ইচ্ছার জন্যই, কারওর মনে হয় যে তারা এটা বুঝতে পারছে না। আর তাই, যে গণিকালয়ে আমি থাকতাম তা ক্যারিবিয়ান বস্তুতে পূর্ণ ছিল। আর সেই বন্দরের পানশালা যেখানে আমরা প্রাতরাশের জন্য যেতাম যখন ভোর চারটেয় খবরের কাগজ ছেপে বেরোত, যেখানে উদ্ভট ঝগড়া আর গোলমাল লেগেই থাকত। আর যে জাহাজগুলো রওনা হত আরুবার জন্য, কুরাচাওয়ের জন্য, বেশ্যা ভর্তি হয়ে...আমি জানি না, যেগুলো যেত আর ফিরে আসত নিষিদ্ধ সামগ্রী নিয়ে...আর শনিবার বিকেলের কার্টাজেনা, ছাত্রদের ভিড়, সেই সবকিছু। দেখ, আমি ক্যারিবিয়ানকে চিনি, দ্বীপের পর দ্বীপ, এভাবে চিনি, দ্বীপের পর দ্বীপের পর দ্বীপ। আর এই সমস্তকে একত্রীভূত করা যায় একটা রাস্তায়, যে ধরনের একটা রাস্তা 'দ্য অটম'-এ আবির্ভূত হচ্ছে, যেটা পানামার মূল রাজপথ, লা গুয়াজিরা-তে। আর সর্বোপরি এটা পানামা সিটির ব্যবসার রাস্তা, হকারদের রাজপথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা প্রচেষ্টা আছে এই সমস্ত কিছুকে চেপে ধরে কোনওভাবে একত্রিত করতে চাওয়ায়। হয়তো এটা সঠিকভাবে হয়নি। "দ্য অটম" হচ্ছে পানামার সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ দিয়ে হেঁটে গেলে তুমি যে বারোটা ভূখণ্ড পাবে, অথবা কার্টাজেনার এক বিকেল, সেই ক্যারিবিয়ানের সমস্ত মলস্তূপ। কেননা সেটা এক জঘন্য মল স্তূপ, আজকের কিউবা সমেত, যা তা আছে, যা হাভানা ছিল...আমার মতে একটা কাব্যিক প্রচেষ্টা আছে উলটোদিকে বেরিয়ে আসার এই প্রয়াসে। আমি "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড" লিখে যেতে পারতাম, তার সংযোজন, II, III, IV "দ্য গডফাদার"-এর মতন? কিন্তু এ হতে পারে না। আমি যদি লিখে যেতেই চাই, আমার দেখবার দরকার ছিল কি ঘণ্টা আমি করতে পারি—যা নিয়ে আর তেমন দুশ্চিন্তা হয় না "প্যাট্রিয়ার্ক"-এর পর থেকে।

আমি যদি আমার গল্প লিখি, এখন আমার আদর্শ সমারসেট মম। সেগুলো শান্ত, শারদীয় কাহিনি, একজন লোক যা বেঁচেছে যা দেখেছে তা বলছে, এমন এক আঙ্গিকে যেটা...আমরা বলব না "ক্লাসিক্যাল" কেননা সংজ্ঞা সবকিছু ভণ্ডুল করে দেয়, বরং বলি 'কেতাবি, প্রথাগত'। কারণ মম খুব ভালো গল্প লিখতেন। সম্ভবত শ্রেষ্ঠ যেগুলো আমি জানি তাদের একটা বিশেষ লয় আছে, তারা কোলাহল সৃষ্টি করে না। সেগুলো গল্প লেখার জন্য ভালো আদর্শ...তাই!..."দ্য অটম" নিয়ে আমরা আর কী বলব?

প্রশ্ন : বইটার কোন অংশগুলি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা?

উত্তর : সেটা বলা কঠিনতর। সবগুলি মিশে আছে। কোনও একদিন আমরা বসে একটা অংশ পড়ে সেটা নিয়ে কথা বলতে পারি।

প্রশ্ন : রুবেন দারিওকে নিয়ে, উদাহরণরূপে।

উত্তর : হ্যাঁ, আচ্ছা রুবেন দারিও হচ্ছেন যুগের কবি, মানে, বইটার যুগের। জানো, এটা বলা হয় সমস্ত অনুবাদকদের তাকে নিয়ে সমস্যার কথা। তাকে যেভাবে উচিত সেভাবে অনুবাদ করা হয়নি, মহান কবিরূপে। তিনি কোথাও পরিচিত নন। আরও কিছু সমস্যা আছে যা অনুবাদকদের ঝামেলায় ফেলে দেয়। "দ্য অটম অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক"-এর অনুবাদকরা পুরো পাগল হয়ে যাচ্ছে। যেমন, তারা জিজ্ঞেস করে, 'লা মান্তা দেলা বান্দেরা' মানে কী? (আক্ষরিকভাবে : 'পতাকার কম্বল' : সঃ) আর উপকূলে, এখানে জানি না 'মান্তা' মানে সিগারেটের কাগজ যা গাঁজা পাকানোর জন্য বিক্রি হয়। কিন্তু এ সময় সেগুলো আমেরিকার পতাকার সঙ্গে এসেছিল। উপকূলে, এটা খুব সহজ। যেই কথাটা দেখবে "মান্তা দে বান্দেরা" সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার সঙ্গে আসা গাঁজা খাওয়ার কাগজ। তোমরা কল্পনা করতে পারো অনুবাদককে "লা মান্তা দে বান্দেরা" বোঝাতে কী পরিমাণ ফুটনোট দিতে হবে। দরকার হচ্ছে পুরোনো কথার প্রসঙ্গগুলো ভুলে গিয়ে একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া। আরেকটা দারুণ জিনিস আছে : সেটা হল "সালচিসোঁ দে হোয়িতো" (আক্ষরিকভাবে : "ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট সসেজ" : সঃ) এই কথাটা পুরোই বারাঙ্গিলার ট্যাক্সিচালকদের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : আর তার মানেটা কী?

উত্তর : এটা একটা সসেজ যার ডগায় একটা ফুটো আছে। স্পেনে তারা বলে "লা পোলা", অন্য দেশে বলে "লা পিঙ্গা"...কিন্তু Barranquilla-র ড্রাইভাররা বলে "ছোট্ট ফুটোওলা সসেজ"। তাই, সব অনুবাদক জানতে চায়, "ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট সসেজ' কী?" কঠিন হচ্ছে, তাহলে, গোটা বইটা নয়, ওই ব্যাপারগুলো, ঠিক কিনা? ক্যারিবিয়ান জিনিসগুলো। যেমন, কিউবার লোকেরা জানে না "সালচিসোঁ দে হোয়িতো" কাকে বলে, কিন্তু যখন একজন কিউবান, একজন ডোমিনিকান বা একজন পুয়ের্তো রিকান যখন পড়ে, সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলে জিনিসটা কী। তারা বুঝে ফেলে কেননা তারা কৌশলটা, তার পারিপার্শ্বিকতাটা জানে, তাই জানে অর্থে কীভাবে পৌঁছাতে হবে।

বঙ্গানুবাদ : অভিজিৎ শর্মা রায়

[১৯৭৭ সালে এল্ ম্যানিফেস্টো পত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তর আলাপচারিতার ফল এই সাক্ষাৎকার। সেটি ছিল স্প্যানিসে। ২০০৫-এ **এইচ বেল বেলাডাকৃত** ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ রাখা হল এখানে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা প্রচেষ্টা আছে এই সমস্ত কিছুকে চেপে ধরে কোনওভাবে একত্রিত করতে চাওয়ায়। হয়তো এটা সঠিকভাবে হয়নি। "দ্য অটম" হচ্ছে পানামার সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ দিয়ে হেঁটে গেলে তুমি যে বারোটা ভূখণ্ড পাবে, অথবা কার্টাজেনার এক বিকেল, সেই ক্যারিবিয়ানের সমস্ত মলস্তূপ। কেননা সেটা এক জঘন্য মল স্তূপ, আজকের কিউবা সমেত, যা তা আছে, যা হাভানা ছিল...আমার মতে একটা কাব্যিক প্রচেষ্টা আছে উলটোদিকে বেরিয়ে আসার এই প্রয়াসে। আমি "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড" লিখে যেতে পারতাম, তার সংযোজন, II, III, IV "দ্য গডফাদার"-এর মতন? কিন্তু এ হতে পারে না। আমি যদি লিখে যেতেই চাই, আমার দেখবার দরকার ছিল কি ঘণ্টা আমি করতে পারি—যা নিয়ে আর তেমন দুশ্চিন্তা হয় না "প্যাট্রিয়ার্ক"-এর পর থেকে।

আমি যদি আমার গল্প লিখি, এখন আমার আদর্শ সমারসেট মম। সেগুলো শান্ত, শারদীয় কাহিনি, একজন লোক যা বেঁচেছে যা দেখেছে তা বলছে, এমন এক আঙ্গিকে যেটা...আমরা বলব না "ক্লাসিক্যাল" কেননা সংজ্ঞা সবকিছু ভণ্ডুল করে দেয়, বরং বলি 'কেতাবি, প্রথাগত'। কারণ মম খুব ভালো গল্প লিখতেন। সম্ভবত শ্রেষ্ঠ যেগুলো আমি জানি তাদের একটা বিশেষ লয় আছে, তারা কোলাহল সৃষ্টি করে না। সেগুলো গল্প লেখার জন্য ভালো আদর্শ...তাই!..."দ্য অটম" নিয়ে আমরা আর কী বলব?

প্রশ্ন : বইটার কোন অংশগুলি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা?

উত্তর : সেটা বলা কঠিনতর। সবগুলি মিশে আছে। কোনও একদিন আমরা বসে একটা অংশ পড়ে সেটা নিয়ে কথা বলতে পারি।

প্রশ্ন : রুবেন দারিওকে নিয়ে, উদাহরণরূপে।

উত্তর : হ্যাঁ, আচ্ছা রুবেন দারিও হচ্ছেন যুগের কবি, মানে, বইটার যুগের। জানো, এটা বলা হয় সমস্ত অনুবাদকদের তাকে নিয়ে সমস্যার কথা। তাকে যেভাবে উচিত সেভাবে অনুবাদ করা হয়নি, মহান কবিরূপে। তিনি কোথাও পরিচিত নন। আরও কিছু সমস্যা আছে যা অনুবাদকদের ঝামেলায় ফেলে দেয়। "দ্য অটম অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক"-এর অনুবাদকরা পুরো পাগল হয়ে যাচ্ছে। যেমন, তারা জিজ্ঞেস করে, 'লা মান্তা দেলা বান্দেরা' মানে কী? (আক্ষরিকভাবে : 'পতাকার কম্বল' : সঃ) আর উপকূলে, এখানে জানি না 'মান্তা' মানে সিগারেটের কাগজ যা গাঁজা পাকানোর জন্য বিক্রি হয়। কিন্তু এ সময় সেগুলো আমেরিকার পতাকার সঙ্গে এসেছিল। উপকূলে, এটা খুব সহজ। যেই কথাটা দেখবে "মান্তা দে বান্দেরা" সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার সঙ্গে আসা গাঁজা খাওয়ার কাগজ। তোমরা কল্পনা করতে পারো অনুবাদককে "লা মান্তা দে বান্দেরা" বোঝাতে কী পরিমাণ ফুটনোট দিতে হবে। দরকার হচ্ছে পুরোনো কথার প্রসঙ্গগুলো ভুলে গিয়ে একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া। আরেকটা দারুণ জিনিস আছে : সেটা হল "সালচিসোঁ দে হোয়িতো" (আক্ষরিকভাবে : "ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট সসেজ" : সঃ) এই কথাটা পুরোই বারাঙ্গিলার ট্যাক্সিচালকদের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : আর তার মানেটা কী?

উত্তর : এটা একটা সসেজ যার ডগায় একটা ফুটো আছে। স্পেনে তারা বলে "লা পোলা", অন্য দেশে বলে "লা পিঙ্গা"...কিন্তু Barranquilla-র ড্রাইভাররা বলে "ছোট্ট ফুটোওলা সসেজ"। তাই, সব অনুবাদক জানতে চায়, "ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট সসেজ' কী?" কঠিন হচ্ছে, তাহলে, গোটা বইটা নয়, ওই ব্যাপারগুলো, ঠিক কিনা? ক্যারিবিয়ান জিনিসগুলো। যেমন, কিউবার লোকেরা জানে না "সালচিসোঁ দে হোয়িতো" কাকে বলে, কিন্তু যখন একজন কিউবান, একজন ডোমিনিকান বা একজন পুয়ের্তো রিকান যখন পড়ে, সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলে জিনিসটা কী। তারা বুঝে ফেলে কেননা তারা কৌশলটা, তার পারিপার্শ্বিকতাটা জানে, তাই জানে অর্থে কীভাবে পৌঁছাতে হবে।

বঙ্গানুবাদ : অভিজিৎ শর্মা রায়

[১৯৭৭ সালে এল্ ম্যানিফেস্টো পত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তর আলাপচারিতার ফল এই সাক্ষাৎকার। সেটি ছিল স্প্যানিসে। ২০০৫-এ এইচ বেল বেলাডাকৃত ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ রাখা হল এখানে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য : সূত্রধরবিদ্যারই রকমফের

...

প্রশ্ন : টেপরেকর্ডার ব্যবহার করলে আপনার কীরকম মনে হয়?

উত্তর : এর সমস্যাটি হচ্ছে যেই মুহূর্তে জানা যায় যে সাক্ষাৎকারটি টেপরেকর্ডারে ধরে রাখা হচ্ছে, তখনই বক্তার মনোভাবটি পালটে যায়। আমার ক্ষেত্রে আমি তৎক্ষণাৎ একটি প্রতিরক্ষামূলক আচরণ করি। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার ধারণা একটি সাক্ষাৎকার ধরে রাখতে, টেপরেকর্ডার কীভাবে ব্যবহার করা উচিত সে বিষয়ে আমরা এখনও সম্যকভাবে অবহিত নই। আমার মতে সবচেয়ে সহজ উপায় একজন সাংবাদিক একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে যাবেন কোনওরকম সংক্ষিপ্ত ভাষ্য ছাড়াই। এরপর যেভাবে আলোচনাটি তিনি বুঝেছেন বা অনুভব করেছেন সেইভাবে মনের মতো করে সাজিয়ে তার একটি সুচিন্তিত বিবরণ লিখে ফেলা। আরও একটি কার্যকরী উপায় হল সংক্ষিপ্ত ভাষ্য নিয়ে এবং বক্তার ভাষ্যের প্রতি আনুগত্য রেখে আলোচনার একটি ব্যাখ্যা তৈরি করা। প্রতিটি কথা টেপরেকর্ডারে লিপিবদ্ধ (ধরে রাখা) করা বক্তাকে বিতৃষ্ণা করে, এই কারণে যে এটি বক্তার অসতর্ক বা অপ্রতিভ মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখে এবং মনে করিয়ে দেয়। সেই কারণেই যখনই কোনও টেপরেকর্ডারের উপস্থিতি দেখি তখনই আমি আত্মসচেতন হয়ে যাই এই ভেবে যে আমাকে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। আর যেখানে টেপরেকর্ডার অনুপস্থিত সেখানে আমি কথা বলি খোলামেলাভাবে, আর আমার মতো করে। আপনার কথার পর আমি সাক্ষাৎকারে এটা ব্যবহার করতে একটু বিব্রত (ইতস্তত) বোধ করছি, কিন্তু আমার মনে হয় এরকম ধরনের সাক্ষাৎকারে আমাদের হয়তো এটার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : যাই হোক, আমার এতকিছু বলার আসল উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে অপ্রস্তুতে ফেলা। —তাহলে আপনি নিজে কোনওদিনই কোনও সাক্ষাৎকারে টেপরেকর্ডার ব্যবহার করেননি?

উত্তর : একজন সাংবাদিক হিসেবে কোনওদিনই নয়। আমার একটি খুব ভালো টেপরেকর্ডার আছে, আমি এটাকে একমাত্র সংগীত শ্রবণের নিমিত্তই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু ঘটনা হল এই যে একজন সাংবাদিক হিসাবে আমি কোনও সাক্ষাৎকার নিইনি। আমি প্রতিবেদন তৈরি করেছি, কিন্তু প্রশ্নোত্তরে সাজানো কোনও সাক্ষাৎকার নিইনি।

প্রশ্ন : আমি কিন্তু একটি নৌবিধ্বস্ত নাবিকের সঙ্গে বিখ্যাত একটি সাক্ষাৎকারের কথা শুনেছি।

উত্তর : সেটি প্রশ্নোত্তরে সজ্জিত ছিল না। নাবিকটি আমাকে তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের

BanglaBook.org

কথা বলেছিলেন। যাতে তাঁর নিজস্ব বাচনভঙ্গি সম্পূর্ণ বজায় থাকে এবং ঘটনাটি যেন তিনিই লিখছেন এটা যাতে মনে হয় তার জন্য আমি ঘটনাটি প্রথমপুরুষে বর্ণনা করে তার পুনর্লিখন করেছিলাম। যখন সংবাদপত্রে লেখাটির একটু একটু অংশ ধারাবাহিকভাবে দু'সপ্তাহ ধরে প্রকাশিত হয় তখন লেখাটি সই করে নাবিক নিজেই, আমি নই। প্রায় কুড়ি বছর পর এটি প্রকাশিত হয় এবং পাঠকবর্গ জানতে পারেন যে ওটি আমারই লেখা। কোনও সম্পাদক এটিকে ভালো বলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যতদিন না আমি One Hundred Years of Solitude লেখা শেষ করি।

প্রশ্ন : যেহেতু আমরা সাংবাদিকতা নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম তাই জিজ্ঞাস্য—পুনরায় একজন সাংবাদিক হয়ে কাজ করতে আপনার কীরকম লাগবে, বিশেষত এতদিন ধরে উপন্যাস লেখার পর। আপনি কি এই কাজ অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করবেন?

উত্তর : আমি সর্বদা স্থিরনিশ্চিত যে সাংবাদিকতাই আমার সত্যিকারের পেশা। আমি আগে সাংবাদিকতায় যা পছন্দ করতাম না তা হল এ-কাজের অবস্থাটি। এছাড়া আমাকে আমার ভাবনা ও চিন্তাধারাকে সংবাদপত্রের খাতিরে প্রবাহিত করতে হত। এখন একজন ঔপন্যাসিক হিসাবে সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য পাবার পর আমি সত্যিই সেই বিষয়টাই নির্বাচন করতে পারি যা আমার পছন্দসই এবং আমার ভাবনার অনুরূপ। যাই হোক, একটা ভালো সাংবাদিকতা করতে পাবার সুযোগে আমি সর্বদাই উৎসাহী।

প্রশ্ন : আপনার মতে গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিকতা কোনটি?

উত্তর : John Hersayo Hiroshima একটি অনবদ্য রচনা।

প্রশ্ন : বর্তমানে এমন কোনও ঘটনার কথা ভাবছেন যা আপনি বিশেষভাবে লিখতে চান।

উত্তর : অনেক, অনেক। প্রকৃতপক্ষে লিখেওছি আমি প্রচুর। আমি পর্তুগাল, কিউবা, অ্যাঙ্গোলা, ভিয়েতনাম সম্পর্কে লিখেছি। আমার পোল্যান্ড নিয়ে লেখার ইচ্ছে খুবই। আমার ধারণা যদি আমি সেখানে কী হচ্ছে তার একটি প্রামাণ্য বিবরণ দিতে পারি তবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবৃত্ত হবে। কিন্তু পোল্যান্ডে এখন খুবই ঠান্ডা এবং আমি সাংবাদিকটি স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন যা সাংবাদিকতায় সম্ভব নয় উপন্যাসে তা করা সম্ভব?

উত্তর : না, আমার মনে হয় না দুইয়ে কোনও পার্থক্য আছে। উৎস, বিষয়বস্তু এক, উপাদান এবং ভাষাও পার্থক্যহীন। ড্যানিয়েল ডিফোর The Journal of the Plague Year একটি বিখ্যাত উপন্যাস এবং হিরোশিমা সাংবাদিকতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রশ্ন : সত্য ও কল্পনার মধ্যে সমতা রক্ষায় একজন সাংবাদিক ও একজন উপন্যাসিকের দায়িত্ব কি বিভিন্ন?

উত্তর : সাংবাদিকতায় অসত্য এমনই একটা জিনিস যা সম্পূর্ণ রচনাটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পক্ষান্তরে কল্পিত কাহিনিতে সততাই সমগ্র রচনাটিকে একটি বৈধতা দান করে। এটাই একমাত্র পার্থক্য এবং এটা লেখার স্বীকারোক্তির মধ্যেই প্রোথিত থাকে। একজন উপন্যাসিক নিজে যা মনে করেন তাই কাজে পরিণত করতে পারেন যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরতে পারেন।

প্রশ্ন : কয়েক বছর আগের ইন্টারভিউগুলোতে আপনি সাংবাদিক থাকার সময় কত দ্রুত লিখতে পারতেন সে সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে একটু যেন ভয় পেতেন!

উত্তর : উপন্যাস রচনা এবং সাংবাদিকতা দুইই এখন আমার আগের চেয়ে দুরূহ মনে হয়। যখন সংবাদপত্রের জন্য কাজ করতাম, লেখার সময় যে শব্দগুলি ব্যবহার করছি তার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমি খুব একটা সচেতন ছিলাম না। কিন্তু এখন তা হয়েছি। যখন বোগোটাতে এল এসপেকটাডোর-এর হয়ে কাজ করছিলাম তখন আমি মোটামুটি ভাবে তিনটি গল্প লেখার কাজ এক সপ্তাহে সেরে ফেলতাম। দুটো থেকে তিনটে 'সম্পাদকের কলম' লিখতাম প্রত্যেকদিন। আর চলচ্চিত্র সমালোচনার কাজটি তো ছিলই। রাত্রে যখন সবাই বাড়ি চলে যেত, আমি আমার উপন্যাস শেষ করার জন্য থেকে যেতাম। লিনোটাইপ যন্ত্রের শব্দ আমার কানে বর্ষাধারার মতো শোনাত। যন্ত্র যখন নীরব হত আমাকেও নৈঃশব্দ্য ধীরে ধীরে গ্রাস করত। আর লেখা হয়ে উঠত না। বর্তমানে তুলনামূলক ভাবে লেখা হয় কম। বেশ ভালোরকম কাজের দিনে সকাল নটা থেকে দুপুর দুটো কি তিনটে পর্যন্ত কাজ করে হয়তো খুব বেশি আমি চার কি পাঁচ লাইনের একটা প্যারাগ্রাফ শেষ করি। এবং পরদিন প্রায়ই আমি সেটাকে ছিঁড়ে ফেলি।

প্রশ্ন : আপনার এই পরিবর্তন কীভাবে এসেছে? আপনার বহু প্রশংসিত লেখাগুলির জন্য না কোনওরকম রাজনৈতিক অঙ্গীকার এর কারণ?

উত্তর : দুই থেকেই। আমার মনে হয় আমি অনেক বেশি মানুষের জন্য লিখছি যা আমি কোনওদিন ভাবিওনি। এই ধারণা থেকেই একটি দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়েছে যা সাহিত্য এবং রাজনীতি দুই-এর সম্বন্ধযুক্ত। এছাড়া একটু আত্মশ্লাঘাও জড়িয়ে আছে ; আগের কাজের তুলনায় এখনকার কাজ কোনও অংশে খাটো হয়ে যাক তা আমি চাই না।

প্রশ্ন : আপনি কীভাবে লেখা শুরু করেন?

উত্তর : ছবি, অর্থাৎ ব্যঙ্গচিত্র দিয়ে শুরু করি। আমি লিখতে বা পড়তে শেখার আগেই নানারকম মজাদার ছবি আঁকতাম, স্কুলে, বাড়িতেও। মজার বিষয় হচ্ছে এখন আমি বুঝতে পারি যে যখন আমি স্কুলের উঁচু ক্লাসে ছিলাম তখনই আমার লেখক হিসাবে খ্যাতি ছিল। যদিও আমি বস্তুতপক্ষে কোনওদিনই কিছু লিখিনি যদি কোনও প্যাম্পলেট বা দরখাস্ত লেখার কাজ থাকত তবে সেই কাজটা আমাকেই করতে হত কারণ আমি ছিলাম অনুমিত লেখক। যখন আমি কলেজে প্রবেশ করি তখন থেকেই আমার সাধারণ সতীর্থদের তুলনায় খুব ভালো একটি সাহিত্যচেতনা ছিল। বোগোটার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি নতুন পরিচিত ও বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে সচেষ্ট হই। এবং তারাই আমাকে সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করেন। একদিন রাত্রে আমার এক বন্ধু আমাকে ফ্রানজ কাফকা রচিত একটি ছোটগল্পের সংকলন ধার হিসাবে পড়তে দেন। আমি যেখানে থাকতাম সেই পেন্‌সনে ফিরে দ্য মেটামরফসিস্ পড়তে শুরু করলাম। প্রথম লাইনটি আমার রীতিমতো নাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিল, বিস্মিত করল। প্রথম লাইনটি আরম্ভ এইভাবে 'পরদিন ভোরে গ্রেগরি সাম্‌সা এক অস্বস্তিকর স্বপ্নাবস্থা থেকে জাগ্রত হয়ে নিজেকে আবিষ্কার করল যেন সে বিছানার উপর পড়ে থাকা এক মস্ত কীট...।' ওই লাইনটি পড়ার পর মনে হল যে আমি এখনও কারওকে জানি না যে ওইরকম ভাবে লিখতে পেরেছেন। যদি এর আগেই আমি এরকম লেখার সঙ্গে পরিচিত হতাম তবে আমি লেখা শুরু করতাম অনেক আগে। এরপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি ছোটগল্প লেখা শুরু করি। অধিকাংশ মননশীল ছোটগল্প; কারণ কি আমি আমার সাহিত্যকে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে লিখতাম এবং সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে তখনও আমি সমন্বয় খুঁজে পাইনি। গল্পগুলি প্রকাশিত হত বোগোতার এল এসপেকটাডোর সংবাদপত্রের সাহিত্য বিষয়ক ক্রোড়পত্রে। এই গল্পগুলি তখন বেশ সাফল্য লাভ করে বোধ হয় এই কারণে যে কলম্বিয়ায় কেউ তখন বুদ্ধিদীপ্ত লিখতেন না। তখন যা লেখা হত সবই প্রায় পল্লি অঞ্চলের জীবন বা সমাজজীবন নিয়ে লেখা। আমি যখন আমার ছোটগল্প লিখি তখন বলা হল যে আমার লেখা জয়েসের প্রভাবান্বিত।

প্রশ্ন : আপনি তখন জয়েস পড়েছেন?

উত্তর : আমি জয়েস তখনও পড়িনি। তাই আমি ইউলিসিস পড়া শুরু করলাম। তখন শুধুমাত্র যে স্পেনীয় সংস্করণটি পাওয়া যাচ্ছিল আমি সেটাই পড়ি। তারপর ইংরাজি ও খুব সুন্দর ফরাসি এই দুই ভাষাতে ইউলিসিস পড়ার পর বুঝতে পারি যে আসল স্পেনীয় অনুবাদটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু আমি একটি শিক্ষা গ্রহণ করি যা আমার লেখার পক্ষে ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে স্বগত ভাষণের প্রয়োগ কৌশল। পরবর্তীকালে ভার্জিনিয়া উলফের লেখায় আমি এটি আবিষ্কার করি। তিনি জয়েসের চেয়েও আরও ভালোভাবে এর ব্যবহার লেখায় করেন। যদিও পরে আমি বুঝতে পারি এই স্বগতোক্তি লেখার কৌশলের আদি সৃষ্টিকর্তা হলেন ল্যাজ্যারিও ডি টর্মসের এক অজানা লেখক।

প্রশ্ন : আপনাকে প্রথমদিকে অনুপ্রাণিত করেছেন এরকম কয়েকজনের কথা যদি বলেন?

উত্তর : যে কয়জন সত্যিই অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁরা সবাই আমেরিকার বিস্মিতপ্রায় লেখক। আমি উপলব্ধি করলাম যে তাঁদের সাহিত্যে জীবনের স্পর্শ ছিল, যা ছিল আমার ছোটগল্পে অনুপস্থিত। তারপরই ঘটনা হয় যা এই মনোভাবের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল বোগোটায় যখন একজন রাজনৈতিক নেতা নৈতান গুলিবিদ্ধ হন বোগোটার জনতা রাস্তায় নেমে উন্মত্তের মতো চিৎকার আরম্ভ করে। ঘটনাটি যখন আমার কর্ণগোচর হয় তখন আমি আমার পেনসন-এ মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য তৈরি হচ্ছি। আমি ঘটনাস্থলে ছুটে যাই কিন্তু নৈতানকে ঠিক তক্ষুনি একটি ট্যাক্সি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। Pension-এ ফেরার পথে দেখি জনতা পথে নেমে পড়েছে। বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। দোকান লুঠপাট বাড়ি পোড়ানো সবই চলছে। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমি কোন দেশে বাস করছি, এবং আমার ছোটগল্পগুলির সঙ্গে তার কী বৈসাদৃশ্য সে বিষয়ে আমি সেইদিন অপরাহ্ণেই সচেতন হলাম। পরবর্তীকালে আমি ক্যারিবিয়ানে যেতে বাধ্য হই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে আমার ছেলেবেলার দিনগুলো কেটেছে, আমি উপলব্ধি করলাম এই জীবনেই আমি অভ্যস্ত এবং একেই আমি আমার লেখায় ধরে রাখতে চাই।

১৯৫০ কি ৫১ সালে আরেকটি ঘটনা ঘটে যা আমার সাহিত্য প্রবণতাকে প্রভাবান্বিত করে। আমার মা আমাকে তাঁর সঙ্গে আরাকাটাকায় যেতে ও বাড়ি বিক্রি করতে অনুরোধ করেন। আরাকাটাকাতে আমি জন্মাই এবং এই বাড়িতে আমি আমার ছেলেবেলা অতিবাহিত করি। সেখানে পদার্পণ করে আমি প্রথমে খুব অভিভূত হয়ে পড়ি। কারণ কী আমি তখন বাইশ বছরের যুবক এবং আট বছর বয়সের পর আর কখনও আমি এখানে আসিনি। বলতে গেলে সত্যি খুব একটা পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে সত্যি আমি প্রথম ট্রাম দেখেছিলাম ; আসলে এ যেন হৃদয় দিয়ে বোঝা, মন দিয়ে পড়ে ফেলা। এটা যেন যা দেখলাম সবই ইতিপূর্বে লেখা হয়ে গিয়েছে। আমার কাজ যেন শুধুমাত্র বসে যা এইমাত্র দেখেছি এবং যা ছিল তারই একটা অনুলিপি তৈরি করা। প্রত্যেকটি ব্যাবহারিক অভিপ্রায়ের জন্য সবকিছুই সাহিত্যে ব্যক্ত হয়েছে : বাড়ি, ঘর, মানুষ, স্মৃতি। আমি নিশ্চিত নই যে ইতিমধ্যে আমি ফক্‌নার পড়েছিলাম কিনা, কিন্তু এখন আমি স্থির নিশ্চিত যে ফক্‌নারের প্রয়োগ-কৌশল আমাকে যা দেখছি তাই লিখে উজ্জীবিত করবে। গ্রামের আবহাওয়া, অবক্ষয়, উষ্ণতা প্রায় একরকম, যেরকম আমি ফক্‌নারের লেখাতে অনুভব করেছি। একটি কলের কোম্পানি থেকে একদল আমেরিকান একটি কলাবাগানে বাস করতে এলে ঠিক যে রকম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় আমি ঠিক তেমনটি লক্ষ করেছি প্রান্তীয়পূর্বের লেখকদের রচনায়। সমালোচকগণ সাহিত্যে ফক্‌নারের প্রভাব পড়েছে বলে থাকেন, কিন্তু আমি মনে করি এই সাদৃশ্য নেহাতই আকস্মিক, আমি লেখার উপকরণগুলি সেভাবে কাজে লাগিয়ে দেখেছি, ফক্‌নারের লেখাতেও ঠিক একই ভাবে একই উপকরণ কাজে লাগানো হয়েছে।

সেইবারের যাত্রা সমাপ্ত করে আমি গ্রামে ফিরে এলাম। আমার প্রথম উপন্যাস লিফ্ স্টর্ম লিখব বলে। সেই আরাকাটাকায় যাত্রায় সত্যি আমার মধ্যে কী যে ঘটে গেল, আমি বুঝলাম যে ছেলেবেলার ঘটনাগুলিতে একটি শৈল্পিক মূল্য আছে এবং সেটা কেবলমাত্র আমি এখনই বুঝেছি। যেইমাত্র আমি লিফ্ স্টর্ম লিখলাম আমি বুঝলাম আমি একজন লেখকই হতে চাই এবং তা থেকে কেউ আমায় বিরত করতে পারবে না। আর যে কাজ আমার এখনও বাকি আছে তা জগতের শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ। এই সব ঘটনাই ঘটে ১৯৫৩ সালে। কিন্তু আমি আমার লেখা আটটি বই-এর মধ্যে যে পাঁচটির জন্য গ্রন্থস্বত্ব ব্যবহারের সুযোগ পাই তার সবই ১৯৬৭-র পরে।

প্রশ্ন : আপনার যেমন ছিল—সেই নিজের ছেলেবেলা, অভিজ্ঞতা সবকিছু অস্বীকার করে শুধুমাত্র মননশীল রচনার প্রবণতা এখন নবীন লেখকদের মধ্যে খুবই প্রচলিত।

উত্তর : ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। কিন্তু আমাকে যদি নবীন সাহিত্যিকদের জন্য কিছু উপদেশ দিয়ে যেতেই হয় তবে আমার কথা হল 'যে ঘটনার সঙ্গে তোমার কোন কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে তার কথাই লেখো। দেখা গেছে যে ঘটনা নিজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছে, অথবা যে ঘটনার সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে অথবা যে ঘটনা নিজের পড়া বা লোকমুখে শোনা তা লেখা অনেক সহজ। পাবলো নেরুদা তাঁর কবিতার একটি লাইনে বলেছেন 'ঈশ্বর আমার সৃষ্টির ভাবনা থেকে মুক্ত করেছেন তখনই যখন আমি গান গাই।' আমি চমৎকৃত হই যখন আমি ভাবি আমার প্রশংসাপ্রাপ্তি আমার কল্পনার জন্যই। অথচ সত্য এই যে আমার রচনার এমন একটি কোনও লাইন থাকে না যার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। আসলে মুশকিলটা হল ক্যারাবিয়ান বাস্তবের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত কল্পনার নিবিড় সম্বন্ধ আছে (প্রচুর মিল আছে?)

প্রশ্ন : এই মুহূর্তে আপনি কাদের জন্য লিখছেন? আপনার সামনে শ্রোতা বা দর্শক কে?

উত্তর : লিফ্ স্টর্ম আমার সেইসব বন্ধুদের জন্য লেখা যাঁরা আমাকে বই ধার দিয়ে বা অন্যভাবে নানারকম সাহায্য করেছিলেন এবং আমার লেখা সম্পর্কে অত্যুৎসাহী ছিলেন। সাধারণভাবে আমার মনে হয় যেই লিখুন তিনি কোনও একজনের জন্য লেখেনই। আমি যখন লিখি তখন সদা সতর্ক থাকি এই ভেবে যে আমার কোনও এক বন্ধুর লেখার এই অংশটি ভালো লাগবে। আবার অন্য আর একজন লেখার জন্য একটি প্যারাগ্রাফ বা অধ্যায় পছন্দ করবেন। অর্থাৎ লেখার সময় চিন্তা থাকে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। অবশেষে এই দাঁড়াল যে প্রত্যেকটি বই বন্ধুদের জন্য লেখা, One Hundred Years of Solitude লেখার পর আমার সমস্যা দাঁড়াল এই যে—এই লক্ষ লক্ষ পাঠকবর্গ যাঁদের জন্য আমার লেখা তাঁদের আমি এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না। এই চিন্তা আমাকে বিপর্যস্ত কর্মবিমুখ করে তুলেছে। এ যেন সহস্র দৃষ্টি তোমার উপর, অথচ তুমি জানো না সেই মুখগুলি তারা কী চিন্তা করছে।

প্রশ্ন : আপনার কল্পিত কাহিনিগুলির উপর সাংবাদিকতার প্রভাব সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

উত্তর : আমার মনে হয় প্রভাব পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। কাহিনি আমায় সাংবাদিকতায় সাহায্য করেছে, কারণ তখন সেটা একটা সাহিত্যমূল্য প্রাপ্ত হয়েছে। আবার সাংবাদিকতা কাহিনি রচনায় সাহায্য করেছে কারণ এটা বাস্তবের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে আমায় সচেষ্ট করেছে।

প্রশ্ন : যে স্টাইল আপনার মধ্যে লিফ্ স্টর্ম-এর পর থেকে One Hundred Years of Solitude লেখার আগে পর্যন্ত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার জন্য যে নিরন্তর অন্বেষণ তা আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?

উত্তর : লিফ্ স্টর্ম লেখা শেষ করার পর, আমার গ্রাম ও ছেলেবেলা নিয়েই লিখব স্থির করলাম। দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়া বা সেই নিয়ে লেখা থেকে এ যেন এক ধরনের মুক্তি। আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়েছিল যে রাজনৈতিক হাওয়া বইছিল তার সম্মুখীন না হয়ে আমি নিজেকে ভেতরে গুটিয়ে ফেলছিলাম। এটা ছিল সেই সময় যখন সাহিত্য এবং রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কই ছিল আলোচনার বিষয়। আমি চেষ্টা করেছিলাম দুই-এর মধ্যেকার ফাঁকটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে। ফক্নার-এর আগে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ডিফো—এখন করেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমিংওয়ে। আমি যে বইগুলো লিখেছি তা হল No one writes to the colonel, The Evil Hour এবং The funeral of mama Grand. প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এক। এই ছোটগল্পগুলির জন্ম হয় অন্য একটি গ্রামে যে গ্রামে লিফ্ স্টর্ম বা One Hundred Years of Solitude জন্ম নেয় সেখানে নয়। এটি এরকম একটি গ্রাম যেখানে জাদু নেই। এটা হচ্ছে সাংবাদীয় সাহিত্য। কিন্তু যেইমাত্র The Evil Hour সমাপ্ত হল পুনরায় আমি আবিষ্কার করলাম আমার সমস্ত চিন্তাধারাটাই ভুল। আমি দেখতে পেলাম যে ছেলেবেলা নিয়ে লেখা খুব বেশি রাজনীতি ঘেঁষা হয়ে পড়েছে। আমি যেরকম ভাবে ভেবেছি তার চেয়েও বেশিরকম দেশের বাস্তবতা নিয়ে ভাবা উচিত। Evil Hour-এর পর আমি পাঁচ বছর প্রায় কিছুই লিখিনি। আমি যা করতে চাই তা আমার ভাবনায় লালিত হত এবং তার মধ্যে কিছু থাকত মনের গভীরে নিরুদ্দিষ্ট, যদিও সেটা যে কী তার সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ফেললাম প্রকৃত সুরটি যার অনুরণন হয়েছে One Hundred Years of Solitude-এর পাতায় পাতায়। ঠিক যেমনটি ঠাকুরমা তাঁর গল্পে বলতেন ঠিক সেই ধারাতেই আমি গল্প বলেছি। তাঁর গল্পে একটি অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার থাকত ; যদিও তিনি বলতেন সম্পূর্ণ বাস্তবতার আমেজ দিয়ে। অবশেষে সুরের আবিষ্কার যেদিন সম্পূর্ণ হল, আমি আমার লেখা আরম্ভ করলাম আঠারো মাস ধরে প্রত্যেকটি দিন।

প্রশ্ন : তিনি কী করে ওই অদ্ভুত ব্যাপারটি অত সহজ করে বলতেন?

উত্তর : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গল্প বলার সময় তাঁর ভাবভঙ্গির। তিনি গল্প বলার সময় মুখভঙ্গি কিছুমাত্র পরিবর্তন করতেন না। সবাই আশ্চর্য হয়ে যেত। One Hundred Years of Solitude লেখার প্রথম প্রচেষ্টায় আমি গল্পই বলেছিলাম, কিন্তু গল্পটিতে আমার বিশ্বাস ছিল না। পরে আবিষ্কার করলাম যে প্রথমে নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে এবং লিখতে হবে ঠাকুরমা যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেই ভঙ্গিতে : নির্বিকার নির্লিপ্তভাবে।

প্রশ্ন : মনে হয় ওই ভঙ্গি বা সুরে একটি যেন সাংবাদীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপনি এই অদ্ভুত ঘটনাগুলি এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেন যে সেটাই বাস্তবতা দান করে। এই যে ক্ষমতা এটা কি সাংবাদিকতা থেকে আহরিত?

উত্তর : এটি একটি সাংবাদিকতা বিষয়ক কৌশল যাঁর প্রয়োগ সাহিত্যেও চলে। যেমন ধরুন আপনি যদি বলেন এমন হাতিও আছে যা আকাশে ওড়ে, লোকে আপনাকে কোনওমতেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যদি বলেন আকাশে ৪২৫টা হাতি থাকে তাহলে লোকে তা বিশ্বাস করতে পারে। One Hundred Years of Solitude-এ ঠিক সেরকম ঘটনায় পূর্ণ। ঠাকুরমা ঠিক এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। আমার ঠিক সেই গল্পটার কথাই মনে পড়ে যাতে একটি চরিত্র ছিল যে সর্বদা হলুদ প্রজাপতি পরিবৃত হয়ে থাকত। আমি যখন খুব ছোট আমাদের বাড়িতে একজন ইলেকট্রিশিয়ান আসতেন। আমি তাঁর বিষয়ে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, কারণ সে তাঁর সঙ্গে করে বেল্ট নিয়ে আসত আর সেটার সাহায্যে নিজেকে ইলেকট্রিক পোস্ট-এ ভাসিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখত। ঠাকুরমা বলতেন সর্বদা এই লোকটি আশেপাশে আসত আর বাড়ি যাওয়ার সময় বাড়িতে ফেলে যেত এক ঝাঁক প্রজাপতি। কিন্তু আমি যখন লিখতে গেলাম আমার মনে হল যদি আমি না বলি যে প্রজাপতির রং ছিল হলুদ তবে লোকে বিশ্বাস করবে না। আমি যখন Remedios-এর The beauty-র স্বর্গে যাওয়ার বর্ণনা করছিলাম কাহিনিটি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে, আমার অনেক সময় লেগেছিল। একদিন বাগানে বেরিয়েছি দেখি যে ভদ্রমহিলা আমাদের কাপড় পরিষ্কার করতে আসতেন তিনি রোদে বিছানার চাদর মেলছেন। তখন খুব বাতাস বইছিল। তিনি নিজের মনেই বাতাসের সঙ্গেই কথা বলছিলেন যেন বাতাস চাদরগুলো উড়িয়ে নিয়ে না যায়। আমি উপলব্ধি করলাম চাদরগুলোকে যদি Remedios the beauty-র পরিবর্তে ব্যবহার করি তাহলে তার স্বর্গারোহণ সম্ভব। এবং আমি তাই করলাম, কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য। প্রত্যেক লেখকের ক্ষেত্রেই কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাই সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার। যদি বিশ্বাস করাতে পারেন তবে যে কেউ যা ইচ্ছে তাই লিখতে পারেন।

প্রশ্ন : One Hundred Years of Solitude-এ অনিদ্র মারির উৎসটি কী?

উত্তর : Oedipus দিয়ে আরম্ভ, আমি সর্বদাই মারী নিয়ে চিন্তাভাবনা করতাম। আমি মধ্যযুগীয় মারী সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করেছি। ড্যানিয়েল ডিফোর রচিত The Journal of Plague Year আমার প্রিয় বইগুলির অন্যতম। ডিফো ভালোলাগার নানা কারণের মধ্যে ডিফো এমনই একজন সাংবাদিক যাঁর লেখা পড়লে মনে হয় পুরোটাই যেন একটি আজগুবি ঘটনা। অনেকদিন পর্যন্ত আমি ভেবেছি যে ডিফো নিশ্চয়ই লন্ডন প্লেগ ঠিক যেমনটি দেখেছেন তেমনই লিখেছেন। কিন্তু পরে আমি আবিষ্কার করি এটি একটি উপন্যাস মাত্র। কারণ কী, যখন লন্ডন শহরে মারী দেখা দেয় তখন ডিফোর বয়স মাত্র ৭ বছর। মারীর কথা আমি নানারকমভাবে বারবার ভেবেছি। Evil hour-এ প্যামপ্লেটগুলিই মারী। অনেক বছর ধরেই আমি ভেবেছি যে কলম্বিয়ার রাজনৈতিক ভয়াবহতার সাধারণ দর্শন মারীর মতোই। One Hundred Years of Solitude-এর আগে আমি মারী ব্যবহার করেছি সম্পূর্ণ পক্ষীকুল ধ্বংস করার জন্যে The day after Saturday নামক ছোটগল্পে। One Hundred Years of Solitude-এ আমি অনিদ্র মারী কথাটি ব্যবহার করি সাহিত্যের চাতুরী হিসাবে যেহেতু এটা নিদ্রিত মারী কথাটির ঠিক বিপরীত। আসলে তা সাহিত্য ছুতোরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন : সমস্যাটি যদি আর একটু বিশদভাবে বলেন?

উত্তর : দুটিই খুব কঠিন কাজ। লেখা ব্যাপারটি একটি টেবিল বানাবার মতোই কঠিন। উভয়ক্ষেত্রে আপনি বাস্তবের সঙ্গে কাজ করছেন। উপাদান কাঠের মতো শক্ত, উভয়ক্ষেত্রে এই চালাকি ও কৌশল-এর দরকার। বস্তুত স্বল্প কৌশল আর কঠোর পরিশ্রম এই দুই-এর প্রয়োজন। একজন proust হিসাবে আমি মনে করি এবং বলেও থাকি যে এর দশভাগ অনুপ্রেরণা এবং নব্বই ভাগ কর্মোদ্দীপনা। আমি নিজে কোনওদিনই ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করিনি তবু এই কাজকেই আমি সবচেয়ে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রদ্ধার চোখে দেখি, কারণ কী নিজের জন্য কাজ করার লোক কখনওই পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন : One Hundred Years of Solitude-এ আপনি যে কলার ব্যাপারগুলো বলেছেন তার কতটা United Food Company-র কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল?

উত্তর : কলা নিয়ে যে ঘটনাগুলো আমি বিবৃত করেছি তার চিত্রকল্প অনেকটাই বাস্তবতা থেকে নেওয়া হয়েছে। যেসব ঘটনা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণ করা যায়নি তাদের উপর অনেকগুলো সাহিত্যিক কৌশল প্রয়োগ করতে হয়েছে যেমন স্কোয়ারে যে গণহত্যাটা হয়েছিল সেটা পুরোপুরি সত্যি, কিন্তু আমি যখন নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে বিষয়টা লিখতে গেলাম তখন ঠিক কতজন লোক মারা গিয়েছিল তা জানা যায়নি। আমি যে সংখ্যাটা ব্যবহার করলাম সেটা ৩০০, যা অবশ্যই একটু বাড়িয়ে বলা। কিন্তু আমার শৈশবের স্মৃতিগুলি একটি ছিল কলারকাঁদি বোঝাই একটা লম্বা ট্রেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে চেয়ে চেয়ে দেখা। এমনও তো হতে পারে ওটা বোঝাই ছিল ৩০০০ মৃতদেহে, যেগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে। আজকাল কংগ্রেস ও সংবাদপত্রে ৩০০০ ব্যক্তির মৃত্যু বিষয়ে কত সহজভাবে আলোচনা হয় এটা সত্যিই আশ্চর্যের। আমার মনে হয় আমাদের সমগ্র ইতিহাসের অর্ধেকটাই এই ধাঁচের তৈরি : Autumn of the Patriarch-এ ডিক্‌টেটর বলেন ব্যাপারটা এই মুহূর্তে সত্যি কিনা তাতে কিছু এসে যায় না কারণ ভবিষ্যতে কোনও এক সময় এটা সত্যি হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি হোক বা দেরিতেই হোক সাধারণ মানুষ সরকারের থেকে লেখককেই বেশি বিশ্বাস করে।

প্রশ্ন : এতে লেখক অনেক বেশি ক্ষমতাবান হবেন তাই না?

উত্তর : হ্যাঁ, এবং এটা আমি অনুভবও করতে পারি। এটা আমাকে বিশেষ দায়িত্বভার দান করে। আমার সত্যি যা ইচ্ছে তা হল সাংবাদিকতা করা যা হবে সম্পূর্ণভাবে সত্যি ও বাস্তব কিন্তু শুনতে হবে যেন একটি রূপকথার মতো। যত দিন যাচ্ছে, যত পুরোনো সেই দিনের কথাগুলি মনে পড়ছে, ততই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত।

প্রশ্ন : The Autumn of the Patriarch-এ যেমন দেখি যে একটি দেশ তার বৈদেশিক ঋণের জন্য সমুদ্রের দাবি ছেড়ে দিচ্ছে—এ বিষয়ে আপনার কী মত?

উত্তর : হ্যাঁ, কিন্তু এটা সত্যিই ঘটেছিল। এটা ঘটেছিল এবং আরও বহুবার ঘটবে। The Autumn of the Patriarch একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বই। বাস্তব ঘটনা থেকে সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করাই একজন সাংবাদিক বা ঔপন্যাসিকের কাজ। একজন ভবিষ্যৎ বক্তারও কাজ। মুশকিল এই যে অনেক লোকই বিশ্বাস করেন, আমি একজন অবাস্তব গল্পলিখিয়ে। বাস্তবিকপক্ষে আমি একজন অতি বাস্তববাদী মানুষ এবং যা বিশ্বাস করি সেই সত্য, সামাজিক, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ তাই লেখায় প্রকাশ করি।

প্রশ্ন : এটা কি কাল্পনিক আদর্শবাদ?

উত্তর : আমি Ethopian-এর অর্থ সত্য কি আদর্শ এ সম্পর্কে নিশ্চিত নই। কিন্তু আমার মনে হয় এটা সত্যই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : 'The Autumn of the Patriarch'-এ নানা চরিত্র, যেমন ধরুন ডিক্‌টেটর-এ কি বাস্তব চরিত্র থেকে রূপান্তরিত হয়েছে? Franes, Peron Trujillo এদের কেমন যেন সত্যিই মনে হয়।

উত্তর : প্রত্যেক উপন্যাসেই চরিত্রগুলি এক একটি কোলাজ ; নানারকম চরিত্রের সুসংবদ্ধ কোলাজ যা নাকি আমাদের অতি পরিচিত, হয় শোনা গেছে না হয় পড়া হয়েছে। আমি গত শতাব্দীর প্রথমদিকের লাতিন—আমেরিকার ডিক্‌টেটর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি যা আমি পেয়েছিলাম পড়েছি। আমি একনায়কতন্ত্রের অধীনে বসবাসকারী প্রচুর লোকের সঙ্গে কথাও বলেছি প্রায় দশ বছর ধরে।

এবং যখন আমার চরিত্রটির (রূপায়ণ) সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হয় তখন আমি এতদিন ধরে যা পড়েছি বা শুনেছি তার সবটুকু ভুলে যাবার চেষ্টা করি, যাতে করে এমন কোনও ঘটনা যা বাস্তবে ঘটেছে তার প্রভাব আমার লেখায় না পড়ে অর্থাৎ আমার সৃজনী ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। আমি জীবনে কোনওদিনই একনায়কতন্ত্রের শাসনাধীন থাকিনি। সেই জন্য ভাবতাম স্পেনে বসে যদি বইটি লিখতাম তবে একটি প্রতিষ্ঠিত একনায়কতন্ত্রের অধীনে বাস করে দেশের আবহাওয়া নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। কিন্তু আবার আমি এটাও দেখলাম যে ফ্র্যাঙ্কোর শাসনাধীনে স্পেনের আবহাওয়া ক্যারাবিয়ানের একনায়কতন্ত্রের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই জন্য লেখা প্রায় একবছর বন্ধ ছিল। পরে আমি স্থির করলাম সবচেয়ে ভালো হবে ক্যারাবিয়ানে ফিরে যাওয়া। আমরা কলম্বিয়ার ব্যারানক্যুইলাতে ফিরে গেলাম। আমি সাংবাদিকদের তখন একটি কথা বলি যা তাঁরা পরিহাস ভেবেছিলেন। আমি বলেছিলাম আমি ফিরে যাচ্ছি কারণ পেয়ারার গন্ধ কেমন হয় আমি ভুলে গিয়েছি। আসলে, আমি সর্বান্তকরণে বইটা শেষ করতে চাইছিলাম। ক্যারাবিয়ানে আমি সম্পূর্ণ ঘুরলাম। দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঘুরে বেড়াবার সময় সেই অভাববোধে এতদিন আমার উপন্যাস ছিল অসম্পূর্ণ তার সন্ধান পেলাম।

প্রশ্ন : আপনি অনেক সময় নিঃসঙ্গতার ক্ষমতা এই বিষয়টি ব্যবহার করেছেন।

উত্তর : আপনি যত ক্ষমতাশালী হবেন ততই আপনার পক্ষে কঠিন হবে জানা যে কে মিথ্যা ভাষণ করছে আর কে করছে না। যখন আপনি ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করবেন তখন বাস্তবের সঙ্গে আপনার কোনও সংস্পর্শই থাকবে না। একজন ক্ষমতাশালী লোক ; একজন ডিক্টেটর। সর্বদা স্বার্থ এবং এমন কিছু লোক পরিবৃত থাকেন যাদের আসল লক্ষ থাকে তাঁকে বাস্তবের থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন : লেখকের নিঃসঙ্গতা বিষয়ে আপনি কী বলেন এটা কি কোনও পৃথক বস্তু?

উত্তর : ক্ষমতার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে এটা অনেকটা সম্পৃক্ত। লেখকের বাস্তবতাকে বিকৃত করে দেয়। বাস্তবকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে লেখক শেষ পর্যন্ত সংযোগ হারিয়ে ফেলে, গজদন্ত মিনারে বাস করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে সাংবাদিকতা একটি চমৎকার কর্ম। এই জন্যই আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি সাংবাদিকতার কাজটা চালিয়ে যেতে। কারণ কী এটা বাস্তব জগতের সঙ্গে বিশেষত রাজনৈতিক সাংবাদিকতা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির সঙ্গে আমাকে সংযুক্ত রাখে। One Hundred Years of Solitude লেখার পর যে একাকিত্বের জন্য আমি শঙ্কিত ছিলাম, সেটা লেখকের নিঃসঙ্গতা নয়, খ্যাতির একাকিত্ব, যেটা ক্ষমতার একাকিত্বের আরও বেশি সদৃশ। আমার বন্ধুরা সেটা থেকে আমায় রক্ষা করেছেন যাঁরা আমার পাশে সর্বদাই আছেন।

প্রশ্ন : কীভাবে?

উত্তর : আমি সারা জীবন একই বন্ধুর সঙ্গে সখ্যত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। অর্থাৎ পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানিনি বা বিচ্ছেদও ঘটেনি, এবং এঁরাই আমাকে মাটির কাছাকাছি ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁদের পা জমিতে স্পর্শ করে থাকে এবং তাঁদের কেউই বিখ্যাত নন।

প্রশ্ন : কী করে সব কিছুর আরম্ভ হয়? The Autumn of the Patriarch-এ বার বার ঘুরে ফিরে আসা ঘটনা হল একটি গোরুর প্রাসাদে অবস্থান। এটা কি সত্যিই প্রতিফলন?

উত্তর : আমার Photography-বিষয়ক বই আছে যেটা আমি আপনাকে দেখাব। আমি নানা উপলক্ষ্যে বলেছি যে আমার বইয়ে Genesis-এ সর্বদাই একটা ভাবমূর্তি বর্তমান থাকে। The Autumn of the Patriarch-এর প্রথম ভাবমূর্তি একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের যিনি অত্যন্ত সুরম্য প্রাসাদে বাস করতেন। এই প্রাসাদে প্রায়ই গোরু ঢুকে পড়ত এবং পর্দাগুলো খেয়ে যেত। কিন্তু সেই চিত্রণ ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ছবিটি দেখি। রোমে একটি বই-এর দোকানে প্রবেশ করে বই দেখতে দেখতে একটি ছবির বই আমার নজরে পড়ে, এবং আমার সংগ্রহের তালিকাভুক্ত হয়। আমি ছবিটি পর্যবেক্ষণ করি এবং মনে হয় এটা যেন ঠিক যেমনটি হওয়া দরকার ঠিক সেইরকমটি।

যেহেতু একজন উঁচু ঘরের Intellectual বইয়ে আমি ঘটনার সন্ধান পাই খুব সাধারণ জিনিসের মধ্যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, বিখ্যাত কোনও কাজের ভেতর নয়।

প্রশ্ন : আপনার উপন্যাসগুলি কি কখনও অতর্কিত মোড় পরিবর্তন করে?

উত্তর : প্রথম দিকে এরকমটা হত। প্রথম গল্পে আমি লিখেছিলাম যে আমার 'মুড্' সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা রয়েছে, কিন্তু আমি চাই নিজেকে ঘটনার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে। প্রথমদিকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ আমি পাই তা হল আমি যেরকমটি চাইছি সেরকম লেখা তরুণ বয়স অবধি লেখা যায় কারণ কী তখন আমি ভাবাবেগের দ্বারা প্লাবিত। কিন্তু আমাকে এও বলা হয় যে যদি আমি লেখার কায়দা-কানুন রপ্ত না করি, তবে পরবর্তীকালে ভাবোচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এলে লেখার সাবলীলতা দূর হতে পারে, এবং তখন ওই আয়ত্তকৃত লেখার কৌশলই ভাবাবেগের স্থান দখল করে। আমি যদি ঠিক সময়ে এটি না শিখতাম তবে গল্পের কাঠামোটির পূর্ব পরিকল্পনা করা সম্ভবপর হত না। এই সাংগঠনিক রীতি সম্পূর্ণ প্রয়োগিক সমস্যা এবং এটি যদি আরম্ভেই না আয়ত্ত করা যায় তবে আর কোনওদিনই তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা আপনার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : আমার মনে হয় না অসাধারণ নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া কেউ একটা বই লিখে ফেলতে পারে।

প্রশ্ন : কৃত্রিম উদ্দীপক সম্বন্ধে কী মতামত আপনার?

উত্তর : হেমিংওয়ের একটা কথা আমাকে খুবই প্রভাবিত করে, লেখা তাঁর কাছে মুষ্টিযুদ্ধের মতোই ছিল। ফক্‌নার-এর মাতাল হিসেবে বেশ খ্যাতি ছিল। যে কয়টি সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছিলাম, তার প্রত্যেকটিতে তিনি বলেন যে মাতাল অবস্থায় এক লাইন লেখাও অসম্ভব। হেমিংওয়েও ওই একই কথা বলেছেন। কয়েকজন মূঢ়মতি পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে আমি আমার কিছু কিছু লেখার সময় নেশাগ্রস্ত ছিলাম কিনা। কিন্তু এটা এই প্রমাণ করে যে তারা সাহিত্য বা মাদক দ্রব্য কোনওটা সম্পর্কেই বিন্দুমাত্র অবহিত নয়। ভালো লেখক হতে হলে লেখার প্রত্যেকটি মুহূর্তে মানসিক সুস্থতা ও দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখতে হয়। আমি সেই রকম রোমান্টিকতায় (আবেগপ্রবণতায়?) বিশ্বাস করি না যার ধারণায় লেখার কাজ একপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ, এবং আর্থিক অবস্থা বা মানবিক অবস্থা যত খারাপ হবে লেখার উৎকর্ষ ততই বৃদ্ধি পাবে। আমারও মনে হয় খুব সুন্দর মানসিক ও শারীরিক অবস্থায় থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। বাস্তবিক পক্ষে সৃষ্টির জন্য দরকার ভালো স্বাস্থ্য, এবং আগের প্রজন্মে এটা বুঝত ; তাঁরা জীবনকে ভালোবাসত।

প্রশ্ন : Blaise centre বলেছেন তুলনামূলকভাবে লেখার কাজ অন্যান্য কাজ অপেক্ষা অনেক বেশি সহজসাধ্য। এবং লেখকগণ তাঁদের দুঃখ দুর্দশার কথা অতিরঞ্জিত করেন। আপনার কী মনে হয়?

উত্তর : আমি মনে করি লেখা বেশ দুঃসাধ্য কাজ। অবশ্য সে যে-কোনও কাজই যখন তা যত্ন নিয়ে করা হয়। সুবিধার কথা সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে কাজ নিজের পরিতৃপ্তি অনুযায়ী করা হচ্ছে। আমি মনে করি নিজের কাছে ও অন্যের কাছে আমার দাবি অপরিমিত (সীমাহীন), কারণ কী কোনওরকম ত্রুটি আমার অসহনীয় লাগে। আমার ধারণায় কোনও কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর করাটাই সুবিধাজনক। এটা যদিও সত্যি যে লেখকরা প্রায়ই আত্মগরিমাপূর্ণ হন এবং নিজেদের পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র এবং সমাজের বিবেক বলে ভেবে থাকেন। কিন্তু যা আমার সবচেয়ে প্রশংসনীয় মনে হয় তা হল কিছু কাজ অন্তত সর্বাত্মক সুন্দর করে করা যায়। ভ্রমণের সময় যখন আমি দেখি চালকের নৈপুণ্য আমার লেখনীকে অতিক্রম করেছে তখনও আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রশ্ন : আপনি কখন কাজ করেন? আপনার কি কোনও সুনির্দিষ্ট কোনও কর্মসূচি আছে?

উত্তর : যখন আমি একজন পেশাদার লিখিয়ে ছিলাম তখনকার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল আমার দৈনিক কর্মসূচি। একজন সাংবাদিকের কাজের সময় রাত্রিটুকুই। আমি যখন সব সময়ের লেখক হলাম তখন আমার চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত। আমার দৈনিক কর্মসূচি সকাল নটা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ছিল। আমার ছেলে তখন স্কুল থেকে ফিরত। যেহেতু আমি কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলাম সেই জন্যই শুধুমাত্র সকালটুকুর সদ্ব্যবহারে নিজেকে অপরাধী লাগত। আমি বিকালেও কাজ করার চেষ্টা চালালাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আবিষ্কার করলাম যেই কাজ বিকেলে করছি তা পরদিনই সকালবেলা আবার করতে হচ্ছে। এরপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে সেই ন'টা থেকে ২-৩০ পর্যন্তই কাজ করব। তারপর আর কিছুটি নয়। বিকালে আমার পূর্ব-নির্ধারিত সাক্ষাৎকার বা হঠাৎ নিতে আসা সাক্ষাৎকার এবং হঠাৎই তৈরি হয়ে যাওয়া কাজ থাকে। আমার আর একটা সমস্যা ছিল আমি কেবলমাত্র পরিচিত পরিবেশ—যেখানে কাজের উষ্ণতা ছড়িয়ে আছে—সেখানেই কাজ করার উৎসাহ পেতাম। আমি কোনও হোটেল বা অন্যের ধার করা বাড়িতে বা অন্যের ধার করা টাইপরাইটারে লিখতে পারি না। এই ব্যাপারগুলো নানা সমস্যা সৃষ্টি করে যার জন্য ভ্রমণকালে আমি কাজে হাত দিতে পারি না। অবশ্য কম কাজ করতে চাইলে অনেক ছুতোই নেওয়া যায়। এই জন্যই যে শর্তগুলো নিজের উপর আরোপ করা হয় সেগুলো সর্বদাই কঠিন হয়ে থাকে। পরিবেশ যাই হোক না কেন অনুপ্রেরণার আশা করা যেতে পারে—অনুপ্রেরণা এই কথাটাকে রোমান্টিকরা বহুবার কাজে লাগিয়েছেন। আমার বামপন্থী বন্ধুবর্গ যথেষ্ট আপত্তির সঙ্গে কথাটি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু যাই বলুন আমার স্থির বিশ্বাস মনের এক বিশেষ অবস্থায় লেখা বেরিয়ে আসে খুব সহজে, স্বউৎসারিত ফল্গুধারার মতো। সব ছলছুতো—যেমন নিজের ঘর ছাড়া লিখতে পারি না ইত্যাদি ইত্যাদি সব অন্তর্হিত হয়। সেই মুহূর্তে এবং মনের সেই বিশেষ অবস্থাটি তখনই আসে যখন ঠিক ভাবনাটি সঠিক পথে চালিত করার সম্ভাবনা মনের মধ্যে উচ্চারিত হয়, এবং এর মধ্যে ভালোলাগাও জড়িয়ে থাকে কারণ কী যে কাজ পছন্দের নয় তা করার মতো বিড়ম্বনা আর কোনও কাজেই নেই।

প্রথম প্যারাগ্রাফ লেখাটাই সবচেয়ে শক্ত কাজ। আমি প্রথম প্যারাগ্রাফের জন্য অনেক কালও অতিবাহিত করেছি, এবং যেইমাত্র এটি শেষ হল পরবর্তী অংশ বেরিয়ে আসে খুব সহজেই। প্রথম প্যারাতেই বই-এর সমস্যাটির সমাধান করা হয়। বিষয় পরিচিতি। লেখার বৈশিষ্ট্য, মূল সুর এতেই পড়ে ধরা। অন্তত আমার নিজের ক্ষেত্রে প্রথম প্যারাগ্রাফটি সম্পূর্ণ বইটি কী বলতে যাচ্ছে তার একটুকরো উদাহরণ। ঠিক এই কারণেই ছোটগল্পের সংকলন করা উপন্যাস লেখার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কাজ। প্রত্যেকটি ছোটগল্প লেখার আগে নতুন করে প্রাথমিক আরম্ভ প্রত্যেকটির জন্য তৈরি করতে হয়।

প্রশ্ন : অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে স্বপ্নের কি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে?

উত্তর : প্রথম প্রথম আমি এতে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করতাম। কিন্তু পরে অনুধাবন করলাম যে চারপাশের জীবনই অনুপ্রেরণার এক বিরাট উৎস। সেই প্রবাহে জীবনের তুলনায় স্বপ্নের ভূমিকা অত্যল্প। আমার লেখা সম্বন্ধে খুব সত্যিটা হচ্ছে আমি স্বপ্নের নানারকম ধারণা এবং তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী। সামগ্রিকভাবে স্বপ্নকে আমি জীবনের একটি অংশ ভাবি। কিন্তু বাস্তব অনেক প্রাচুর্যপূর্ণ। অবশ্য এটাও হতে পারে আমার স্বপ্নগুলিই অকিঞ্চিৎকর।

প্রশ্ন : অনুপ্রেরণা এবং স্বজ্ঞার পৃথকীকরণ সম্ভব?

উত্তর : সঠিক এবং মনের মতো বিষয়টির আবিষ্কার যা কাজটির সরলীকরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিপূরক—একেই অনুপ্রেরণা নামে অভিহিত করা যায়। এবং স্বজ্ঞা ও গল্প লেখার মৌলিক ও প্রাথমিক উপাদান, কিন্তু এ এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য যা অন্য যে-কোনও পড়াশোনা বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়াই সত্যের নিরূপণ করে। সজ্ঞার দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্বের সূত্র নিরূপণ করা যেত অনেক সহজেই, অন্য কিছুর প্রয়োজন ছাড়াই। এ যেন সংগ্রামের মুখোমুখি না হয়েই তাকে উপলব্ধি করা। একজন ঔপন্যাসিকের জন্য স্বজ্ঞা বিশেষ জরুরি। বস্তুত এটা Intellectualism—যা পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে ঘৃণার বস্তু—তার ঠিক বিপরীত। স্বজ্ঞার সুবিধেটা হল যে এর দ্বারা হয় এটা না হয় নয়—এই বলে দেওয়া যায়। একজনকে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনও কাজ করার চেষ্টার সময় নষ্ট করতে হয় না।

প্রশ্ন : তত্ত্ববিধায়কদের আপনি অপছন্দ করেন?

উত্তর : একদম ঠিক। সর্বপ্রধান কারণ আমি তাঁদের ঠিকমতো বুঝতে পারি না। প্রধানত এই কারণেই আমি সবকিছুই প্রায় কাহিনির মাধ্যমে বিবৃত করি। কারণ আমার বিমূর্ত বিষয়ের উপর কোনও দখল নেই। এই কারণেই বহু সমালোচক বলে থাকেন আমি কৃষ্টিসম্পন্ন লেখক নই। আমি বেশি উদ্ধৃতি দিচ্ছি না।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় সমালোচকেরা আপনাকে বিশেষ কোনও গোষ্ঠীভুক্ত করেছেন?

উত্তর : আমার কাছে সমালোচকগণ Intellectuation-এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। প্রথমত একজন লেখকের কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত যাঁদের করাই থাকে তাঁরা তাঁদের সেই প্রতিরূপের সঙ্গে লেখককে মেলাতে চান, একি তিনি সেই প্রতিরূপের উপযুক্ত (মতনটি) না হন তবু তাঁরা জোর করে মেলাতে বাধ্য করেন। যেহেতু আপনি জিজ্ঞাসা করছেন সেইজন্য আমি এ সবের উত্তর দিলাম। প্রকৃতপক্ষে সমালোচকগণ আমার সম্পর্কে কী ভাবলেন তাতেও আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই বা বহু বছর সমালোচকেরা কী লিখছেন তা আমি পড়েও দেখি না। তাঁরা নিজেদের লেখক এবং পাঠক এই দুই-এর মধ্যস্থতাকরণকারী হিসেবে দাবি করেন। আমি সর্বদা চেষ্টা করছি খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ এবং যথাযথ লিখিয়ে হবার এবং সমালোচকদের সাহায্য ছাড়া নিজেই পাঠকের কাছাকাছি পৌঁছুতে চেয়েছি।

প্রশ্ন : অনুবাদকদের সম্পর্কে আপনার কীরকম ধারণা?

উত্তর : যাঁরা পাদটীকা ব্যবহার করেন তাঁদের ব্যতীত আমি অনুবাদকগণের গুণমুগ্ধ। তাঁরা সর্বদাই পাঠকের কাছে লেখক যা বোঝাতে চাননি তাই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। আর যেহেতু সেগুলি (লেখায়) বর্তমান, পাঠককেও তা সহ্য করতে হয়, অনুবাদ একটি খুব কঠিন কাজ, পুরস্কৃত হয় না এবং প্রাপ্তিও কম। অন্য ভাষায় সুন্দর অনুবাদ একটি নতুন সৃষ্টি বিশেষ। এই কারণেই আমি গ্রেগরি বারসার বিশেষ গুণমুগ্ধ। আমার বই একুশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বারসা একমাত্র অনুবাদক যিনি কোনও বিষয়ের আরও বিশদ ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ করেননি যাতে করে তিনি একটি পাদটীকা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে জুড়তে পারেন। আমার মনে হয় আমার লেখা ইংরাজিতে সর্বজনসমাদৃত হয়েছে। বইয়ে এমন কিছু অংশ থাকে যেগুলি হুবহু আক্ষরিক অর্থে বোঝাতে কষ্টসাধ্য। অনুবাদক বইটি পড়বার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ধারণা তৈরি করেন ও পরে তার স্মৃতিচারণ থেকে সেটির পুনর্লিখন করেন। সেই কারণেই অনুবাদকের প্রতি আমার এই মুগ্ধতা। তাঁরা এই কারণে Intellectual না হয়েও স্বজ্ঞাপ্রাপ্ত। শুধুমাত্র প্রকাশকরাই যে তাঁদের অন্যায্য মূল্য দেন তাই নয়, তাঁদের যে একপ্রকার সাহিত্য সৃষ্টিও তা ভেবেও দেখেন না! কতকগুলি বই-এর আমি স্পেনীয় ভাষায় রূপান্তর করতে চাই কিন্তু এই কাজে আমি ঠিক তেমনিভাবেই জড়িয়ে পড়ব যেমন পড়ি নিজের বই লেখার সময়। কিন্তু কথা হচ্ছে জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট উপার্জন এখনও করা হয়নি।

প্রশ্ন : আপনি কি অনুবাদ করতে চান?

উত্তর : সম্পূর্ণ Malraux, আমার Conrad ও Saint Exupery দুইয়েরই অনুবাদের ইচ্ছা আছে। যখন পড়ি তখন মনে হয় এই বইগুলি অনুবাদ করলে হত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলি বাদ দিয়ে আসল ভাষায় কষ্ট করে পড়ার চেয়ে আমি যে-কোনও বই-এর সাধারণ অনুবাদ পড়তে ভালোবাসি। আমি অন্য ভাষায় পড়তে মোটেই স্বস্তি অনুভব করি না, কারণ কী যে একটিমাত্র ভাষা আমি সত্যি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি তা হল স্প্যানিশ। যদিও আমি ইটালিয়ান, ফরাসি ভাষা বলতে পারি এবং ইংলিশ ভালোই জানি যাতে করে প্রত্যেকটি সপ্তাহের টাইম-ম্যাগাজিন দিয়ে নিজেকে কলুষিত (আচ্ছন্ন) করা যায়।

প্রশ্ন : মেক্সিকোতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন? আপনি নিজেকে কি কোনও এক বিশাল লেখক গোষ্ঠীর একাংশ বলে মনে করেন?

উত্তর : আসলে আমি লেখক বা শিল্পীর বন্ধু নই, কারণ তারা লেখক বা শিল্পী বলেই। আমার নানারকম পেশার অনেক বন্ধু আছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমার নিজেকে অন্য কোনও দেশ নয়, লাতিন আমেরিকার যে-কোনও একটা দেশের অধিবাসী মনে হয়। লাতিন আমেরিকার অধিবাসীরা ভাবেন স্পেনই একমাত্র দেশ যে দেশে তাঁদের উষ্ণ আতিথেয়তা মেলে, কিন্তু আমার নিজের মোটেও তা মনে হয় না যদিও আমি সেখানকার অধিবাসী ছিলাম। লাতিন আমেরিকায় একজন প্রান্তদেশীয়র অনুভূতি আমার কোনওদিনই হয়নি। এক-একটি দেশের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে সেই বিষয়ে আমি সচেতন, কিন্তু আমার হৃদয়ে, আমার অনুভূতির কাছে সবাই সমান। আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি একমাত্র ক্যারিবিয়ান-এ, সে ফরাসি, ডাচ্, ইংলিশ ক্যারিবিয়ান যাই হোক না কেন! একটি ঘটনা আমি খুবই অনুভব করতাম—যে যখনই আমি ব্যারানক্যুইলার প্লেনে উঠতাম একজন নীলবসনা কৃষ্ণকায়া রমনী আমার পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে দিত। আবার জ্যামাইকাতে প্লেন থেকে নামার পর একজন নীল বসনা কৃষ্ণকায়াই পাসপোর্টে স্ট্যাম্প লাগাত কিন্তু ইংলিশে। আমি বিশ্বাস করি না ভাষা সবের মধ্যে দারুণ একটা পার্থক্য এনে দিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর যে-কোনও স্থানেই নিজেকে কীরকম বিদেশি মনে হয়, এমন এক অনুভূতি হয় যাতে আমি নিরাপত্তার অভাব বোধ করি। এটা সম্পূর্ণ একটি নিজস্ব অনুভূতি। ভ্রমণে যখন যাই এই অনুভূতিও আমার সঙ্গ নেয়।

প্রশ্ন : লাতিন আমেরিকার লোকেদের কিছুদিন 'ইউরোপ বাস' জরুরি বলে মনে করেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : শুধুমাত্র যথাযথ দৃশ্যাবলির একটি সম্যক ধারণা বাইরে থেকে তৈরি করে নেবার জন্যই। যে ছোটগল্পের বইটি লেখার কাজে হাত দেব ভাবছি তা হল লাতিন আমেরিকার অধিবাসীদের ইউরোপে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে। আমি এ নিয়ে প্রায় ২০০ বছর ধরে চিন্তাভাবনা করছি। এই ছোটগল্পগুলো থেকে যদি কোনও সিদ্ধান্ত করতে হয় তবে তা হবে লাতিন আমেরিকার অধিবাসীরা আদৌ ইউরোপে পৌঁছবে কিনা সে বিষ সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা। বিশেষত মেক্সিকানরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে তারা থাকতে পারবে না। আমার, ইউরোপে পরিচিত প্রত্যেকটি মেক্সিকোবাসী চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন অব্যবহিত পরের বুধবারটিতে।

প্রশ্ন : কিউবার অভ্যুত্থান কি লাতিন আমেরিকার সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে?

উত্তর : এখনও পর্যন্ত কিছুই নয়। অনেক লেখক যাঁরা নিজেদের রাজনীতি-সমর্পিত প্রাণ মনে করেন তাঁরা যে বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে চান সেইটি বাদ দিয়ে যা তাঁদের চাওয়া উচিত বলে মনে করেন, সেই বিষয়েই গল্প লেখাই কর্তব্য মনে করেন। এবং ফলস্বরূপ জন্ম নেয় একধরনের পূর্ব—পার্শ্বফল হয়েছে এই যে প্রকাশকরা সর্বদাই সজাগ থাকেন যাতে নতুন costagar এঁদের নাগালের বাইরে চলে না যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক তরুণ লেখক নিজেদের শেখার চেয়ে খ্যাতির প্রতি বেশি মনোযোগী। Toulase বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ফরাসি অধ্যাপক লাতিন আমেরিকার সাহিত্য বিষয়ে লিখে থাকেন। অনেক তরুণ লেখক তাঁকে আমার বিষয়ে বিশদ না লিখবার অনুরোধ জানিয়েছেন কারণ কী আমার আর ওসবের প্রয়োজন নেই। বরং ওসব দরকার এখন অন্যান্যদের। কিন্তু যেটা তাঁরা ভুলে গেছেন তা হল আমিও যখন তাঁদের বয়সি ছিলাম সমালোচকগণ আমার সম্বন্ধে লিখতেন না। বরং Miguel Augad Aslurias এঁদের সম্পর্কে লিখতেন। আসলে আমি যা বলতে চাইছি তা হল এই তরুণ লেখকেরা নিজেদের লেখার কাজে মনোযোগী না হয়ে সমালোচকদের কাছে লিখে তাঁদের সময়ের অপব্যবহার করেন। একটি বিষয় যা আমি আমার সাহিত্যিক জীবনের পক্ষে বিশেষ জরুরি মনে করি তা হল চল্লিশ বছর বয়সের আগে আমি লেখকের গ্রন্থস্বত্বমূল্য হিসেবে একপয়সাও পাইনি যদিও তখন আমার পাঁচখানা বই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় লেখক জীবনে খ্যাতি ও সৌভাগ্য তাড়াতাড়ি আসা খুব ক্ষতিকর?

উত্তর : তা সে যে কোনও বয়সেই ক্ষতিকর আমি আগেই বলেছি। আমার বই আমার মৃত্যুর পর স্বীকৃত হওয়াটাই আমার কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল, অন্তত একটা ধনতান্ত্রিক দেশে যেখানে মানুষকে পণ্যদ্রব্যের মতো কোনও কিছুতে পরিণত করা যায়।

প্রশ্ন : আপনার প্রিয় বইগুলি ছাড়া বর্তমানে আপনি আর কী পড়ছেন?

উত্তর : আমি বিচিত্র ভয়াবহ সব লেখা পড়ি। আমি মহম্মদ আলির আগের দিনগুলির স্মৃতি (Memories of the other day) পড়ছি। ব্রাম স্টোকার-এর নির্ধারিত সাহিত্যের যার মধ্যে অভিজ্ঞতা বা স্বজ্ঞার স্পর্শটুকুও থাকে না। এই কারণেই হয়তো লাতিন আমেরিকার উপর কিউবার সাংস্কৃতিক প্রভাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিউবাতে ঘটনাটির ঠিক ততটাই উন্নতি হয়নি যা থেকে একটি নতুন ধারার সাহিত্য বা শিল্পের জন্ম হতে পারে। এটি একটি সময়সাপেক্ষ ঘটনা। লাতিন আমেরিকার উপর কিউবার প্রধান সাংস্কৃতিক গুরুত্ব হচ্ছে একটি সেতু হিসাবে সাহিত্যের সম্প্রসারণ যার অস্তিত্ব লাতিন আমেরিকার বহু পূর্বেই ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে আবার ইউনাইটেড স্টেটসে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের সাফল্য ও সুপরিচিতি ঘটেছে কিউবার অভ্যুত্থানের জন্যই। সেই যুগের লাতিন আমেরিকান সাহিত্যিকরা প্রত্যেকেই কুড়ি বছর ধরে লিখেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় ও আমেরিকার প্রকাশকদের সে বিষয়ে খুব কমই আগ্রহ ছিল। যেই মুহূর্তে কিউবাতে অভ্যুত্থান আরম্ভ হল সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কিউবা এবং লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ দেখা দিল। আর অভ্যুত্থান একটি বিধ্বংসী অনুচ্ছেদে পরিণত হল। লাতিন আমেরিকা যেন একটা 'ফ্যাশান' হয়ে দাঁড়াল। আবিষ্কৃত হল লাতিন আমেরিকার উপন্যাসের অস্তিত্ব যা অনুবাদিত হবার পক্ষে যথোপযুক্ত এবং পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের সমতুল্য, কিন্তু সত্যিই যেটা খুব দুঃখজনক ছিল তা হচ্ছে সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা। এর অস্তিত্ব লাতিন আমেরিকায় এত বিশ্রীরকম ছিল যে লাতিন আমেরিকার অধিবাসীদের নিজেদেরই বিশ্বাস করানো খুব কঠিন ছিল যে তাদের নিজেদের সাহিত্য উপন্যাস যথেষ্ট উন্নতমানের যতক্ষণ না বাইরের থেকে তার স্বীকৃতি আসছে।

প্রশ্ন : লাতিন আমেরিকার স্বল্প পরিচিত লেখকদের মধ্যে কার কার আপনি বিশেষ গুণমুগ্ধ?

উত্তর : এখন আদৌ সে রকম কেউ আছেন কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে হঠাৎ পরিচিতির 'ড্রাকুলা' একটি বিখ্যাত বই। যেটা আমি বোধ হয় আগে পড়িনি এই কারণে আমি ভাবতাম শুধুমাত্র সময়ের অপব্যবহার করা হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কী আমি একটা বইকে ঠিক ততটাই গুরুত্ব দিই না যদি না সেটি আমার বিশ্বাসভাজন কারুর দ্বারা প্রশংসিত হয়। আমি প্রচুর স্মৃতিকথা এবং নথিপত্র পড়ি যদি সেগুলো নকল হয় তবুও। আর আমি আমার প্রিয় বইগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ি। এই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ার বিশেষ সুবিধা হল এই যে বই-এর কোনও একটা পাতা খুলে পাঠক তার যেই অংশটি সত্যি খুব প্রিয় তা পড়ে যেতে পারে। আমি কেবলমাত্র সাহিত্য পড়ার 'পবিত্র' মতটি হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখন যে-কোনও জিনিসই পড়তে পারি। আসলে আমি বাস্তবানুগ থাকতে চাই। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রকাশিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার প্রায় সবকটিই পড়ে থাকি। আমি সর্বদাই খবরের সন্ধানে থাকি এবং এই অভ্যাসটি টেলিটাইপ মেশিন পড়ার সময় থেকে তৈরি হয়েছে। কিন্তু এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি সংবাদ পড়ার পর আমার স্ত্রী এসে আমাকে সেই সব খবর বলতে থাকেন যা ইতিমধ্যেই আমার কর্ণগোচর হয়নি। যখন আমি জিজ্ঞাসা করি তিনি এগুলি কোথায় পড়লেন, তিনি বলেন এসবই বিউটি পার্লার-এর ম্যাগাজিনে পড়া। সেই কারণে আমি ফ্যাশন ম্যাগাজিন, মহিলাদের পত্রিকা এবং গসিব ম্যাগাজিন সবই পড়ি। এতে করে আমি অনেক কিছু জানতে পারি। বা আমি শুধুমাত্র সেই ম্যাগাজিন পড়েই জানতে পারতাম। এসবই আমায় খুব ব্যস্ত রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : কেন আপনার মনে হয় যে লেখকের জীবনে খ্যাতি এত অনিষ্টকর?

উত্তর : প্রথমত এটা ব্যক্তিগত জীবন লঙ্ঘন করে। যে সময়টুকু বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো যেত বা যে সময়টুকু কাজ করা যেত সেই সময়টুকু খ্যাতি গ্রাস করে নেয়। এটা মানুষকে সারা বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ একা করতে প্রচেষ্ট হয়। একজন প্রথিতযশা লেখক যিনি আরও লিখে যেতে চান তাঁকে নিজেকে খ্যাতির বিরুদ্ধে অনবরত আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। আমি ঠিক একথাই বলতে চাইনি কারণ এটা ঠিক অকপট শোনায় না। কিন্তু আমি সত্যিই চাই যে আমার বইগুলো যেন আমার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় যাতে আমাকে এই বিখ্যাত লেখক হওয়ার যে বিড়ম্বনা তা পোহাতে না হয়। আর আমার ক্ষেত্রে খ্যাতির একমাত্র সুবিধাটুকু হল আমি একে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি। তা নইলে এটা খুব অসুবিধাজনক। আসলে সমস্যাটা হচ্ছে একবার বিখ্যাত হলে দিনে ২৪ ঘণ্টাই বিখ্যাত থাকতে হয়। তখন আর বলা যায় না ঠিক আছে আমি আগামীকাল পর্যন্ত বিখ্যাত হচ্ছি না বা বোতাম টিপে বলা যায় না যে 'আমি এখন বা এই মুহূর্ত থেকে আর বিখ্যাত রইলাম না।'

প্রশ্ন : One Hundred Years of Solitude-এর এই অসাধারণ সাফল্য আপনি কি পূর্বেই অনুমান করেছিলেন?

উত্তর : আমি জানতাম যে এটা এমন একটা বই হবে যা আমার অন্যান্য বই-এর চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ আমার বন্ধুদের দেবে। কিন্তু যখন আমার স্পেনীয় প্রকাশক আমাকে বললেন যে তিনি আট হাজার কপি ছাপবেন আমি হতচকিত হয়ে যাই। কারণ কী আমার অন্যান্য বইগুলি সাতশোর বেশি বিক্রি হয়নি। আমি তাঁকে ধীরে ধীরে শুরু করার কথা বললে তিনি বলেন যে এটা একটা ভালো বই এবং আট হাজার কপির প্রত্যেকটি যে মে থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বিক্রি হবেই এ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত। বাস্তবিকভাবে এক সপ্তাহে সবকটি বই বুয়েনস আয়ার্সে বিক্রি হয়ে যায়।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয়, One Hundred Years of Solitude কেন এত জনপ্রিয় হল?

উত্তর : আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। কারণ কী আমি নিজের কাজের একজন অতি নিকৃষ্ট সমালোচক। অনেক কারণের মধ্যে সবচেয়ে বহুল কথিত কারণটি শুনেছি যে এটি এমন একটি বই যা লাতিন আমেরিকার অধিবাসীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে লেখা। একটি বই যা অভ্যন্তরীণ ঘটনা নিয়ে লেখা। এই কারণটি আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে কারণ কী বইটির নামকরণের প্রথম প্রচেষ্টায় নামকরণ হয় 'দি হাউস' অর্থাৎ উপন্যাসটির সম্পূর্ণ বিকাশ গৃহের অভ্যন্তরে ঘটুক আমি চেয়েছিলাম আর যা কিছু বাইরের তা কেবল বাড়ির উপরে তার প্রতিফলনের পরিপ্রেক্ষিতে। আমি অবশেষে 'দি হাউস' নামটি শিরোনাম থেকে বাদ দিই। কিন্তু গল্পটি যখন মাকোন্দো শহরে গড়িয়ে এল তা আর এগোতে পারল না। আরেকটি কারণ আমি শুনেছি, প্রত্যেকটি পাঠকই চরিত্রগুলি ঠিক যেমন চেয়েছেন তেমন করেই পেয়েছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং এই পাওয়াটা নিজের মতো করেই। আমি চাই না এটি নিয়ে কোনও চলচ্চিত্র তৈরি হোক। কারণ দর্শকরা অনেক সময় যে অবয়বে কল্পনাই করেননি তাই তাঁদের সেইখানে দেখতে হয়।

প্রশ্ন : আপনার কি কোনও উৎসাহ ছিল এটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দান করার?

উত্তর : হ্যাঁ। আমার এজেন্ট এর জন্য এক লক্ষ ডলার মূল্য ধার্য করেন যে-কোনও প্রস্তাব নিরুৎসাহ করার জন্য। কিন্তু তাঁরা সেটা মেনে নেওয়ায় তিনি আবার তিন লক্ষের কাছাকাছি মূল্য ধার্য করেন। কিন্তু যেহেতু আমার চলচ্চিত্রে কোনওরকম উৎসাহই নেই, তাই যতদিন চলচ্চিত্র নির্মাণে বাধা দেওয়া যায় ততদিন আমি বাধা দিয়েই যাব। বরং চাইব এটা যেন পাঠক ও বই-এর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সম্পদ হয়েই থাক।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় বই-এর ভাষা চলচ্চিত্রের ভাষায় সাফল্যের সঙ্গে অনূদিত হতে পারে?

উত্তর : আমার মনে হয় না ভালো বই থেকে কোনও আরও ভালো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, কিন্তু আমার ধারণায় অনেক ভালো চলচ্চিত্র অনেক নিম্নমানের বই থেকে করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি নিজে কোনওদিন চলচ্চিত্র তৈরি করবেন ভেবেছেন?

উত্তর : এক সময় আমি নিজে চলচ্চিত্রের নির্দেশক হবার কথা ভাবতাম। আমি নির্দেশনার বিষয়ে রোমে পড়তে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয় সিনেমা এমন একটি মাধ্যম যার কোনও অসামর্থ্য নেই এবং এতে সব কিছুই করা সম্ভব। আমি মেক্সিকোতে যাই কারণ কী আমি চলচ্চিত্রে কাজ করতে চাই নির্দেশক নয়, একজন সংলাপ-লিখিয়ে হিসেবে। কিন্তু সিনেমাতে সীমাবদ্ধতা হল এটি একটি শ্রম-শিল্প-সংক্রান্ত কলা একটা গোটা শ্রমশিল্প। অনেক সময় যেটা বলতে চাওয়া হয় সেটা সিনেমাতে ফুটিয়ে তোলা খুব কঠিন। তবু আমি এ বিষয়ে চিন্তা করি, কিন্তু এখন এটা একটা বিলাসিতা মনে হয় যা আমি বন্ধুদের সঙ্গে মিলে করতে চাই, কিন্তু আমি সত্যিই নিজেকে তুলে ধরতে পারব এই আশাটুকুও নেই। সেইজন্যই আমি চলচ্চিত্র বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি। এর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক যেন এক দম্পতির মতো যারা বিচ্ছিন্ন হয়েও বাস করতে পারেন না আবার একসঙ্গেও থাকতে পারেন না। একটি ফিল্ম কোম্পানি ও একটি জার্নাল এই দুই-এর মধ্যে অবশ্য আমি জার্নালটাই পছন্দ করব?

প্রশ্ন : আপনি কীভাবে কিউবার উপর লেখা বইটির বর্ণনা করবেন যেটা আপনি এখন লিখছেন?

উত্তর : আসলে বইটা যেন সংবাদপত্রের একটা লম্বা অনুচ্ছেদ। এটা কিউবার ঘরে-ঘরের জীবনযাত্রা প্রণালী, কীভাবে তারা ঘাটতি-কমতি মেনে নিয়ে জীবনধারণ করে ইত্যাদি। আমি দুবছর ধরে যতবার কিউবাতে গিয়েছি সেখানে সবথেকে যা আমায় আশ্চর্য করেছে তা হল অবরোধ, যেখানে 'প্রয়োজনের সংস্কৃতি' এই জাতীয় কিছু একটা তৈরি হয়েছে। এটা একটা সামাজিক অবস্থা যাতে সেই অবস্থায় সেখানকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাগরিক জীবন কাটাচ্ছেন কতকগুলি জিনিস ব্যতীতই। আর যে ঘটনা সত্যিই আমায় আগ্রহী করেছে তা হল মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনে এই অবরোধ কীভাবে সাহায্য করছে। আমাদের অ-ব্যবহারকারী সমাজ ও ভোগী সজ্জিত সমাজ এই দুই-এর মধ্যে সংগ্রাম পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত। এই বইটি এখন এমন অবস্থায় যেখানে এটাকে একটা সহজ সোজা সাংবাদিকতার নমুনা হিসাবে ভেবে নিয়ে ; মনে করা হবে যে এটা এবার একটা দীর্ঘ জটিল বিষয়ে বই-এ পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যি অবশ্য এতে কিছু যায় আসে না কারণ কী আমার প্রায় প্রত্যেকটা বই-ই এরকম। আর তা ছাড়া বইটা ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়েই প্রমাণ করবে যে ক্যারাবিয়ানের প্রকৃত জীবন One Hundred Years of Solitude-এর গল্পগুলির মতোই আজগুবি, অবাস্তব।

প্রশ্ন : আপনার কি কোনও বড় ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা লেখক হওয়ার আক্ষেপ বা অনুতাপ রয়েছে?

উত্তর : আমার মনে হয় খ্যাতি বিষয়ে যে উত্তরটা আপনাকে আমি দিয়েছি এখানে উত্তরটাও তাই হবে। আমি অন্য কোনও একদিন জিজ্ঞাসিত হই যে আমি কি নোবেল প্রাইজ পেতে আগ্রহী, কিন্তু আমার মনে হয় এটা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আকস্মিক বিপর্যয়। আমি সত্যি এটা পেতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু পাওয়াটা একটা চরম ঘটনা। এটা খ্যাতির সমস্যা থেকে সবকিছুই সমস্যাবহুল করে তোলে। আমার জীবনে যেটা সত্যিই আক্ষেপের বিষয় রয়ে গেছে তা হল আমার কোনও মেয়ে নেই।

প্রশ্ন : আলোচনা করার মতো আর কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে?

উত্তর : আমি স্থির নিশ্চিত যে আমি জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বইটি লিখতে চলেছি, কিন্তু জানি না সেটি কোনটি বা কখন? যখন আমার এ রকম কিছু মনে হয় যে রকমটা আমার কিছুক্ষণ আগেই অনুভূত হচ্ছিল। আমি খুব শান্ত হয়ে তার অপেক্ষা করি। যাতে করে কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় একে হৃদয়ের মণিকোঠায় বন্দি করতে পারি।

বঙ্গানুবাদ : ইন্দ্রাণী ঘোষ

পিটার এইচ স্টোন গৃহীত ১৯৮২-তে Paris Review পত্রে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের বঙ্গানুবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকদের লেখার কাজটাই করে যাওয়া উচিত

...

প্রশ্ন : One Hundred Years of Solitude প্রকাশের পর থেকে আপনি বহুবিধ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, এমনকী নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত। The New York Times-এর জন লিওনার্ড যেমন বলেছেন, 'আমেরিকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি লিখেছেন একজন লাতিন আমেরিকান।' কথাটি কি পরিহাসের মতো শোনায় না যখন আপনি বারবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চাইলেও ভিসা মেলে না?

উত্তর : প্রথমত শ্রেষ্ঠ আমেরিকান উপন্যাস লিখেছিলেন হারমন মেলভিন। দ্বিতীয়ত, যে সমস্যাটা আপনি উল্লেখ করলেন সেটা আমার প্রকাশ্য রাজনৈতিক চিন্তাধারার কারণে। এটা অনভিপ্রেত। এ যেন আমার ললাট লিখন। উত্তর আমেরিকার সাহিত্য নিয়ে খোলাখুলি প্রশংসা করি আমি। পৃথিবীর নানা জায়গায় আমি এ কথাটাই বলে এসেছি যে উত্তর আমেরিকার সাহিত্যিকরা বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফসল। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যে লাতিন আমেরিকার প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে এবং এ কাজে আমি একজন নিরলস অনুঘটক মাত্র। আরও স্বচ্ছন্দে যদি কাজটা করা যেত!

প্রশ্ন : না পারার কারণটা ঠিক কী?

উত্তর : বিষয়টা শুরু হয় ১৯৬১-তে। আমি তখন নিউ ইয়র্কে কিউবার এক সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এমনিই এক সময়ে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকার আর দেওয়া হবে না। ব্যবস্থাটা চলেছিল ১৯৭১ পর্যন্ত। তারপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে তাদের সাম্মানিক উপাধি প্রদান করল। তখন আমায় শর্তসাপেক্ষে ভিসা দেবার ব্যবস্থাটা হল, যা আমার কাছে কিছুটা অস্বস্তিকর ঠেকল। এটা ওদের একটা খেলার মতো। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়টা ছিল, খেলাটা যে-কোনও সময় থামিয়ে দেবার দায়িত্বটা থাকত আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে। অথচ আজকের দিনে যে-কোনও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের আমেরিকায় ঘনঘন যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রশ্ন : এই ভিসা-সমস্যা এবং বামপন্থী চিন্তাধারা ব্যতীত আমেরিকা ও তার সাহিত্য বিষয়ে আপনি বরাবরই সপ্রশংস।

উত্তর : হ্যাঁ। আমেরিকার মানুষ আমার অন্যতম পছন্দের জনগোষ্ঠী। আমি বুঝতে পারি না তাঁরা অন্যান্য বিষয়ে এত অগ্রণী হওয়া সত্ত্বেও কী করে একজন উপযুক্ত রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করতে ব্যর্থ হন। এসব কথা পরে হবে। লক্ষ করছি, আপনি সেই অব্যর্থ প্রশ্নটি এখনও পাড়লেন না যা আর সবাই করে থাকেন।

প্রশ্ন : কী প্রশ্ন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : আমি কমিউনিস্ট কি না?

প্রশ্ন : এটা পাঠকরাই বিচার করবেন। ম্যাকার্থির জমানার পর থেকে এই প্রসঙ্গটা বেশ ঘোরালো ও গোলমেলে হয়ে গেছে।

উত্তর : ঠিক, তবুও প্লেবয়-এর পাঠকরা এই প্রসঙ্গটা না এলে বেশ অখুশিই হবেন।

প্রশ্ন : আপনি কি কমিউনিস্ট?

উত্তর : অবশ্যই না। এখনও নই, আগেও ছিলাম না। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যও নই। এটা আমেরিকার এক ধরনের মনোভাব—হয়তো আমার লেখাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের বিপরীতে ঠেলে দেওয়া। ঘটনাটা হল, একজন লাতিন আমেরিকান লেখক হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থানটা আমেরিকার স্বার্থবিরোধী। তাই এভাবে অনেকে আমাকে আমেরিকা বিরোধী হিসেবে দাগিয়ে দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আমি তাদের এই ভ্রান্তি এবং সমস্যা নিয়ে ভাবিত আর চাই তার সার্বিক নিরসন। আমি যদি উত্তর আমেরিকার লেখক হতাম তবুও এ সমস্যাটা থাকত। বেশি করেই থাকত। কারণ, তখন হয়তো আমায় স্বদেশের ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হত, যা আরও বেশি জটিল এবং দুঃসহ হত।

প্রশ্ন : আপনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বলতে উত্তর আমেরিকাকে উল্লেখ করেন। কেন?

উত্তর : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষরা নিজেদের আমেরিকান বলে পরিচয় দেন, আমার কাছে এটাই খুব আশ্চর্যের। যেন তাঁরাই একমাত্র আমেরিকান। আমেরিকা তো দক্ষিণ মেরুতে শুরু হয়ে উত্তর মেরুতে শেষ হয়েছে। তবুও তাঁরা নিজেদের আমেরিকান বলেই পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। কিন্তু বাস্তবটা হল তাঁরা এমনই এক দেশের নাগরিক, যে দেশের কোনও নাম নেই।

প্রশ্ন : এ কী বলছেন আপনি?

উত্তর : না নেই। একটা নাম তাদের ঠিক করে নেওয়া উচিত। ব্রাজিল যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র—এসব আছে, কিন্তু শুধু যুক্তরাষ্ট্র? কীসের যুক্তরাষ্ট্র? যদিও আমি আগেই বলেছি, উত্তর আমেরিকার সাহিত্যের অনুরাগী। ওখানকার সমালোচকরাই আমার সাহিত্য সবচেয়ে ভালো করে বোঝেন এবং ব্যাখ্যা করেন বলে মনে হয়। কিন্তু একজন লাতিন আমেরিকান হিসেবে আমার দুঃখ হয়, যখন দেখি উত্তর আমেরিকানরা তাদের একমাত্র আমেরিকান বলে দাবি করেন। আমেরিকা আমার কাছে তাই একটা জাহাজের মতো যেখানে ফার্স্ট ক্লাস আছে, ট্যুরিস্ট ক্লাস আছে, এছাড়াও মাঝিমাল্লাদের ক্লাসও আছে। আমরা, লাতিন আমেরিকার অধিবাসীরা চাই না যে, উত্তর আমেরিকা সেই জাহাজের প্রথম শ্রেণির সওয়ার হন। আবার জাহাজটা ডুবিয়েও দিতে চাই না। আমরা চাই উত্তর এবং দক্ষিণ একসঙ্গে ভেসে চলুক। যেখানে কিউবাও আছে, তার বিপ্লব সমেত আছে, এই জাহাজেই সংলগ্ন হয়ে আছে। এটাই ইতিহাসের নিয়তি।

প্রশ্ন : ভৌগোলিক এই অবস্থানকে বদলাবেন কীভাবে?

উত্তর : যদি পারা যেত। যদি সমুদ্র নদীকে সেখানেই নিয়ে যাওয়া যেত, যেখানে তা দরকার। সবটাই এমন অসম্ভব অন্যায়। মেক্সিকোর প্রায় অর্ধেকটাই তো জোর করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালান করে দেওয়া। পুয়োর্তো রিকোর ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। পূর্ব ইউরোপেও এরকম আছে।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৬১ নাগাদ দক্ষিণ আমেরিকায় একজন রিপোর্টার হিসেবে বেশ কিছু অঞ্চল চষে বেড়িয়েছিলেন—

উত্তর : হ্যাঁ। আমি ফক্‌নারের লেখা পড়ে এত উৎসাহিত হয়ে পড়ি যে, নিউ ইয়র্ক থেকে সোজা মেক্সিকোর সীমান্ত পর্যন্ত, আপনার কথায়, চষে বেড়াই। আমি বাসে চেপে বেড়িয়েছিলাম। কারণ, আমি দেশটা দেখতে চেয়েছিলাম ধুলোয় ধূসরিত ছোটছোট রাস্তা ধরে। ফক্‌নারের বর্ণনায় যেমন আছে। আর একটা বড় কারণ, আমার কাছে তখন অত পয়সা ছিল না।

প্রশ্ন : কেমন দেখেছিলেন?

উত্তর : ঠিক কলম্বিয়ায় আমার শহর আরাকাটাকার মতোই। টিনের ছাউনি, রাস্তার ধারে ছোট-ছোট দোকান, রেলিং-এ পা তুলে বসে থাকা মানুষ। সেই একই গরিবির সঙ্গে দৃষ্টিকটুভাবে ধনীর সহাবস্থান। আমার মনে হয়েছিল, ফক্‌নার যেন কোনও লাতিন আমেরিকার শহরের বর্ণনাই করছেন।

প্রশ্ন : অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে একটা প্রশ্ন, আপনি দুটো বিষয়কে খুব কাছাকাছি দেখেছেন—

উত্তর : হ্যাঁ। আমি সাহিত্য এবং সাংবাদিকতাকে ভিতর থেকে গ্রহণ করেছিলাম। আমি কলম্বিয়ায় একজন সাংবাদিক হিসেবে জীবনটা শুরু করি। আর তাতে কোনওদিন ছেদও পড়েনি। আমি যখন সাহিত্যকর্ম করছি না, তখন সাংবাদিক হিসেবে আমার খোঁজখবর, চষে বেড়ানো ইত্যাদি লেখার উপকরণ হিসেবে জমা হতে থাকে। আমি হয়তো লেখালেখি করে অনেক খ্যাতি যশ ইত্যাদি অর্জন করেছি কিন্তু এ কথা আমি কখনওই ভুলতে পারি না যে, আদতে আমি একজন লাতিন আমেরিকার লেখক এবং লাতিন আমেরিকায় সত্যি কী ঘটছে তা জানার জন্য রাজনৈতিক জ্ঞান থাকাটাও জরুরি। যদি এমন হত গ্রিসের কোনও দ্বীপভূমি, যেখানে লাতিন আমেরিকার মতো রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার পাহাড় জমে নেই, আমি তেমন দেশের মানুষ তাহলে এসব নিয়ে না ভেবে জীবনটা বোধহয় আরও সুখে কাটানো যেত। আমি লাতিন আমেরিকান, তাই আমি বাধ্য রাজনৈতিক বিশ্বাসে।

প্রশ্ন : বাধ্যতামূলক এই রাজনৈতিক বিশ্বাসটা কী?

উত্তর : দেখুন আমি কোনও রাজনীতির দলদাস নই, না কোনও একটি দেশের একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি দায়বদ্ধ। আমি বৃহৎ অর্থে লাতিন আমেরিকান হিসেবে বিষয়টা দেখে থাকি। আমি আমার আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং ইউরোপ আমেরিকায় আমার কিছু গুণগ্রাহী এবং বন্ধুদের মাধ্যমে আমার কথাগুলো পৌঁছে দিতে চাই।

প্রশ্ন : এদেরই মধ্যে ঘনিষ্ঠতম একজন ফিদেল কাস্ত্রো?

উত্তর : আমরা খুব ভালো বন্ধু। খুবই ঘনিষ্ঠ বৌদ্ধিক বন্ধুত্ব। অনেকেই হয়তো ফিদেলকে সেভাবে একজন বৌদ্ধিক মানুষ হিসেবে চেনেন না। আমরা যখন একসঙ্গে থাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য নিয়েই কথা হয়। ফিদেল সাহিত্যের একজন উৎসাহী পাঠক। আমাদের বন্ধুত্বটা শুরু হয়েছিল আমার 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড'টা ফিদেল পড়ার পর। ওর খুব ভালো লেগেছিল।

প্রশ্ন : কাস্ত্রো একবার বলেছেন, 'মার্কেস হল লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ'—কী মনে হয়, ঠিক?

উত্তর : কথাটা ঠিক কাস্ত্রোর মতো শোনাল না। যদি বলেও থাকেন তাহলে উনি রাজনীতি না, সাহিত্যের ব্যাপারেই বলেছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি কাস্ত্রোর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন না—এও কি সম্ভব?

উত্তর : সেভাবে সত্যিই না। আসলে কেউই বুঝতে চান না যে, আমার আর কাস্ত্রোর মধ্যে সাহিত্য নিয়ে এত কথা হতে পারে। রাজনীতি, পৃথিবীর পরিস্থিতি—এসব নিয়ে খুবই কম কথা হয়। বেশিরভাগটাই হয় ভালো বই নিয়ে। আমি কিউবায় গেলে ওঁর জন্য প্রচুর বই নিয়ে যাই। ওঁর হাতে ওগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করে তারপর অন্য কাজ। কয়েক সপ্তাহ পর দেখা যায়। ওর সব বই-ই পড়া হয়ে গেছে। তখন হাজারটা প্রসঙ্গ। হাজারটা কথা। মনে আছে একবার ওকে ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা' বইটা দিয়েছিলাম। দারুণ বই। যদিও বুদ্ধিজীবীদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। বইটা রাতে দিয়েছিলাম। তার পরদিন সকালে দেখা হতেই বললেন, 'গাব্রিয়েল, আমি তো মজে গেছি। সারারাত ছাড়তেই পারিনি।' সারারাত, সকাল এগারোটা পর্যন্ত বইটা নিয়েই পড়েছিলেন। ওর এদিকটা অনেকেই জানেন না। আর এজন্যই ওর সঙ্গে এত বন্ধুত্ব। এর মধ্যে রাজনৈতিক শলাপরামর্শ কিংবা কূটচাল কিছু নেই। ফিদেলের মতে, লেখকদের লেখার কাজটাই করে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন : কিন্তু মানুষ তো জানে ফিদেলের সঙ্গে আপনার রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা।

উত্তর : কেউ কেউ। আমার কলম্বিয়াতেই। সরকারি লোক। এবার ব্যাপারটা আরও খোলাখুলি শুরু থেকে বলা যাক। ১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ আমি অ্যাঙ্গোলায় গেছিলাম 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর জন্য লেখালেখির ব্যাপারে। ফেরার পথে কিছুদিন কিউবাতে ছিলাম। হাভানায় থাকাকালীন রয়টার্স এবং ফ্রান্সের একটি কাগজের সাংবাদিকের আমার সাক্ষাৎকার নেবার কথা ছিল বিকেল চারটে নাগাদ। হঠাৎ সাড়ে তিনটে নাগাদ ফিদেল চলে এলেন। তাই সাংবাদিকরা চারটেয় এসে হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শুনলেন যে, ফিদেল এসেছে বলে আমার সাক্ষাৎকার বাতিল। আমরা অ্যাঙ্গোলা নিয়ে মিনিট দশেক কথা বলার পর ফিদেল বললেন ওখানে আমার খাবার নিয়েই খুব কষ্ট হয়েছে। কারণ, তখন অ্যাঙ্গোলায় খাদ্য সংকট চলছে। 'খুব একটা খারাপ না। এক টিন ক্যাভিয়ার জোগাড় হয়ে গেছিল।' তাতেই ফিদেল প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ক্যাভিয়ার খেতে ভালোবাসেন?' আমি বললাম, 'ভীষণ।' তারপর একথা ওকথায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। নানা ধরনের খাবার নিয়ে কথা। ফিদেলের খাবার সম্বন্ধেও অসম্ভব জ্ঞান! তারপর বেরোনোর সময় হয়ে গেলে ও বলল আমাকে এয়ারপোর্টে ছাড়তে যাবে। এয়ারপোর্টে গিয়েও VIP লাউঞ্জে প্রায় এক ঘণ্টা মাছ, খাবার এসব নিয়েই কথা হল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : হাভানায় VIP লাউঞ্জ? ব্যাপারটা সমাজতান্ত্রিক লাগছে।

উত্তর : ঠিক তাই। ওখানে দুটো VIP লাউঞ্জ। যাকগে, ওখানে আমাদের একসঙ্গে দেখে সাংবাদিকরা বলাবলি করতে শুরু করে দিল, 'নিশ্চই মার্কেস অ্যাঙ্গোলা থেকে এখানে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য।' তারপর প্লেনে ওঠার সময় ওরা জানতে চাইলেন, 'এতক্ষণ ধরে কী নিয়ে আলোচনা হল?' আমি উত্তরে শুধু বললাম, 'আসল কথাটা বললে বিশ্বাস করবেন না তাই কিছুই বলছি না।

প্রশ্ন : কাস্ত্রোর সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক—ওটা সামলান কী করে?

উত্তর : সম্পর্কটা সীমাবদ্ধ। ফিদেলের ব্যক্তিগত বন্ধুর সংখ্যা খুব সীমিত। ওর যা কাজ এটাই স্বাভাবিক। একদল, একদিন আমার সামনেই ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফিদেল, আপনি কি ক্ষমতায় নিঃসঙ্গতায় ভোগেন?' ও না বলেছিল। আমার মনে হয় ক্ষমতা মানুষকে হয়তো নিঃসঙ্গই করে দেয়।

প্রশ্ন : একটা কথা চালু আছে। আপনি নাকি লেখার প্রথম কপি পাবলিশার্সকে না দেখিয়ে কাস্ত্রোকে দেখান?

উত্তর : একটাই পাণ্ডুলিপি—'ক্রনিকল অফ এ ডেথ ফোরটোল্ড'—এটা দেখিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : উনি ওটা পছন্দ করেছিলেন?

উত্তর : কে? ফিদেল? হ্যাঁ। আমি দেখিয়েছিলাম কারণ, ও খুব খুব ভালো একজন পাঠক, তাই। আর খুব দ্রুত ও পড়তে পারে। কোনও ভুল কিংবা অসংগতি থাকলে ধরিয়েও দিতে পারে। এসব ভেবেই দেওয়া।

প্রশ্ন : তার মানে কিউবার প্রেসিডেন্টকে আপনি আপনার সাহিত্যের অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : না। শুধুমাত্র একজন নিবিষ্ট ভালো পাঠক হিসেবে।

প্রশ্ন : এই সম্পর্কের জায়গা থেকে কিউবার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের জায়গাটা আপনি মেরামত করতে পারেন না?

উত্তর : হ্যাঁ। জিমি কার্টারের দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্টশিপের সময় চেষ্টাটা হয়েছিল। হয়তো তিনি কিছুটা পারতেন—অবরোধ তুলে সাধারণ সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু রেগান এসে ঠিক উলটোটাই করলেন। এই চেষ্টাটা কেনেডিও করেছিলেন কিন্তু তার আগেই ওকে মেরে ফেলা হল। আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিবিপ্লবী সংগঠন এটা করেই এসেছে।

প্রশ্ন : আচ্ছা এই কেনেডি সমেত বেশ কিছু আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এই চেষ্টাটা করেছিলেন কেন?

উত্তর : দুটো কারণে। প্রথমত কিউবার বিপ্লবের পূর্বে এটি ছিল আমেরিকার অংশ। তাই বিপ্লব-উত্তর কিউবা আমেরিকার কাছে এক বিশাল আর্থিক ক্ষতি। দ্বিতীয়ত, কিউবা সত্যিকারের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের দেশ। এর আগে লাতিন আমেরিকান দেশগুলিতে এ জাতীয় বিপ্লবগুলি শেষ পর্যন্ত আমেরিকার চাপের কাছে পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু কিউবা এই ধারাটাই বদলে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : কিন্তু তার বিনিময়ে রাশিয়ার কাছে নির্ভরশীলতা বেড়েছে।

উত্তর : এর সবচেয়ে বড় কারণ, আমেরিকার অর্থনৈতিক অবরোধ। কিউবাকে শুকিয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা। সুখের কথা রাশিয়া ছিল বলে সেটা হয়নি। আমেরিকার অনেকেই এটা জানেন না যে, তাদের প্রতি কিউবার সহমর্মিতা আছে। যদি অর্থনৈতিক অবরোধ উঠে যেত, তাহলে আমার বিশ্বাস সম্পর্কটা ঠিক হয়ে যেত। আমেরিকার এটাও শুনি, রাশিয়া নাকি কিউবায় সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু আমি জানি, সাংস্কৃতিক দিক থেকে কিউবা আমেরিকার অনেক কাছাকাছি এবং অনেক বেশি দৃঢ়। এ নিয়ে একদিন এক পানশালায় একজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। প্রায় দু ঘণ্টা। সেখানে একজন পিয়ানো বাজিয়ে যাচ্ছিলেন। কথা শেষ হলে আমি সেই সাংবাদিককে বললাম, 'এতক্ষণ যে সুরটা বাজছিল তা উত্তর আমেরিকার। সোভিয়েতের না। ইস্, যদি উত্তর আমেরিকার মানুষ এটা বুঝতেন!

প্রশ্ন : তিন বছর ধরে আপনি কিউবার ওপর একটা বই লেখার কাজ চালিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কাজটা বন্ধ রেখে দিলেন?

উত্তর : খুব বড় একটা লেখার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু প্রত্যেকবার কিউবায় গিয়ে মনে হচ্ছিল আমার লেখাটা পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। এত দ্রুত বদলাচ্ছিল কিউবা। তাল রাখতে পারছিলাম না। তারপর মনে হল কিউবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত কাজটা মুলতুবি রাখাটাই সঠিক হবে।

প্রশ্ন : কিন্তু ১৯৮০-তে নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ আপনি বলেছিলেন লেখাটা খুব সমালোচনামূলক হবে বলেই কাজটা স্থগিত রেখেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ আমি যা লিখেছিলাম তা বেশ কঠোর এবং খোলামেলা। অপ্রাসঙ্গিকভাবে কেউ এটাকে কিউবার তখনকার পরিস্থিতির বিপরীতে ব্যাখ্যা করে দেখাতেও পারতেন। আমি তা চাইনি। কিন্তু বইটা না-ছাপানোর এটাই যথেষ্ট কারণ ছিল না। হয়তো অবরোধটা উঠে গেলে লেখাটা শেষ হতে পারত।

প্রশ্ন : আপনার আর একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বন্ধু—ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরঁ। শোনা যায়, লাতিন আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আপনি তাঁকে 'আনঅফিসিয়ালি' তথ্যগুলি জোগান দিয়ে থাকেন। এক প্রকার পরামর্শদাতার মতো—

উত্তর : পরামর্শদাতা! না। প্রেসিডেন্ট মিতেরঁ-র লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে কোনও পরামর্শের প্রয়োজন নেই। কিছু তথ্য, যখন কথাবার্তা হয়, চলে আসে।

প্রশ্ন : প্যারিসের সঙ্গে ওয়াশিংটনের এক সময়কার সংঘাতের কথা সবাই জানে যখন প্যারিস নিকারাগুয়ায় বামপন্থী শক্তি স্যান্ডিনিস্টাকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই ধরনের প্রসঙ্গে কথা?

উত্তর : ওদের অস্ত্র বিক্রি করার প্রস্তাব? না। ওটা ওদের গোপন ব্যাপার। কিন্তু নিকারাগুয়াকে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সাহায্যের কথা নিয়ে কিছু বলেছিলাম। নিকারাগুয়া আমার ভালো বন্ধু। সোমোজার সঙ্গে ওদের লড়াই-এ আমি সমর্থন জানিয়েছিলাম। এসব নিয়ে কথা বললে অনেক কিছুই বলা যায়।

প্রশ্ন : তাই বলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : আমার মতে সোভিয়েত-আমেরিকা সম্পর্ক নিয়ে রেগন প্রশাসনের লাতিন আমেরিকার প্রতি অত্যধিক বৈরিতার কারণ-ই এই সমস্যার মূলে।

প্রশ্ন : আপনি রেগনের বিদেশ নীতি নিয়ে কঠোর সমালোচক। আপনার কি মনে হয় উনি তার পূর্বসূরিদের থেকে এক্ষেত্রে পৃথক?

উত্তর : অবশ্যই। জিমি কার্টার যখন লাতিন আমেরিকায় এসেছিলেন, পানামা খাল সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, তা দুটি উপমহাদেশের সম্পর্ককে বন্ধুত্বপূর্ণ করতে অনেক সহায়ক হয়েছিল। রেগনের পর থেকে 'কর্তৃত্ববাদী গণতন্ত্রের' কাঠামোটা আরও আঁটোসাঁটো হল, যা লাতিন আমেরিকার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক।

প্রশ্ন : আপনি নিশ্চই অবগত আছেন যে ইউরোপ এবং আমেরিকায় লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে অনেক চর্চা হয়।

উত্তর : জানি। আমি শুনেছি, 'আপনি এমন দেশে আছেন কী করে সেখানে সামান্য রাজনৈতিক কারণে মানুষ মানুষকে হত্যা করে?'

প্রশ্ন : তখন আপনার কী মনে হয়?

উত্তর : ভয়ংকর। যদিও এমত চর্চায় যুক্তির ফাঁক আছে। দেখুন আমাদের দেশ মাত্র ১৭০ বছরের প্রাচীন। ইউরোপ এ পর্যায় অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে। তাছাড়া ফরাসি বিপ্লবের বর্বরতাকে আমরা কিন্তু এখনও অতিক্রম করিনি। আমরা যখন ওদের মতো প্রাচীন হব, তখন হয়তো ওদের চেয়েও উন্নততর সমাজ গঠন করতে পারব।

প্রশ্ন : ১৯৫৫-র পরবর্তী সময়ে আপনি কলম্বিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না। কেন?

উত্তর : হ্যাঁ এটা ঠিকই যে, আমি বছরের অর্ধেক সময় মেক্সিকো এবং বাকি অর্ধেক ইউরোপে থাকি। এর শুরু ১৯৫৫-এ, রোজাস পিনিল্লা যখন কলম্বিয়ায় স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করল, তখন থেকে। আমি দেশ ছাড়লাম। ইউরোপ পাড়ি দিলাম সাংবাদিকতার তাগিদে। তখন আমার দেশে তো সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। তারপর প্যারিসে তিন বছর। আবার দক্ষিণ আমেরিকায় ফিরে এলাম। মার্সেদিসকে বিয়ে করলাম। তারপর দুজনে চলে গেলাম ভেনেজুয়েলা, যেখানে আমি সাংবাদিক হিসেবে আবার কাজ শুরু করলাম। তারপর কিউবার বিপ্লবের পর আমি নিউ ইয়র্কে অবস্থিত কিউবার একটি সংবাদমাধ্যমে আবার সাংবাদিকতার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সেখান থেকে মেক্সিকো, যেখানে চলচ্চিত্র চিত্রনাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং সেই উপন্যাসের জন্ম 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড'। বইটির জনপ্রিয়তা আমায় যে-কোনও দেশে থাকার সামর্থ্য জুগিয়ে দিল। কলম্বিয়ায় তখন আমাকে ঘিরে এত মানুষ, এত সাক্ষাৎকার—সময়ের অপচয় হয়ে যাচ্ছিল। দেশে পাকাপাকিভাবে না থাকলেও মাঝেমধ্যেই ফিরে ফিরে আসি। তাছাড়া কলম্বিয়ায় স্থায়ীভাবে থাকার অন্য অসুবিধেও ছিল।

প্রশ্ন : কেমন অসুবিধে?

উত্তর : ওই, অন্যান্য অনেকের মতো কলম্বিয়ার সরকার। বিশ্বাস করতে চাইত না যে, আমি ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে সামুদ্রিক মাছ নিয়ে দীর্ঘ কথা বলতে পারি। ১৯৮১-তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হল। তখন আমি কলম্বিয়ায়। হঠাৎ উগ্র বামপন্থী গেরিলা সংগঠন M-19 একটা নাশকতা ঘটাল। সরকার পক্ষ থেকে এটা প্রচার করা হল যে কাস্ত্রোর সঙ্গে শলা করে আমি নাকি এই আক্রমণকে মদত জুগিয়েছিলাম। আমি তো শঙ্কিত, যদিও অনেকে আমাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন যে, আমার মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে ওরা ঘাঁটাতে সাহস করবে না। তারপর ওরা একদল সন্ত্রাসবাদীকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ লিখিয়ে নিল। আমিও ওদের বিরুদ্ধে মামলা করলাম। এখন এত সহজে কথাগুলো বলতে পারছি, কারণ, কলম্বিয়ায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ইতিমধ্যে অনেক কিছুকেই বদলে ফেলেছে।

প্রশ্ন : সেই সময় দেশ ছাড়ার মুহূর্তে আপনি নিশ্চই খুব আশঙ্কিত ছিলেন?

উত্তর : না, তা ঠিক নয়। ওরা যদি আমায় মারতেই চাইত তাহলে যে-কোনও রাস্তায় দাঁড় করিয়েই তা করে ফেলতে পারত। এটা রেগন প্রশাসনের চাপ। আমাকে ফাঁদে ফেলে ওরা চেয়েছিল কিউবার সঙ্গে কলম্বিয়ার ঝগড়াটা বাধিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন : এবার এসব ছেড়ে আমরা আপনার লেখালেখির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আপনার গুণগ্রাহীরা বলেন যে 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড'-এ একটি পরিবারের মধ্য দিয়ে আপনি পুরো লাতিন আমেরিকার ইতিহাসটা তুলে ধরেছেন।

উত্তর : ইতিহাস নয়। লাতিন আমেরিকার মেটাফর।

প্রশ্ন : আপনার অপর একটি গল্প 'দ্য ইনক্রেডিবল অ্যান্ড স্যাড টেল অব ইনোসেন্ট এরেন্দিরা অ্যান্ড হার হার্টলেস গ্র্যান্ডমাদার'-এ একজন গণিকা তার প্রেমিককে বলে, 'তোমায় ভালোলাগার সবচেয়ে বড় কারণ তুমি হাস্যকর জিনিসকে বড় গম্ভীরভাবে বলতে পারো।' এটা কি মার্কেসের নিজের কথা?

উত্তর : হ্যাঁ, এটা আমার জীবনের কথা। কিন্তু আমার কাজের সংজ্ঞা হতে পারে না কিছুতেই। বড়জোর আমার চরিত্রের সংজ্ঞা হতে পারে। হ্যাঁ আমি অসাধারণ, ভয়ংকর কিছুকে আরও গম্ভীর না করে সরাসরি সাধারণভাবে বলতে ভালোবাসি। এটা আমি পেয়েছিলাম আমার মায়ের মা থেকে। উনি ভূতের গল্প, ভয়ের গল্প সাধারণভাবে অসাধারণ করে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। বড় হবার পরও আমি ভাবতাম সত্যি কী কাহিনিগুলো সত্যি ছিল! এমনিই ছিল তাঁর বলার গুণ। লেখক হিসেবে আমিও এটা অনুসরণ করি। এই বিরল শিক্ষাটা আমি দিদিমার থেকেই পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স-এ আপনি ছ'টি প্রজন্মকে কাল্পনিক এক গ্রাম ম্যাকোন্দোর পটভূমিকায় বুনেছেন। কাহিনিটি শুরু এমন একটা আদিম সময়ে যখন সব কিছুর নামও ছিল না। এবং শেষ করছেন একটি শিশুর জন্ম দিয়ে যে একটি শূকরের লেজ নিয়ে জন্মায়। এর মধ্যে যুদ্ধ, মহামারী, অসুখ, বত্রিশটা জাতিদাঙ্গা, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, ধর্মঘট, কৃষ্টি—প্রায় পাঁচ বছর জুড়ে। আর এটা আপনি করেছেন জাদু বাস্তবতার আবহে যেখানে বাস্তব পরাবাস্তব এক হয়ে যায়। আমার প্রশ্ন, আপনার কাহিনিতে বাস্তবতার ভিত্তি কতদূর থাকে?

উত্তর : আমার প্রতিটি কাহিনি শুরু হয় বাস্তবের জমিতে। তারপর আমি আমার পাঠকদের হাতে একটি করে আতস কাচ ধরিয়ে দিই যাতে তারা বাস্তবের অনুপুঙ্খ পাঠ নিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্ষম হয়। যেমন উলিসেস, প্রতিবার গ্লাসে হাত রাখলেই গ্লাসের রং-টা পালটে যায়। এটাতো সত্যি হতে পারে না। কিন্তু এই প্রেমিক চরিত্রটির মনের ভাব বোঝাতে আমার এই পদ্ধতিটাকেই ঠিক এবং নতুনত্ব বলে মনে হয়েছে। তারপর তার মা বলে, 'প্রেমে পড়লে এমনিই হয়...মেয়েটি কে?' প্রেমকে অভিনব কোনও উপায়ে এঁকে নেবার এটাই ছিল আমার পদ্ধতি।

প্রশ্ন : গত কুড়ি বছর ধরে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে জাদু বাস্তবতা এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলেছে। উপাদান হিসেবে সাহিত্যিকরা এটিকে এত ব্যবহার করেছেন কেন?

উত্তর : লাতিন আমেরিকার পরিবেশই এর সবচেয়ে বড় কারণ। বিশেষ করে ক্যারিবিয়ান। আমি যেমন ক্যারিবিয়ান দেশ কলম্বিয়ার মানুষ। অদ্ভুত দেশ, একেবারে আলাদা। ঔপনিবেশিক শাসনকালে কলম্বিয়ার যাঁরা সম্ভ্রান্ত, মানুষ বলে নিজেদের দাবি করতেন, তাঁরা সবাই সমুদ্র দূরবর্তী অন্তদেশে গিয়ে বসতি করলেন। আর সমুদ্রের তটভূমি অঞ্চলগুলিতে রয়ে গেলেন অদ্ভুত কিন্তু অপূর্ব সমস্ত মানুষ। ডাকাত (ভালো অর্থে) নাচিয়ে, গাইয়ে, দুঃসাহসী অভিযাত্রী, রংদার সমস্ত মানুষ। ওরা ছিলেন বেশিরভাগই হার্মাক আর ক্রীতদাসদের বংশধর। এ এমন এক অপ্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব-কল্পনা হাত ধরাধরি করে চলে, কবিতার মতো। বহু সংস্কৃতির মিশ্রণে এটা তৈরি হয়েছে। ক্যাথলিক থেকে স্থানীয় ধর্মাচার লোকাচার সব মিলেমিশে গেছে। এখানে মানুষের মন খোলামেলা, তাই বাস্তবের অতীত অন্য এক বাস্তব দর্শনে তাদের কোনও বাধা নেই। যখন আমি গ্রামের ছোট একটা ছেলে ছিলাম তখন আমি হাঁ করে শুনতাম কেউ নাকি শুধু চেয়ারের দিকে তাকিয়েই তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতে পারে। আবার এমনও শুনেছি কেউ একজন নাকি গোরুর সামনে দাঁড়ালেই গোরুর গায়ের সমস্ত পোকা গলগল করে বেরিয়ে আসত। সত্যি আমি নিজেও দেখেছি।

প্রশ্ন : আপনি এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : হায়, যদি আদৌ পারতাম! শুধু এটুকু বলতে পারি যেসব থেকে আজ পর্যন্ত আমি চমৎকৃত হয়ে চলেছি।

প্রশ্ন : হান্ড্রেড ইয়ার্স-এর অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র উরসুলা, আপনার দিদিমার আদলে গড়া?

উত্তর : কিছুটা হ্যাঁ, কিছুটা না। যদিও ওরা দুজনেই বেকারিতে কাজ করেন এবং দুজনেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আমার সমস্ত চরিত্রই এরকম দেখাশোনার মধ্যেই। বাস্তবে দেখা মানুষের মধ্যে আরও অন্য অদেখা মানুষের মিশেল ঘটিয়ে চরিত্রগুলো গড়ে ওঠে। যেমন আমি জন্মের পর অনেকগুলো বছর দাদু-দিদিমার সঙ্গে তাদের বাড়িতেই কাটিয়েছিলাম। ওখানে আমি আর দাদু বাদে প্রচুর মহিলা। ওদের নানা ধরনের বাতিক, বিশ্বাস, পাগলামি—পাগলামি মানে অদ্ভুত ভাবনার তাড়না। আমার দিদিমার কাছে সমস্ত স্বাভাবিক পার্থিব ঘটনার মধ্যেই অস্বাভাবিক, অপার্থিব আবহ জুড়ে থাকত। হয়তো সংস্কার। যেমন যেদিন জানলায় এসে কোনও প্রজাপতি বসত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিদিমা বলে উঠতেন, 'দেখিস আজ একটা চিঠি আসবে।' দুধ উথলে উঠলে বলতেন, 'সাবধান, বাড়িতে কারুর অসুখ হবে।' অনেক রাতে দিদিমা ভূত, প্রেত, মৃত্যু, অতৃপ্ত আত্মা এসব নিয়ে দারুণ সব গল্প বলতেন। ছেলেবেলায় এই দেখাশোনাগুলি আমার সাহিত্যে ছাপ ফেলে গেছে।

প্রশ্ন : কোনও উদাহরণ?

উত্তর : বলছি। এই যে প্রজাপতির ব্যাপারটা। হান্ড্রেড ইয়ার্স-এ এটা আছে। যদিও আমার দাদু ছিলেন অন্যরকম। একমাত্র ওর সঙ্গেই আমি বেশ খোলামেলাভাবে মিশতে পারতাম। মহিলামহল এতই খ্যাপাটে, বাতিকগ্রস্ত ছিল যে, আমি এক ধরনের দূরত্ব অনুভব করতাম। কিন্তু আমার দাদুর গল্পগুলো যুদ্ধের কাহিনি কিংবা খবরের কাগজের রোজকার নানা ঘটনা—এইসব টুকরো টুকরো বিষয়গুলি আরও জ্যান্ত মনে হত। দাদু বলতেন, 'ওসব মেয়েদের আজগুবি কথা। ওসব বিশ্বাস কোরো না।' আমার দাদুর বাস্তববোধ ছিল চমৎকার। আমি হয়তো কিছুটা তার থেকে পেয়েছি। আমার বাস্তবোধ নিয়ে আমার বন্ধুরাও বলে। হয়তো এই বোধের কারণেই আমি রাজনীতি নিয়ে এত উৎসাহী। আবার এই কারণেই আমি এত বেশি সাবধানী। আমি দুর্ঘটনাকে ভয় পাই। তাই লিফ্‌টের চেয়ে সিঁড়িই বেশি নিরাপদ বলে মনে হয়। প্লেনে উঠতে ভয় করে।

প্রশ্ন : আপনার দাদু নিজে সৈনিক ছিলেন এবং কলম্বিয়ার গৃহযুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার বাস্তব কাহিনিগুলির সঙ্গে আপনার দিদিমার কাল্পনিক কাহিনিগুলির মধ্যে ফারাক খুঁজে পেতেন তো?

উত্তর : না। দাদুর বলার ধরনটা ছিল এমনিই যে তা বিশ্বাস অবিশ্বাসের স্তর অতিক্রম করে যেত। হ্যাঁ যুদ্ধের ভয়াবহতা ছিল, আবার একই সঙ্গে প্রেমের আবহও থাকত। অনেকটা রূপকথার কাহিনিতে রাজপুত্রদের মতো। আর আমার দাদু নারীসঙ্গ ব্যাপারটা বেশ উপভোগই করতেন এবং এভাবে অনেক সন্তানসন্ততির জনকও হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : হান্ড্রেড ইয়ার্স-এর প্রধান চরিত্র যে কর্নেল তারও সতেরোটা অবৈধ সন্তান, সতেরো জন মহিলার গর্ভে উৎপাদন করেছিলেন বত্রিশ বছর গৃহযুদ্ধের সময়কালে। আপনার দাদুরও কি তাই?

উত্তর : কে জানে! সঠিক সংখ্যাটা কোনওদিন জানাও যাবে না। মা অবশ্য বলতেন সংখ্যাটা সতেরোই।

প্রশ্ন : এটা আপনার দিদিমাকে নিশ্চই রুষ্ট করত?

উত্তর : তাঁর আবরণটা একটু অসুস্থই ছিল। তিনি অবৈধ সন্তানদের বাড়িতেই আশ্রয় দিতেন। বলতেন বংশের রক্ত ওদের শরীরে। ওরা বাইরে ঘুরে বেড়াবে কেন। ওদের তিনি ভালোওবাসতেন। তাই কারুর পক্ষে এটা বলা সম্ভব হত না, কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ। দিদিমা কড়া হাতে সংসারটাও সামলাতেন। দাদু বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধে বাইরে পড়ে থাকলে দিদিমা একা হাতেই সবকিছু সামলে নিতেন। হয়তো শেষ রাতে কেউ এসে দরজায় টোকা মেরে বলতেন, 'ত্রাঙ্কুইলিনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি নিকোলাসকে দেখতে চাও দরজা খুলে দাঁড়াও।' দিদিমা অমনি গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াতেন, দেখতেন ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যরা সব যুদ্ধে যাচ্ছে। যদিও তার মধ্যে দাদুকে দেখতে পেতেন না।

প্রশ্ন : তাই উরশুলাই আপনার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র।

উত্তর : হ্যাঁ। ও পৃথিবীকে ধারণ করে। ব্যক্তিগতভাবে আমারও মনে হয় নারীরা সবচেয়ে বেশি বাস্তববোধসম্পন্ন হয়। পুরুষরা খামখেয়ালি, এলোমেলো। মেয়েরা জানে এই বাস্তব জগৎ কতটা কঠিন। উরশুলা এমনিই একজন জীবন-ধারক, বাস্তবতায় প্রাজ্ঞ একজন নারীর প্রতিমূর্তি। যদিও এদের পুরুষ নির্ধারিত গোঁড়ামি, অবদমনের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। লাতিন আমেরিকাতে এই হতাশা আবহমান সময় ধরে চলে আসছে।

প্রশ্ন : আপনার দাদুর থেকে ১৯২৮-এর 'ব্যানানা স্ট্রাইক' সম্বন্ধে কিছু শোনেননি? হাড্রেড ইয়ার্স-এ যেমন আছে। তিন হাজার ধর্মঘটীকে ম্যাকান্দো শহরে বিনাশ করে তাদের শরীরগুলো সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর শহরে আর কেউ বেঁচে ছিল না ঘটনাটা বলার জন্য একমাত্র বিউয়োন্দিয়া ছাড়া। তার স্মৃতিতে এটা ছিল কারণ সে পাগল হয়ে যেতে পারছিল বলে।

উত্তর : এটার একটা ঐতিহাসিক সত্যতা আছে, যা আমার উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। যদিও তিন হাজার নয়, আরও কম মানুষই মারা গিয়েছিল। তবুও সংখ্যাটা যদি একশোও হয়, ব্যাপারটা ভয়াবহ। বইতে সংখ্যাটা বাড়িয়ে বলার কারণ এই ভয়াবহতাকে গাঢ় করে ফুটিয়ে তোলার জন্য। তাই কাল্পনিক সংখ্যার আয়োজন। আমি চেয়েছিলাম মৃতদেহগুলি মালগাড়িতে করে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হোক, যেভাবে কলা গাদাগাদি করে নিয়ে যাওয়া হয়। আর ১৯২৮-এ ওই শহরে তিন হাজার মানে পুরো শহরের সমস্ত মানুষ।

প্রশ্ন : এভাবেই বাস্তব শিল্পকর্মের মধ্যে জারিত হয়ে থাকে?

উত্তর : আরও একটা কথা। প্রকৃত সংখ্যাটা এবং ধর্মঘটের ব্যাপারটা নিয়ে এর আগে কেউ খুব একটা মাথা ঘামায়নি। উপন্যাসটা লেখা হলে সবাই ওই তিন হাজার সংখ্যাটাই বিশ্বাস করে নিয়েছিল। এই কারণেই 'দ্য অটাম অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক'-এর প্রধান চরিত্র বলে, 'বিষয়টা সত্যি না মিথ্যা বিষয়টা আদৌ তা নয়। সময় সব নির্ধারণ করে দেবে।'

প্রশ্ন : হাড্রেড ইয়ার্স এভাবে শুরু হচ্ছে, 'অনেক বছর বাদে কর্নেলকে যখন ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করানো হল তখন তারা অনেকদিন আগের এক বিকেলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেদিন তার বাবা তাকে প্রথম বরফ দেখিয়েছিল।' আপনার দাদুও কি আপনাকে ওভাবে বরফ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল?

উত্তর : অনেকটা ওরকম। আমি যে শহরে বড় হয়েছি সেখানে ফ্রিজ আসার আগে বরফ দেখার কোনও প্রশ্নই ছিল না। ক্রান্তীয় শহরে বরফ কোথায়? একদিন আমার দাদু আমাকে United Fruit Company-তে নিয়ে গেল। ওখানেই আমি প্রথম দেখলাম, কী করে বরফের মধ্যে মাছগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে। বাক্সের ভিতর এমন ঠান্ডা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, মনে হল হাতে ছ্যাঁকা লেগে যাবে তাই আমি দাদুকে বললাম, 'এ তো হাত দিলে পুড়ে যাবে।' দাদু বলল, না, জমে যাবে। তারপর হাত দিয়ে দেখলাম বরফ কেমন ঠান্ডা হয়। সেই স্মৃতিটা মাঝেমধ্যে ফিরে আসে, বুঝতে পারি না, শুধু আমার হাতের আঙুলে এখনও সেই শীতল অনুভূতিটা টের পাই।

প্রশ্ন : আপনার কাহিনিতে গন্ধ অর্থাৎ ঘ্রাণের একটা বিশেষ ভূমিকা, তাৎপর্য আছে।

উত্তর : হ্যাঁ, ঘ্রাণ। আমার কাছে অন্যান্য সব ইন্দ্রিয়ের থেকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সাংঘাতিক রকম প্রবল।

প্রশ্ন : এটা কি আপনার কাহিনির যৌন উত্তেজনার সঙ্গে সম্পর্কিত?

উত্তর : হ্যাঁ। এটা আমার চরিত্রের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

প্রশ্ন : সমস্ত রকমের শারীরিক সুখানুভূতির মধ্যে কোনটা সবচেয়ে প্রবল বলে আপনার মনে হয়েছে?

উত্তর : খাদ্য।

প্রশ্ন : তাই? কেন?

উত্তর : এটা ব্যাখ্যা করতে পারব না। অনুভূতির ব্যাপার। তবে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি খেতে।

প্রশ্ন : এবার অন্য প্রসঙ্গে যাই। আপনার দাদু দিদিমার কাছে বড় হয়ে ওঠার নেপথ্যে কথাগুলি—

উত্তর : অনেক ক্যারিবিয়ান বাচ্চার মতো এটাও খুব স্বাভাবিক। আমার বাবা-মা গরিব ছিলেন। আমার বাবা টেলিগ্রাফ অফিসে সামান্য কাজ করতেন। যখন বাবা কর্নেল নিকোলাস মার্কেসের মেয়ে, অর্থাৎ আমার মাকে বিয়ে করবেন বলে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মা'র পরিবার আপত্তি করেছিল। একে তো সামান্য চাকরি, তারপর আমার বাবার সঙ্গে তার আগেও অনেক মহিলার সম্পর্ক ছিল। তাই বিয়ের পর বাবা তার শহর ছেড়ে অনেক দূরে একটা কাজ জুটিয়ে সংসার পেতেছিলেন। তারপর আমি যখন হব তখন দাদুই বাবাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'চলে এসো! আমরা চাই বাচ্চাটা যেন আমাদের এখানেই হয়। আমরাই ওকে বড় করব।' তারপর বাবার দারিদ্রের কারণেই আমি ওদের কাছে থেকে গেলাম। বেশ ভালোভাবেই, আনন্দেই বড় হতে লাগলাম। এভাবেই আমার বয়স যখন আট, তখন আমার দাদু মারা গেলেন।

প্রশ্ন : মাকে ছেড়ে শৈশব কাটানোটা আপনি কীভাবে নিয়েছিলেন?

উত্তর : একটাই উত্তর, আমি জানতাম, এটাই জীবন। হয়তো অন্য কোথাও হলে এসব ভাবনা মাথায় আসত। কিন্তু আমাদের দেশে এটা খুব স্বাভাবিক। অনেক বাচ্চাই বাবা-মা'র থেকে দূরে দাদু, দিদিমা, কাকা, জ্যাঠা—এদের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠে। খুব সত্যি বলছি, বহুদিন পর্যন্ত মা'র স্মৃতি আমি ভুলেই ছিলাম। মনে আছে একদিন কে যেন বলল, 'আজ ভালো জামাকাপড় পরে থাকো, আজ তোমার মা তোমায় দেখতে আসবে।' দেখলাম একটা ঘরে অনেক মহিলা বসে আছেন। তার মধ্যে কোনটা যে আমার মা আমি চিনতেই পারিনি। তারপর মা আমার দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনভাবে তাকাল যে, চিনতে পারলাম ওই আমার মা। মাকে সেদিন খুব সুন্দর লাগছিল। এক্কেবারে লুই ব্রুকসের মতো। মা আমায় জড়িয়ে ধরল, আমি কেন জানি না ভয় পেয়ে গেলাম। আমি তো মাকে এতটা ভালোবাসি না। আমি জানতাম মাকে ভালোবাসতে হয়, কিন্তু সে মুহূর্তে পারিনি বলে ভয়টা করছিল। তারপর মনে আছে একমাত্র শরীর খারাপ হলেই আমি বাবা-মায়ের কাছে যেতে পারতাম।

প্রশ্ন : আপনার দাদুর মৃত্যুটা কি আপনার কাছে খুব মর্মান্তিক বলে মনে হয়েছিল?

উত্তর : না। আমি তো সেভাবে বুঝতেই পারিনি। এছাড়া আট বছরের বাচ্চার কাছে মৃত্যুর তাৎপর্যটা বোঝা একেবারেই অসম্ভব। আর তখন ক্যাথলিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকা একটা ছেলে আমি—ভাবতাম দাদু তো স্বর্গে গিয়ে বেঁচে আছে, আরও ভালোভাবে বেঁচে আছে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটা এ কারণেই করা, কারণ, পরবর্তী সময়ে আপনি বহুবার বলেছেন আপনার আট বছর বয়সের পর জীবনে তেমন কোনও বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি।

উত্তর : আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে, আমার জীবনের লেখালেখির মূল এবং মৌলিক অভিজ্ঞতাগুলি আমি ও বয়সেই পেয়ে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : তার মানে পরবর্তী জীবন আপনার কাছে অনেক আকর্ষণহীন বলে মনে হয়?

উত্তর : অনেক বেশি রহস্যশূন্য। দাদুর পর জীবনের রহস্য পাঠের আর বড় শিক্ষক যে আমি পাইনি।

প্রশ্ন : আপনার শৈশবের শহর, মানে আরকাতাকা নিশ্চই চমকপ্রদ একটা শহর।

উত্তর : হঠাৎ ফুলেফেঁপে ওঠা একটা শহর। কলা ব্যবসায়ীদের দৌলতে। আর ব্যবসা বাড়লে যা হয়, সারা পৃথিবীর যোগাযোগের একটা মাধ্যম হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে নানারকম মজাদার মানুষ, অদ্ভুত ঘটনা—এসব হতেই থাকে।

প্রশ্ন : কিন্তু এই শহরকেই তো ভিত্তি করে আপনি আপনার কল্পনার শহর মাকোন্দোকে সৃষ্টি করেছিলেন, যা বিশ্ব সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

উত্তর : কারণ মাকোন্দো আমার শৈশবের কল্পনার শহর। আর কল্পনার সুবিধেটা এই এখানে খারাপ জিনিসগুলি সরে সরে গিয়ে শুধু ভালো জিনিসগুলিই থেকে যায়।

প্রশ্ন : মাকোন্দো সৃষ্টির অনুপ্রেরণা আপনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন?

উত্তর : One Hundred Years of Solitude যখন আমি লেখা শুরু করি তখন আমার বয়স মাত্র ২০। প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম বিউন্ডা পরিবারকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব। নাম হবে La Casa : The House। সবটা ওই বাড়িতেই হবে। কয়েকটা অধ্যায় লেখার পর মনে হল, না, এতবড় একটা কাহিনি লেখার মতো যথেষ্ট প্রস্তুত আমি নই। তাই ভাবলাম সহজতর কোনও কাহিনি লিখতে। সেটা করতে করতেই লেখা। কিছু ছোটগল্প। তারপর বছর খানেক বাদে মা বলল মার সঙ্গে আরাকাতাকায় যেতে। ওই যাওয়াটাই আমার লেখক জীবনকে তৈরি করে দিল। প্রথমে যেতে না চাইলেও পরে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম শহরটা একইরকম রয়ে গেছে। কিছু বদলায়নি। আমার মনে হল শুধু মাঝের সময়টা চলে গেছে, যা আমাকে শহরটা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। শহরের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে, মানুষজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হল, যেন সমস্ত শহরটা মৃত। এমনকী যারা বেঁচে আছে তারাও। তখনি মনে হল এর আগে লেখা ছোটগল্পগুলি নেহাতই যুক্তির মারপ্যাঁচ, বাস্তবের ছোঁয়া নেই কোনও। ফিরে এসেই আমি আমার প্রথম উপন্যাসটা লিখলাম (Leaf Storm), মাকোন্দোকে কেন্দ্র করে। মাকোন্দো নামটা দেখেছিলাম একটা কলা খেতের ধারে, লেখা।

প্রশ্ন : One Hundred Years লেখার পাকাপাকি ভাবনাটা তাহলে কবে এল?

উত্তর : আমি তখনও structure-টা ধরতে পারলেও tone-টা ধরতে পারছিলাম না। তারপর আবার বেশ কয়েকটা ছোটগল্প লেখা হল। তারপর একদিন, ১৯৬৫-তে আমি গাড়ি করে অ্যাকাপুল্কো যাচ্ছি। হঠাৎ কী করে হল জানি না—মনে হল আমি যেন উপন্যাসটাকে দেখতে পাচ্ছি—সবটা।

প্রশ্ন : অর্থাৎ কল্পনার মধ্যে?

উত্তর : খানিকটা তাই। মনে হল বইটায় যা থাকবে তার সবটা আমি যেন পড়তে পারছি। তারপর মেক্সিকো শহরে ফিরে এসে পরের আঠারো মাস ধরে, সকাল ন'টা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত লিখতে লাগলাম। আমার স্ত্রী, দুটো ছোট বাচ্চা তাদের জন্য তখন আমায় সিনেমার চিত্রনাট্যও লিখতে হচ্ছে। ওটা বন্ধ করে দিলাম। গাড়িটা বন্ধক রেখে টাকাটা আমার স্ত্রী মার্সেদিসের হাতে তুলে দিলাম। ওই এভাবে সংসার চালাত। আমার সিগারেট, কাগজপত্র সব কিছু। ওকে প্রচুর ধারও করতে হত। বইটা যখন লেখা শেষ হল দেখা গেল মাংসের দোকানেই ধারের পরিমাণ ৫০০০ পেসো। আমার প্রতিবেশীরা, দোকানদাররা আমাদের খুব সাহায্য করেছিল, ওরা ভাবত আমি একটা সাংঘাতিক বই লিখতে যাচ্ছি এই জেনে। মাঝপথে অবশ্য এমনও হয়েছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম মার্সেদিস আর টানতে পারছে না তখন আমি রেডিওর জন্য একটা নাটক লেখায় হাত দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় অসহ্য মাইগ্রেনের যন্ত্রণা শুরু হল। কিছুতেই সারে না। তারপর আবার যখন উপন্যাস লেখাটায় ফিরে গেলাম, মাইগ্রেনের যন্ত্রণাটাও চলে গেল।

আরও অনেক বিভ্রাট হয়েছিল। টাইপিস্ট যিনি, যাঁর কাছে উপন্যাসের অনেকগুলো অধ্যায়ের একমাত্র কপিটা ছিল, তো তাঁর একদিন রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হল। হাত থেকে ছিটকে উপন্যাসের প্রায় অর্ধেক এবং একমাত্র কপিগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। ভাগ্যক্রমে মহিলা বেঁচে যান এবং কোনওরকমে পাতাগুলো কুড়িয়ে এক করে রাখতে পারেন। এরপর লেখা শেষ হবার পর বুয়েনস আয়ার্সে আমার প্রকাশকের কাছে পাঠানোর জন্য ১৬০ পেসোর দরকার। কিন্তু মার্সেদিসের হাতে তখন মাত্র ৮০ পেসো। তাই পাণ্ডুলিপিটা দুভাগ করে, প্রথম এক কিস্তি তারপর ওর হেয়ার ড্রায়ার, টুকিটাকি সাজের জিনিস বিক্রি করে বাকি এক কিস্তির টাকা জোগাড় হল। মজা করে মার্সেদিস বলল, 'এবার উপন্যাসটা বার হলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়।'

প্রশ্ন : উপন্যাসের শিরোনামটা আপনার মাথায় এল কী করে?

উত্তর : আমি যখন শেষ পৃষ্ঠা লিখছি প্রায় সেই সময়ে। তার আগে কিছুই ঠিক করে উঠতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছিলাম না। La Casa নামটা এর আগেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি। কিন্তু হিসেব কষে দেখেছিলাম প্রায় একশো চল্লিশ বছরের নৈঃশব্দ্য পেরিয়ে এসেছি। একশো চল্লিশ বছর কেমন যেন শোনায়। তাই একশো বছর। নির্বাচনটা ঠিকই হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে বইটা প্রকাশিত হল, তারপর ১৯৭০ সালে আমেরিকায় প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ—অবশেষে ইতিহাস।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন এটি নাকি চলচ্চিত্রায়িত হবে?

উত্তর : কখনওই না। অনেক প্রযোজক আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, প্রায় কুড়ি লাখ ডলার, কিন্তু আমি রাজি নই। আমি চাই পাঠকেরা বইটি পড়ে তাদের কল্পনার সঙ্গী করে নিক। চলচ্চিত্রে এটা সম্ভব নয়। এখানে সবকিছুই এত প্রত্যক্ষ এবং নির্দিষ্ট যে মানুষের কল্পনার ভারটা কমে যায়, আদৌ থাকেই না। ছবি পাঠকদের কল্পনাকে খবরদারি করুক এমনটা আমি চাই না।

আমি যখন চলচ্চিত্রে কাজ করতাম দেখতাম এর অনেক সীমাবদ্ধতা আছে যা সাহিত্যে নেই। তখনই আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি সাহিত্যের কাজের মধ্যে যে স্বাধীনতা থাকে সিনেমায় তা থাকে না। সাহিত্যে তুমি তোমার ইচ্ছের দাসত্ব করতে পারো—

প্রশ্ন : ঈশ্বরের মতো?

উত্তর : অনেকটা। কিন্তু ঈশ্বরের মতো যখন তখন তার সৃষ্টিকে তুমি মেরে ফেলতে পারো না। চরিত্ররা তখনই মরবে যখন তার মৃত্যু অহেতুক না হয়ে স্বাভাবিক হবে। One Hundred Years লেখার সময় উড়শুলা বিউয়েন্দাকে নিয়ে যা হয়েছিল। বারবার মনে হত এবার মহিলাকে মেরে ফেলি, অনেক দূর অবধি এগিয়ে গেছে। তবুও বেঁচে গেল, কোনও না কোনও কারণে, প্রয়োজনে তাকে বেঁচে থাকতেই হল। অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুই এসে তাকে থামাতে পারল।

প্রশ্ন : এটাও শোনা যায় যে One Hundred Years-এর এক হাজার পাতা আপনি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি?

উত্তর : একেবারে মিথ্যে। হ্যাঁ আমি উপন্যাসটা শেষ করার পর প্রয়োজনীয় সমস্ত নোটস, তথ্য ইত্যাদি সব ফেলে দিয়েছিলেন। আমি চাইনি ওগুলোর আর কোনও অস্তিত্ব থাকুক। আমি যখন লিখি প্রচুর তথ্যসংক্রান্ত বই কাগজপত্র জোগাড় করে রাখি। লেখায় এই পদ্ধতি পর্বটা একান্তই আমার। আর কেউ যেন এখানে উঁকি না দেয়—অনেকটা প্যান্টের নিচে কী আছে যেমন।

প্রশ্ন : অথবা মানুষের কাছে আপনার জাদুকরি লেখার আসল রহস্যটা না ফাঁস হয়ে যায়।

উত্তর : এটা অনেকটা ওই সেই ম্যাজিশিয়ানের মতো যে তার টুপির ভিতর থেকে কী করে একটা পায়রা উড়ে গেল যে আপনাকে বলবে না।

প্রশ্ন : বইটার শেষ দিকে একটা লাইন আছে, 'সাহিত্যের মতো এমন চমকপ্রদ আর কোনও খেলনা আবিষ্কার হয়নি যা দিয়ে মানুষকে নিয়ে এত মজা করা যায়।'

উত্তর : ওটা আমার এক বন্ধু বলেছিল। আমি বইতে জুড়ে দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : আমার কাছে লেখার থেকে চমকপ্রদ তো আর কিছু মনে হয়নি। যদি কী লিখব সেটা পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওটাকেই আমি অনুপ্রেরণা বলি। ওটা মনের একটা বিশেষ অবস্থা। তার মানে স্বর্গীয় কোনও ব্যাপার না। এটা একজন কী লিখছে এবং তার বিষয়ের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা তার ব্যাপার। তখন সবটাই কেমন ঝরঝর করে এগোতে থাকে। এই অভিজ্ঞতাটাই সবচেয়ে আনন্দের। আমি তো এমন আনন্দটা কোনওদিনও পরিবার কিংবা বাহ্যিক কিছুতে খুঁজে পেয়েছি।

প্রশ্ন : উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে অনেক মজা, ব্যক্তিগত মন্তব্য এইসব আছে। এরকম কেন?

উত্তর : আসলে ১৮ মাসের দীর্ঘ পরিশ্রমের পর যখন মনে হচ্ছিল আমি যা বলতে চেয়েছি তার সবটাই প্রায় লিখতে পেরেছি, তখন একটু হালকাচালে কিছু মজা করার কথা মনে এসেছিল। আমার বন্ধুরা তো এসব পড়ে একেবারে হেসে খুন। কারণ—ওরা তো এর ভিতরের মজাটা ব্যক্তিগতভাবে জানত। উপন্যাসটা এভাবে শেষ হওয়াটাই বোধহয় বাঞ্ছনীয় ছিল এটুকু ছাড়া পুরো উপন্যাসটাই তো খুব দুঃখের—জীবনের মতো। তাই না?

প্রশ্ন : ঠিক। সত্যিই খুব দুঃখের বই, যেখানে দেখা যায় সত্যিই লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক জীবনে কিছুই বদলাবার নয়। সবটাই যেন পুনরাবৃত্তি। এটা যদিও খুব সাধারণ ব্যাখ্যা।

উত্তর : তাই। সমালোচকরা এরকম বলেন। কিউবার একজন সাহিত্যের অধ্যাপক যেমন বলেছিলেন, 'বইটা অসাধারণ, কিন্তু খামতিটা হল এর মধ্যে কোনও সমাধানের কথা নেই।' আমার মনে হয়েছে এটা নেহাতই গোঁড়ামি। আমার বই অবস্থার ব্যাখ্যা করে। সমাধানের সহজ কথা বলে না। তবুও আমি একথাও বলতে চেয়েছি যে লাতিন আমেরিকার ইতিহাস এমন নিষ্ঠুর বাস্তবতার ইতিহাস যে তার বদল হওয়া প্রয়োজন—যে-কোনও মূল্যে। মোট কথা এ বই এ কথা বলে না যে প্রগতি অসম্ভব। পরিবর্তন অসম্ভব। এখানে এত হতাশা, এত অবিচার যে মন খারাপ হয়ে যায়। এটাই বলে দেয় যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন : আমরা অনেকক্ষণ One Hundred Years নিয়ে কথা বলছি। আপনার কি এমন মনে হয় যে পাঠকরা শুধু এই একটা বই দিয়েই আপনাকে চিনতে চায়। যেন এই একটাই বই আপনি লিখেছেন?

উত্তর : নিশ্চয়। অনেক জায়গায় রিভিউ-তেও পড়েছি বইটা নাকি এক্কেবারে খাঁটি মানে নির্দিষ্টভাবে লাতিন আমেরিকান উপন্যাস। এটা হাস্যকর। যদি তাই হত তাহলে আমি হয়তো লেখা ছেড়ে দিতাম। সত্যি আমি বলছি 'The Autumn of the Patriarch', সাহিত্যকর্ম হিসেবে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি অনেক বেশি পরীক্ষামূলক। এটা করতে পেরেছিলাম কারণ One Hundred Years আমায় বেশ কিছু অর্থ এবং অবসর এনে দিতে পেরেছিল যা বইটির জন্য প্রয়োজন ছিল।

প্রশ্ন : The Autumn of the Patriarch উপন্যাসটি একজন লাতিন আমেরিকার স্বৈরাচারী শাসকের মৃত্যু নিয়ে লেখা—খুবই জনপ্রিয় দেশীয় উপাদান। আপনার জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসটি লিখতে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

উত্তর : আমার শৈশবের সেই একই অভিজ্ঞতা। সেই সময় স্বৈরাচারী শাসক জুয়ান ভিসেন্ট গোমেজ-এর শাসন। তিনি একসময় বন্দি ছিলেন। তারপর শাসক হিসেবে একেবারে প্রবাদপ্রতিম একজন মানুষের উচ্চতায় পৌঁছে যান। বন্দিদশা তাঁকে মহত্ত্ব এনে দিয়েছিল। এইসব আমার গ্রন্থের আকর হিসেবে কাজ করেছিল। তার মধ্যে অবশ্য অন্যান্য উপাদানও ছিল।

প্রশ্ন : আমরা দেখেছি যখন কোনও বিদগ্ধ সমালোচক কিংবা পণ্ডিতগণ আপনার গ্রন্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন আপনি সেগুলি সযত্নে পরিহার করে চলেছেন। একবার আপনি বলেছিলেন, 'One Hundred Years মোটেই তেমন আন্তর্জাতিক বার্তাসমৃদ্ধ কোনও গ্রন্থ নয়, যা বলা হয়ে থাকে। এটা নিছকই বিউন্ডা পরিবারের একটা কাহিনি। এখানে ভবিষ্যদ্বাণীর মতো করে বলা ছিল ওই পরিবারে একটি সন্তান জন্মাবে যার শূকরের লেজ থাকবে। তারপর পরিবার এটা যাতে না হয় তার সমস্ত চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও ব্যাপারটা হয়েছিল।' এটা তো সেই রূপক কিংবা ইঙ্গিতবাহী কোনও বার্তাকে বহন করে—

উত্তর : না। এটাই ছিল কাহিনির প্লট। সমালোচক পণ্ডিতরা যা নিয়ে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছেন। আমি পুরো বইতে সচেতনভাবে কোনও রূপক কিংবা প্রতীক কিছু ব্যবহার করিনি।

প্রশ্ন : তার মানে এই যে আপনার বই অনেকেই এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শব্দ ধরে ধরে পড়ছেন—এটা আপনাকে নিশ্চই আনন্দ দেয়।

উত্তর : না। আমার তাঁদের প্রতি একপ্রকার সহানুভূতিই হয়। বই শব্দ ধরে ধরে পড়ার জন্য লেখা হয় না। বইয়ে কী লেখা আছে সেটা খোঁজার চেষ্টা না করে তার বাইরেটা খোঁজার অ্যাকাডেমিক প্রচেষ্টাকে আমি কাজের বলে মনে করি না। এটা অনেকটা শব ব্যবচ্ছেদের মতো বলেই মনে হয়।

প্রশ্ন : অ্যালিস্টার রিড, নিউ ইয়র্কার-এ যিনি লেখেন এবং আপনার লেখার যিনি অন্যতম পণ্ডিত সমালোচক, তিনি 'One Hundred Years' নিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা কেউ কাউকে কোনওদিনও চিনতে পারব না। আমরা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীর কাব্যের এক একটা বুদ্‌বুদের মধ্যে বেঁচে আছি'—আপনার কী মনে হয় রিড ঠিক বলেছেন?

উত্তর : একদম ঠিক। প্রত্যেকটা মানুষের একটা ব্যক্তিগত নিভৃত মনের কোণ রয়েছে যা সে অন্যকে বোঝাতে পারে না কিংবা প্রকাশও করতে পারে না। এই যেমন আমি আর মার্সেদিস—খুব ভালো সম্পর্ক, প্রায় পঁচিশ বছর আমরা একসঙ্গে আছি। তবুও আমরা দুজনেই জানি যে, আমাদের ভিতর এমন কোনও ঝাপসা অনুদ্ঘাটিত নিভৃতি আছে যা আমরা আমাদের বলতে পারিনি। এ নিয়ে কোনওদিন ঝগড়াঝাঁটি করিনি বরং এই ফাঁকটাকে সম্মানের সঙ্গেই বিবেচনা করে এসেছি। যেমন মার্সেদিসের বয়স কত আমি জানি না। আমি ওর ব্যক্তিগত কিছু জিনিস—যেমন পাসপোর্ট কিংবা কোনও পরিচয়পত্র এসব কোনওদিন ঘেঁটে রহস্যটা জানার চেষ্টা করিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা অনেকটা মজার একটা খেলা। হয়তো কোনও ফর্ম পূরণ করতে হল। আমি ওর জন্মতারিখ লেখার জায়গাটা ফাঁকা রেখে দিলাম যেটা ও নিজেই আলাদা করে লিখবে। আমি নিশ্চিত, একজন মানুষকে পুরোপুরি জেনে নেওয়াটা অসম্ভব।

প্রশ্ন : এই নিভৃত-চারণার প্রতিফলন কী One Hundred Years-এর চরাচর জুড়ে আছে?

উত্তর : না। এটা আলাদা কিছু না। সবারই থাকে। এক অর্থে সবাই একাকী। সামাজিক কিংবা ব্যাবহারিক জগতে অনেক সমঝোতা করতে হলেও মনের সেই নির্দিষ্ট নিভৃত কোণে সবাই একা এবং একা। এই যেমন লেখক হিসেবে আমার অনেকের সঙ্গে আলাপচারিতা আছে। কিন্তু লিখতে বসলে আমি সেই একা। আমি কী করছি তখন কেউ জানে না। এমনকী কখনও-কখনও আমিই তার হদিশ পাই না। এটাই আমার অনেকের মতোই সার্বিক বিচ্ছিন্নতা, ইপ্সিত একাকিত্ব।

প্রশ্ন : এখানে কোনও ভয়ের ইঙ্গিত কাজ করে?

উত্তর : না। কারণ ওটাই আমার অবস্থানকে, আমাকে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত রাখে। সবাই তাই ভাবে, চায়—সবাই। চোখ মেলে সকালে যখন দেখি আমি এই বাস্তবতার মধ্যে জড়াজড়ি করে পড়ে আছি—সেই মুহূর্তটাই আমার কাছে সবচেয়ে ভয়ের।

প্রশ্ন : আপনি এমন এক ভূখণ্ডে বড় হয়ে উঠেছেন যেখানে ফ্রয়েড কিংবা অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের প্রভাব ছিল খুবই ক্ষীণ। পশ্চিমি মনোবিদরা যাকে অবচেতন বলে ব্যাখ্যায়িত করেছেন সেটাই কি আপনার জাদু বাস্তবতা?

উত্তর : হ্যাঁ। হয়তো তাই। আমি ওভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইনি। আমি ওকে ওর মতোই রেখে দিয়েছি। আর লেখক হিসেবে এভাবে আমি তার সুফলও পেয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার লেখায় যখন মনের এই বিশেষ অবচেতন স্তর নিয়ে সমালোচকরা আলোচনা করেন তখন আপনার কী মনে হয়?

উত্তর : আমার খুব একটা স্বস্তিবোধ হয় না। আমি সক্রিয়ভাবে ওসব কিছু করতে চাইনি। আমি মনে করি কথাসাহিত্য, বিশেষ করে উপন্যাস মানুষের অবচেতনের প্রান্তসীমায় বাস করে। আমার সাহিত্যে তো বটেই। তাই কেউ যখন তাকে কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠা করে ব্যাখ্যা দিতে চান তখন সেটা আমায় খুব একটা নাড়া দেয় না। আমি ওসব পড়িও না।

প্রশ্ন : আপনার জাদু বাস্তবতা কি সেই পরাবাস্তবতা যা বাস্তবের অন্য এক গভীর পর্যবেক্ষণ থেকে উঠে আসে?

উত্তর : এটা সত্যি হয়তো যে আমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা গভীর এবং অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু এটাই সব নয়। আমরা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের মানুষরা পৃথিবীর যাবতীয় আশ্চর্য ঘটনাকেই বিশ্বাস করি। যেহেতু আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে যেমন উপাদান ছাড়াও আফ্রিকান, ইউরোপিয়ান ওইসব সংস্কৃতির উপাদানগুলিও মিলেমিশে আছে। তাই আপাত বাস্তবতার জগতের অতীত অন্য এক বাস্তবতাও আমাদের নাড়া দেয় আর তা দেখার মতো মুক্তদৃষ্টিও আমাদের আছে।

প্রশ্ন : আমার একজন বন্ধুর মুখে শুনেছি যে আপনি নাকি টেলিপ্যাথিতেও বিশ্বাস রাখেন।

উত্তর : ওইরকম অদ্ভুত বিষয়ের প্রতি আমার একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। অন্যদেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় আছে। তবে একে কোনও নির্দিষ্ট কাঠামো, system-এর মধ্যে ধরতে গেলে ভুল। এটা ঘটে যাবার পর ব্যাপারটার সমূহ আন্দাজ পাওয়া সম্ভব। যেমন একবার আমি বার্সেলোনায় যাচ্ছি। মেক্সিকো থেকে ট্রেনে ফিরছি। আমার বাড়িতে এক মহিলা কাজ করতেন তিনি তখন সন্তানসম্ভবা। ট্রেনে আমি যেই জুতো পা থেকে খুলতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার মনে হল বাড়িতে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমি মার্সেদিসকে বললাম, 'তেরেসার সন্তান জন্মেছে।' বার্সেলোনায় পৌঁছে বাড়িতে ফোন করে জানলাম ঠিক যে সময় কথাটা মনে এসছিল প্রায় সেই সময়ে টেরেসার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। এসবের নির্দিষ্ট কোনও আকার কিংবা স্পষ্ট অবয়ব নেই। মাজিকের মতো কিছু একটা হয়ে যায়। সবার জীবনেই বোধহয় এরকম ঘটনা ঘটে। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করেন না, প্রশ্রয় দেন না অথবা ধরতে পারেন না। এসব বোঝার জন্য একটা ঝরঝরে সরল মন দরকার হয়।

প্রশ্ন : One Hundered Years...এ আছে একজন পুরোহিত যখন সরস চকোলেট খান তিনি মাটি থেকে শূন্যে ভেসে ওঠেন। এর নেপথ্যে কোনও ঘটনা—

উত্তর : হ্যাঁ আছি। আরাকাটাকায় একজন সৎ নিষ্ঠাবান সাধু ছিলেন। লোকে বলত প্রার্থনার সময় তিনি নাকি শূন্যে ভেসে উঠতেন। এতটাই সৎ এবং পবিত্র ছিলেন তিনি। যখন আমি প্রসঙ্গটা লেখায় এনেছিলাম তখন সেটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। আর আমার কাছে না মনে হলে পাঠকের কাছে মনে হবে কী করে? তাই একটা উপায় খুঁজছিলাম। কিছু একটা খেয়ে যদি এরকম হয়। প্রথমে ভাবলাম কোকোকোলা। তাহলে তো সেই কোম্পানির প্রচার হয়ে যায়। তাই গরম চকোলেট। অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য করা গেল। আর হ্যাঁ, কোকাকোলা দিয়ে করলে ওরা নিশ্চই বিজ্ঞানকে ছয়লাপ করে দিত এই লিখে 'কোকাকোলা খাও, শূন্যে ভেসে যাও।'

প্রশ্ন : শুনেছি আপনি The Autumn of the Patriach-এর একটা পুরো খসড়া বাতিল করে দিয়েছিলেন কারণ ওটা নাকি অনেকটা One Hundered Years-এর মতোই মনে হচ্ছিল?

উত্তর : একদম ঠিক। আমি বইটা তিনবারে লিখেছি। প্রথম ১৯৫৯-এ হাভানায় আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে। তখন আমি বাস্তিতায় একজন বড় জেনারেলের বিচার সম্পর্কিত রিপোর্ট করতে গেছি। ব্যাপারটা লেখার পক্ষে খুব উপযোগী মনে হয়েছিল। আমি তাই প্রথমে একজন স্বৈরাচারীর স্বগতোক্তির মতো করে উপন্যাসটা লিখতে শুরু করলাম। এই স্বৈরাচারী একটা স্টেডিয়ামের মাঝখানে বসে তার কথাগুলো বলে যাচ্ছে। তারপর মনে হল এটা ঠিক সত্যি লাগছে না। লাতিন আমেরিকায় স্বৈরাচারীরা, বড় যারা, সবাই প্রায় বিছানায় শুয়ে মারা গেছে অথবা বিপুল সম্পদ নিয়ে অন্য দেশে চম্পট দিয়েছে। তারপর ভেবেছিলাম এটাকে একটা জীবনীমূলক কাহিনির আদলে গড়ব। করতে গিয়ে মনে হল অনেকটা One Hundred Years-এর মতো হয়ে যাচ্ছে। তাই ওটাও খারিজ হয়ে গেল। হয়তো বাণিজ্যটা হয়ে যেত। সে তো আরও কয়েকখানা ওর মতো লেখা লিখেই দিব্যি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন হলিউডের সিনেমাগুলো করে, নিজেকে ধোঁকা দিয়ে। অবশেষে অনেকগুলো স্বকথনের ভঙ্গিতে কাহিনিটা বলা হল। অনেকে অনেকরকম ভাবে একই কাহিনি বলে গেল। কিন্তু এখানেও একটা প্রতিবন্ধকতা বোধ করতে লাগলাম। আমি তো কোনওদিন কোনও স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে ছিলাম না। তাহলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার খামতি আছে। আমি এইরকম শাসনে সাধারণ মানুষ কী ভাবেন কীভাবে থাকেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটা নিতে চাইছিলাম। সেই সময় যেমন, আর পর্তুগাল তেমন ছিল। তাই আমি আর মার্সেদিস ফ্রাঙ্কোর স্পেনে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে মনে হল আমি বইতে যে স্বৈরাচারীকে আঁকতে চাইছি তার প্রতিমূর্তিটা ওখানে পাচ্ছি না। পরিবেশটাও না। তারপর বার্সেলোনা। তবুও সেই পরিবেশটা ধরা দিচ্ছিল না, যা আমি দেখাতে চাই। একদম শেষে আবার ক্যারিবিয়ান দেশগুলিতে ঘুরে বেড়ালাম। যখম কলম্বিয়ায় এসেছিলাম সাংবাদিকরা জানতে চাইল, 'এখানে কী কাজ?' আমি বললাম, 'পেয়ারার গন্ধ কেমন সেটা নিতে এসেছি। আমরা কোনও তথ্য সংবাদ ইত্যাদিতে নিয়ে মাথা ঘামাইনি। শুধু থাকার অভিজ্ঞতাটা নেবার জন্যই যাওয়া। তারপর পুরে বইটা শেষ করতে আর দেরি হয়নি।

প্রশ্ন : আপনার পরবর্তী উপন্যাস Chronicle of Death Foretold যেটা এ বছরই প্রকাশিত হতে চলেছে। অথচ আপনি বলেছিলেন চিলিতে যতদিন পিনোচেও সরকার আছে ততদিন আপনি নতুন কোনও বই প্রকাশ করবেন না। পিনোচেও কিন্তু এখনও চিলির শাসক—

উত্তর : হ্যাঁ, আমি রেগেমেগে কথাটা বলেছিলাম। The Autumn of the Patriarch নিয়ে সাত বছর ধরে কাজ করেছি। তারপর এই প্রশ্নটা যখন উঠে এল, 'আপনার পরবর্তী উপন্যাসটা কী?'—এরকম অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন কেউ করলে আমি তাৎক্ষণিক কিছু একটা বানিয়ে বলে দিই ওদের খুশি করার জন্য। সত্যি তখন আমার অন্য কোনও উপন্যাস লেখার কোনও পরিকল্পনা ছিল না।

প্রশ্ন : আপনি শুনেছি সাক্ষাৎকার দেবার সময় ছোট ছোট কাহিনি, গল্প ইত্যাদি হামেশাই বলে থাকেন। বানিয়ে বানিয়ে বলে দেন—

উত্তর : দেখুন সাংবাদিকতার প্রতি আমার একটা সস্নেহ শ্রদ্ধা আছে যদি কোনও সাংবাদিক ঠিকভাবে প্রশ্নগুলো করেন, আমার তা ভালো লাগে। তখন এসব কথায় কথায় উঠে আসে যা সাক্ষাৎকারটিকে অন্য এক মাত্রা এনে দিতে পারে।

প্রশ্ন : এখন সেরকম কিছু মাথায় এসেছে?

উত্তর : এখন? না। এখন তো আমি আমার সম্বন্ধে অনেক গালগল্পকে নস্যাৎ করতে বসেছি।

প্রশ্ন : বেশ, এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। আপনার বেশিরভাগ লেখায় বেশ্যাদের প্রতি একটা মমত্ব ধরা দেয়। এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ—

উত্তর : জীবনের অনেক সুখস্মৃতি ওদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওদের প্রতি আমার একটা আবেগের টান আছে বলা যায়।

প্রশ্ন : লাতিন আমেরিকার যুবকদের কি বেশ্যাখানায় গিয়ে যৌনতার পাঠ নিতে হয়?

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : না। ওখানে পয়সা লাগে। একটু বয়স্ক লোকেরা সেই খরচা করতে পারে। ওটা শুরু হয় বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে। কিংবা তুতো বোন দিদি এদের সঙ্গেই। এমনকী কাকিমাদেরও সঙ্গে। আমি যখন যুবক ছিলাম তখন বহু বেশ্যা আমার বন্ধু ছিল। সত্যিকারের বন্ধু। তখন চারপাশটা এমন দমবন্ধকর ছিল যে ওছাড়া অন্য কোনও নারীর সঙ্গে সখ্য স্থাপনের তেমন কোনও সুযোগই ছিল না। আমার সেই একাকিত্ব কাটাতেই আমি বেশ্যাখানায় যাওয়া শুরু করি। ভালোবাসার কারণে নয়, সঙ্গলাভের আসায়। তাই হয়তো আমার বইয়ের বেশ্যারা খুব মানবিক, সঙ্গী হিসবে অসাধারণ। আমি দেখেছি ওরাও ভীষণ একাকী। কাজটাকে ঘেন্না করে। এমনকী এটাও হয়েছে আমি কারুর সঙ্গে না শুয়ে শুধুমাত্র বন্ধু হিসেবেই সময় কাটিয়ে গেছি, একাকিত্বকে কাটিয়ে ওঠার জন্য। মজা করে আমি বলি বিয়েটা করতে হয়েছিল একা বসে খেতে ভালো লাগে না বলে। মার্সেদিস বলে, আমি কুত্তার বাচ্চা।

প্রশ্ন : আপনার নারী চরিত্রগুলি বেশ সবলা কাজে কর্মে, দেখভাল করার—

উত্তর : শুধু বইয়ের চরিত্ররা কেন? আমার স্ত্রী মার্সেদিসও তো তাই। ও সব দেখাশোনা করে। আমার এজেন্টও তো একজন মহিলা। আমি বিলকুল নারীজাতির দ্বারা সুরক্ষিত বলতে পারেন। এটা সংস্কারও বলতে পারেন যদি কোনও কাজে কোনও মহিলা যুক্ত থাকেন আমার মনে হয় কাজটা উতরে যাবে। আমি তো বলব মহিলারাই এই জগৎজীবনের মূল চালিকাশক্তি।

প্রশ্ন : পুরো জগৎ না অর্ধেক।

উত্তর : মহিলারা প্রাত্যহিক বাস্তবতার জগতেই বেশি ব্যাপৃত থাকেন, পুরুষরা যখন জগৎ উদ্ধারে ব্যস্ত থাকে। মহিলাদের মধ্যে অতীতচারিতা কম থাকাটা একটা বিরল গুণ। তারা প্রতিদিনের বাস্তবতার মধ্যে বাঁচে, প্রতিদিনের নিরাপত্তার জন্য বাঁচে।

প্রশ্ন : তারা অউরেলিয়ানো বিউন্দার মতো বত্রিশটা গৃহযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

উত্তর : না। তারা বাড়িতেই থাকে। ঘর গৃহস্থালি সামলায় যাতে করে বাড়ির ব্যাটাছেলেরা বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারে। মেয়েদের আর একটা বড় গুণ ওরা ছেলেদের থেকে অনেক বেশি বিশ্বস্ত। একমাত্র প্রতারণাই তারা মেনে নিতে পারে না। ওরা যদি প্রথমেই বোঝে যে এটা তার পুরুষসঙ্গীর ধরন তাহলে ওরা কিছু মনে করে না। কিন্তু ধরনটা বদলে গেলেই বিপত্তি। তখন ওরা ক্ষমা পর্যন্ত করতে পারবে না। অন্যদিকে পুরুষদের বড় গুণ তাদের কোমলতা।

প্রশ্ন : কোমলতা!

উত্তর : হ্যাঁ। জিনিসটা মেয়েদের নয়, পুরুষদের সহজাত। মেয়েরা জানে জীবন কতটা কঠোর।

প্রশ্ন : মহিলাদের মধ্যে যদি অতীতচারিতা কিংবা ঐতিহাসিকবোধের অভাব থাকত তাহলে কি আমরা ইভা পেরন, ইন্দিরা গান্ধী কিংবা গোল্ডা মেয়ার-এর মতো মহিলাদের পেতাম? জোয়ান অফ আর্কের কথা না হয় বাদই দিলাম।

উত্তর : আমি সাধারণভাবে বলছি। আসাধারণ মহিলাদের উদাহরণ টেনে একে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : আপনার ছেলেরা এমন এক জগতে বড় হয়ে উঠছে যেখানে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার পরিধিটা অনেকটাই অবারিত।

উত্তর : আ, আমি তো ওদের হিংসে করি। চমৎকার। আমি যখন ওদের বলি আমাদের সময় এসব কত অসুবিধের ছিল ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায় না। যেমন Chronicles of a Death Foretold-এ আছে দুই ভাই মিলে একজনকে খুন করল। কারণ সেই একজন যেই মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল, বিয়ের রাত্রেই তাকে আবার বাপের বাড়ি ফেরত দিতে আসে। কারণ তার মনে হয়েছিল মেয়েটি সতী নয়। আমাদের সময় ওখানে এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। কিন্তু আমার ছেলেরা এটা পড়ে তো একেবারে আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা।

প্রশ্ন : মার্সেদিসের সঙ্গে আপনার আলাপ কী করে হয়েছিল?

উত্তর : Chronicles of a Death Foretold-এ পুরো গল্পটা বলা আছে। আমরা একই শহরে থাকতাম। ১৯৫২-য় আমি তখন বোগোতার একটা কাগজে কাজ করি, এল এসপেকটাডোর সংবাদপত্রে। ওরা আমায় ইউরোপে পাঠাতে চাইল। আমি ভাবলাম বিয়েটা এই সময় সেরে ফেলতে হবে। মার্সেদিসকে প্রস্তাবটা দিলাম। ও বলল, 'তুমি একা যাও। বিয়েটা পরে হবে। না যেতে পারলে আমায় হয়তো পরে দোষারোপ করবে।' কারণ ইউরোপ যাওয়া অথবা বিয়ে করে দেশেই থেকে যাওয়া—এই ছিল বিকল্প। আমি চলে গেলাম। তখন মাথায় ছিল মাসখানেক থাকব। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বৈরাচারী নামক রোজাস কিনিল্লা এল। এল এসপেকটাডোর বন্ধ হয়ে গেল। আমি প্যারিসে আটকে পড়লাম। ফেরার টিকিটটা বিক্রি করে, যেভাবেই হোক আমি ওখানে থেকে গেলাম। তিন বছর।

প্রশ্ন : মার্সেদিসের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

উত্তর : এটাই ওর চরিত্রের রহস্য যা আমি এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। ও কিন্তু একশো ভাগ নিশ্চিত ছিল আমি ফিরে আসব। সবাই এটা পাগলামি বলে ভাবত। ওকে বোঝাত আমি আর ফিরে আসব না। ওখানেই কিছু একটা করে বসব। প্যারিসে আমার জীবন ছিল একেবারে মুক্ত বিহঙ্গের মতো। তবুও আমি জানতাম দেশে ফিরে আমি মার্সেদিসের কাছেই যাব। এটা অনেকটা দৈব নির্দিষ্ট নিয়তির মতো মনে হয়েছিল। প্যারিস থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে আমি ওকে চিঠি লিখতাম। বিয়ের পর যদি নিজেদের মধ্যে কোনও অশান্তি হত তখন মার্সেদিস আমায় বলত, 'না তুমি এমন করতে পারো না। কারণ প্যারিসে থেকে পাঠানো চিঠিতে তুমি বলেছিলে এমন করবে না।' আমি তখন বলতাম, 'আমি তোমায় জমানো সমস্ত চিঠি কিনে নিতে চাই। কত লাগবে, মার্সে? (সাক্ষাৎকারের এই অংশে মার্সেদিস চুপচাপ ওখানে বসেছিলেন।)

মার্সেদিস : একশো বলিভায়।

উত্তর : এত সস্তা?

মার্সেদিস : এতই সস্তা।

প্রশ্ন : মার্সেদিস টাকাটা নিয়ে কী করেছিলেন?

উত্তর : জানি না। (মার্সেদিস হাসেন) তবে আমি চিঠিগুলো ফেরত পেয়েই পুড়িয়ে ফেলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন ভাবি ভালোই করেছি না হলে কোনও প্রকাশক হয়তো ওগুলোর জন্য নাজেহাল করে দিত।

প্রশ্ন : আপনি বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত, খ্যাতনামা একজন সাহিত্যিক। আপনার ব্যক্তিত্বের এমন কোনও একান্ত, অজানা দিক রয়েছে কি—যা, আপনি পাঠকদের এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক?

উত্তর : ওটা বোঝানো মুশকিল। কেউ পারে না। আর সাক্ষাৎকারের পাঠকরা আমার মনে হয় এতে খুব একটা উৎসাহী নন। আর সবচেয়ে বড় কথা ওরা আমাকে সেভাবেই দেখতে চান, যেভাবে ওরা আমায় দেখতে ভালোবাসেন।

প্রশ্ন : তাহলে আপনার ব্যক্তিত্বের আসল সত্যিটা কী?

উত্তর : আমার! আমি পৃথিবীর সবচাইতে লাজুক একটা মানুষ। আমি দরদিও বটে। এ ব্যাপারে আমি কোনও প্রশ্ন কিংবা তর্কে যেতে আগ্রহী নই।

প্রশ্ন : বেশ। তাই মেনে নিলাম। এবার তাহলে বলুন আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাটা কী?

উত্তর : বেশ ভালো প্রশ্ন। এরকম আগে কখনও কেউ করেনি। হুম্...দুর্বলতা? আমার হৃদয়। আবেগের দিক থেকে বলছি। আমি যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতাম, তাহলে হয়তো আমি সবেতেই হ্যাঁ করে দিতাম। আমার ভালোবাসতে বড় ভালো লাগে। আরও আরও ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে হয়। আর একটা কারণেই হয়তো লিখে যাই।

প্রশ্ন : এটা তাহলে আপনার পরম সৌভাগ্য যে লেখালেখির মাধ্যমে আপনি প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন। এমনকী আপনার রাজনীতির সমালোচক যারা তারাও আপনার লেখা পড়তে ভালোবাসেন।

উত্তর : ঠিক। তবুও আমি যেন অতৃপ্ত। আরও ভালোবাসা চাই।

প্রশ্ন : এ তো অনেকটা বহুগামী মানসিকতার মতো—

উত্তর : হৃদয়ের বহুগামিতা। এমনকি আপনার দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে অনেকে এখনও আমায় ভালোবাসে না, এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমি তাদের ভালোবাসাটাও কুড়োতে চাই।

প্রশ্ন : বেশ। এবার শেষ একটা প্রশ্ন—জীবনের অর্থ এখনও পর্যন্ত আপনার কাছে কী বলে মনে হয়?

উত্তর : এটা আমি আপনাকে বলতে পারতাম যদি আমি লেখক না হতাম। যদি কোনও পানশালায় পিয়ানোবাদক হতাম তাহলে হয়তো আমার সুরের পরম প্রেমিক প্রেমিকা, মানুষ মানুষীকে আরও বেশি করে ভালোবাসায় বাঁধতে পারব। ওটাই হত আমার জীবনে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় অর্থ। হয়তো লেখক হিসেবে তার কিছুটা ছুঁতে পেরেছি। আমার লেখা পড়ে মানুষ যদি মানুষকে আর একটু বেশি ভালোবাসতে পারে, আর একটু বেশি কাছের বলে ভাবতে পারে তাহলে জানব জীবনের অর্থ হয়তো কিছুটা অর্জন করতে পেরেছি।—ওই আমার আজীবনের খোঁজ।

অনুবাদ : রতনকুমার দাস

[সাক্ষাৎকারটি 'প্লেবয়' ম্যাগাজিনের জন্য ১৯৮৩-র ফেব্রুয়ারিতে নেওয়া হয়েছিল।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নস্ট্যালজিয়া নিয়ে আমি বেঁচে আছি

...

প্রশ্ন : লাতিন আমেরিকায় নানা ধরনের সংস্কৃতি পাশাপাশি এসে মিশে একটা শক্তিশালী ও অভিনব ধারা সৃষ্টি করতে চাইছে। লাতিন আমেরিকানরা কি এই সংমিশ্রণের ব্যাপারে জানে?

উত্তর : আমার দিক থেকে বলতে গেলে কয়েক বছর আগে এ ব্যাপারে আমি জেনেছি। যদিও একজন লেখক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা এবং নানা দেশের সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমার যোগাযোগ লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি যখন আফ্রিকায় ভ্রমণ করছিলুম তখন সেখানকার জনপ্রিয় শিল্পকলার কিছু আঙ্গিকের সঙ্গে ওইসব নানান ক্যারিবিয়ান দেশের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলুম। এটা আমাকে আমাদের নিজেদের ক্যারিবিয়ান সংস্কৃতির পাশাপাশি সাধারণভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যেকার উপাদানগুলির সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা দিয়েছিল। এই ধরনের অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতিতে যা যুগপৎ অতুলনীয় ও সর্বজনীন তা আপনি আবিষ্কার করতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির এরূপ একটা সামগ্রিক যোগাযোগ সূত্র আছে যার বিষয়ে অনেক সময়ই তারা প্রাথমিকভাবে ওয়াকিবহাল না হতেও পারে।

প্রশ্ন : এটিই কি আপনার উপন্যাসগুলির সূচনাবিন্দু নয়? এমনকী তাদের মুখ্য থিম?

উত্তর : বস্তুত, সেগুলি লেখার সময় আমি তাদের বহু-সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। এগুলি স্বতঃই এসে গিয়েছিল। অনেক পরে আমি অনুভব করেছিলুম যে, প্রায় উদ্দেশ্যহীনভাবে আমার কাজের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আমি যখন লিখছিলুম ধীরে ধীরে উপাদানগুলি অনুপ্রবেশ করেছে। লাতিন আমেরিকায় নানাধরনের প্রভাব মিশেছে ও সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমী সংস্কৃতি, আফ্রিকান উপস্থিতি, এমনকী প্রাচ্য উপাদান। এগুলি সব দেশজ, প্রাক্-কলোম্বিয়ান ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এজন্যে আমি মনে করি না, কেউ বলতে পারবে যে, এটা কলোম্বিয়ান বা এটা মেক্সিকান সংস্কৃতি ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, আমি আর নিজেকে কলোম্বিয়ান ভাবি না। প্রথমত ও প্রধানত আমি একজন লাতিন আমেরিকান। এর জন্যে আমি গর্বিত। এর সঙ্গে এটাও আমি যোগ করতে চাই যে, এটা একটা ভাবা ভুল যে, স্প্যানিশদের বিজয় থেকেই লাতিন আমেরিকার ইতিহাস শুরু হয়েছে। সেটা ছিল ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ। আমাদের কখনওই ভুললে চলবে না যে, আমাদের দেশ যে স্প্যানিশ ভাইসরয় দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল তা বাইরের দিক থেকে আকস্মিকভাবে ঘটেছিল, আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনে নয়। আমাদের সাম্প্রতিক সমস্যাবলি বুঝতে হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

প্রাক্-স্প্যানিশ শাসনের যুগে ফিরে যেতে হবে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে নানান সীমানাগুলি রচিত হয়েছিল আমাদের উপর জবরদস্তি করবার জন্যে-এখনও যখনই প্রয়োজন হয় তখনই জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে ওঠে। স্পষ্টতই তা আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়, আমাদের কমন সমস্যাগুলিকে অনুভব করতে ও দেখতে দেয় না। প্রত্যেক দেশের তাৎক্ষণিক ও স্থানিক পরিস্থিতি থাকে। কিন্তু আমাদের নিহিত কিছু সাধারণ আত্মপরিচিতি আছে। সেগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : তা হলে লাতিন আমেরিকান সংস্কৃতি বলে কিছু আছে?

উত্তর : আমি আদৌ মনে করি না, কেউ বলতে পারেন যে, একটি নির্দিষ্ট সুষম লাতিন আমেরিকান সংস্কৃতি আছে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্য আমেরিকায় ক্যারিবিয়ান-প্রধান এলাকায় তাদের উপর আফ্রিকান প্রভাব আছে। অপর দিকে মেক্সিকো ও পেরুর মতো দেশে আদিবাসীদের সংখ্যা বেশি। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই দেশের সংস্কৃতির পার্থক্য আছে। লাতিন আমেরিকার অন্য কিছু দেশ সম্পর্কেও আপনি এ ধরনের প্রতিপাদ্য তুলতে পারেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ক্যারিবিয়ানদের সাথে ভেনেজুয়েলা ও কলোম্বিয়ার সাদৃশ্য এন্ডিস পার্বত্য অঞ্চলের ইন্ডিয়ানদের চেয়ে বেশী, যদিও দুটি দেশেই ইন্ডিয়ানরা বাস করেন। পেরু ও একোয়াদুরে সমুদ্র উপকূল ও পর্বত এলাকার মধ্যে বিশাল পার্থক্য। সারা মহাদেশেই এক-ই পরিস্থিতি রয়েছে। এইসব বিচিত্র প্রভাব একসাথে লাতিন আমেরিকার সভ্যতাকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের থেকে অভিনবত্ব ও তার বিশেষ সৌরভ দান করেছে।

প্রশ্ন : এই প্রেক্ষিতে স্প্যানিশ প্রভাব কোনও ভূমিকা পালন করে?

উত্তর : কোনওভাবেই লাতিন আমেরিকায় স্প্যানিশ ও ব্রেজিলে পর্তুগিজ প্রভাবের শক্তিকে অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকে তা স্পষ্ট। এমনকী আমরা কাস্তিলিয়ান স্প্যানিশে কথা বলি। এটা খুবই গাঢ় প্রভাব। বিতর্কমূলকভাবে তাকে অনেক সময় ছোট করে দেখানো হয়। যদিও ঐতিহ্য আমাদের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের অংশ, কিন্তু লাতিন আমেরিকায় যা কিছুই স্প্যানিশ তাতে অবিশ্বাস দেখানো হয়। এটা অবশ্য সব কিছুকে জটিল করে তোলে আমার কাছে—যা বাড়াবাড়ি ও বিপজ্জনক মনে হয়। আমার দিক থেকে বললে আমি এ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে গর্বিত বোধ করি, কোনওভাবেই লজ্জিত নয়। স্প্যানিশ উপনিবেশ আজ আর কোনও সমস্যা নয়। এটা সত্য যে ইউরোপীয় অতিপ্রাচুর্য (overflow) থেকেই আমাদের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আমরা কেবল ইউরোপের প্রতিরূপ নই। লাতিন আমেরিকা এখন আলাদা একটা সত্তা।

প্রশ্ন : আপনার 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা', 'কুলপতির হেমন্ত', 'কলেরার দিনগুলিতে প্রেম', 'পূর্বকথিত মৃত্যুর বিবরণ' ইত্যাদি রচনার চাড়, গল্প বলার অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেলেন?

উত্তর : আমার মনে হয় এগুলি সবই এসেছে নস্ট্যালজিয়া থেকে।

প্রশ্ন : আপনার বাল্যকাল ও দেশের জন্যে এই নস্ট্যালজিয়া?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : আমার দেশের জন্য এবং জীবনের নিজের জন্যেই এই নস্ট্যালজিয়া। আমার ছিল এক অসাধারণ শৈশব যা উচ্চ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন ও অন্ধবিশ্বাসী মানুষজন দ্বারা পরিবৃত। তারা এক রহস্যাবৃত জগতের অধিবাসী ছিলেন। যেমন আমার দিদিমা। তিনি অসচেতনভাবে রাতের পর রাত এমন সব গল্প শোনাতেন যে শুনতে শুনতে আমার চুল খাড়া হয়ে উঠত।

প্রশ্ন : আপনার পারিবারিক ইতিহাসে আপনার দাদু ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। আপনার শৈশবে কি তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন?

উত্তর : তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ। তাকে দেখে মনে হত সময় ও স্মৃতি তাকে বাতিল করেছে। আমি তাকে খুব পছন্দ করতুম। আমার আট বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুতে আমি খুব মুষড়ে পড়েছিলুম। নিজের জীবনে এবং গাঁয়ে ও আশেপাশের শহরগুলিতে অনন্তকাল ধরে যেসব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেগুলি তিনি আমাকে শোনাতেন। তিনি যেসব যুদ্ধে গিয়েছিলেন সেগুলির কথা বিস্তারিতভাবেই বলতেন। তিনি আমাকে জানান—যে বছর কলা'র চাষ (Banana plantation) হয় সে বছর আমি জন্মেছিলুম। ওই বছরই একটা ভয়ংকর দাঙ্গা ঘটে আর তা কলোম্বিয়ার ইতিহাসে একটা গভীর প্রভাব রেখে যায়।

প্রশ্ন : আপনার লেখক হবার পিছনে মা'র প্রভাবও কি আছে?

উত্তর : তিনি ছিলেন খুব আকর্ষণীয় একজন মহিলা। যখন কেউ তাকে জিজ্ঞেস করত—আপনার ছেলের প্রতিভায় আপনার অবদান কী—তখন তিনি আদৌ না ঘাবড়ে বলতেন, 'স্কটের এমালসন' (মানে বাচ্চা বয়সে গাব্রিয়েলকে যে গ্রাইপ ওয়াটার খাওয়ান হত, তা)। আর একটি বৃত্তান্তও আছে। আমার অনেকগুলো ভাই ছিল। এদের মধ্যে যখনই কেউ দূরে যাওয়ার জন্যে প্লেন ধরত মা একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতেন—সব কিছু যেন নির্বিঘ্ন হয়। কিন্তু আমরা কেউই আর এক বাড়িতে থাকিনি। মা'র সঙ্গে যখন আমার শেষ দেখা হয় তিনি বলেছিলেন, 'এখন আমি রোজ মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখি। কারণ আমার অজান্তেও তো তোমরা প্লেনে চড়ছো।' আমার পরিবারের সবাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তারা সবাই কোনও-না-কোনওভাবে আমার লেখায় এসেছে। আমি কখনও ভুলিনি যে, আমি আরাকাতাকার এক ডাককর্মীর সন্তান।

প্রশ্ন : প্রকৃতপক্ষে আপনি ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে এসেছেন। আপনার লেখায় ওই এলাকার জীবনের তীব্রতা, প্রাণোচ্ছলতা প্রতিফলিত। এটা কি সত্য যে ওতেই আপনি জাদু বাস্তবতার খোঁজ পেয়েছিলেন যা আপনার লেখার মূল ভিত্তি হয়ে সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয়তা দান করেছে?

উত্তর : মানুষ, দৈনন্দিন জীবন ও প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে যে একটি নিখুঁত অন্তর্লীন ঐক্য ক্যারিবিয়ান এলাকায় আছে, পৃথিবীর আর কোথাও তার একটি নমুনা দেখান দেখি? কলোম্বিয়ার উত্তর উপকূলে নিবিড় বনভূমিতে জলাভূমির আড়ালে একটি গ্রামে আমি বড় হয়ে উঠেছিলাম। শাকসবজির ঘ্রাণ সেখানে আমাকে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এমন সে গ্রাম, যার ধারে নীল রঙের সব বর্ণাভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে সমুদ্র প্রবাহিত হত। সাইক্লোনে মানুষের বাড়িঘর ভেসে যেত, মৃত মানুষের দেহ কবর দেওয়া হত ধুলোর ভিতরে। উষ্ণ বাতাসে ফুসফুস জ্বলে যেত। ক্যারিবিয়ান জনগণের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানব-ট্র্যাজেডি ছিল প্রাত্যহিক জীবনের একটা অঙ্গ। এটাই বলা উচিত যে, এলাকাটি দাসদের দ্বারা আনীত নানা মিথ দ্বারা ভরপুর ছিল। এগুলিতে আন্দুলিসিয়ান কল্পনা ও ইন্ডিয়ান কিংবদন্তী মিলেমিশে একটা নতুন রূপ পেয়েছিল। ফলে যা পেতুম তা হল—জগৎকে এক বিশেষ ভঙ্গিতে অবলোকন। পেতুম এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা সব কিছুর মধ্যে আশ্চর্য কিছু খুঁজে পায়। এ শুধু আপনি আমার উপন্যাসেই দেখবেন না, দেখবেন গুয়াতেমালার মিজুয়েল অ্যাঞ্জেলা অস্ট্রিয়াসের বা কিউবার আলেজা কার্পেন্তিয়ারের রচনাতেও। সারা জগতেই এক ধরনের অতিপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আছে এমন এক বাস্তবতা যা যুক্তিকে মানে না, যা স্বপ্নেই সম্ভবপর হয়। আমি এক সময় কলোম্বিয়ার কোনও এক গণ্ডগ্রামে পোপের আগমন নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলুম যা ওই সময় একেবারেই সম্ভব ছিল না। যাই হোক, কয়েক বছর পরে পোপ কলোম্বিয়ায় এসেছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি যে প্রভাবগুলির কথা বললেন, আপনার সমস্ত লেখা জুড়ে আশ্চর্যের উপস্থিতির কথা বললেন—সেই নিরিখে সমালোচকেরা আপনাকে ফ্যানটাসি ও বারোক লেখক বলেন। এটা কি আপনার যথার্থ বলে বোধ হয়?

উত্তর : আমরা বাস্তবের সাথে বোঝাপড়া করতে স্বভাবত-ই অনেক অবাস্তবতার হাত ধরি, যাদু-প্রটেন্ট, টেলিপ্যাথি, প্রিমোনিশনস-অনেক অনেক অন্ধবিশ্বাস আর অদ্ভুতুড়ে ভাবনার। এভাবে কাল্পনিক পদ্ধতিতে বাস্তবের মোকাবিলা করার ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক বোধ হয়। আমি আমার লেখায় কখনওই এই ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা বা যৌক্তিকতা দানের চেষ্টা করিনি। আমি নিজেকে একজন সহজ ও বিশুদ্ধ বাস্তববাদী হিসেবেই দেখি।

প্রশ্ন : ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার সম্পর্ক চিরকালই অসহযোগিতামূলক ভুল বোঝাবুঝি দ্বারা পূর্ণ। আপনি কি এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যে, পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা করে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝিগুলোকে পিছনে সরিয়ে রেখে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে একটি নতুন ভারসাম্যে আমাদের পৌঁছুতে হবে?

উত্তর : আমাদের মহাদেশ যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলি এত ব্যাপক যে, যদিও আমরা সমস্যার কেন্দ্রেই রয়েছি তবু আমরা সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই না। সমস্যাগুলিই তা দেখতে বাধা দেয়। তাই এটা আশ্চর্যের নয়, যে ইউরোপ তার নিজের সংস্কৃতির চশমায় মগ্ন রয়েছে। আমাদের অনুধাবন করার যথেষ্ট পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ইউরোপিয়ানরা এক মহৎ যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সুতরাং এটাই একমাত্র প্রত্যাশিত যে, তারা সর্বক্ষণ তাদের মাপকাঠিতেই আমাদের বিচার করবে। অন্য অক্ষাংশে কী পার্থক্যগুলি বিদ্যমান তার হিসাব করবে না। এমনকী এটাও আশ্চর্যের নয়, যদি তারা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং আত্মপরিচয়ের বোধকে একদা ইউরোপে যেভাবে ছিল সেইভাবে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় আজকের দিনেও সেভাবেই দেখতে চায়। যদি তাই হয়, তা হলে পৃথিবীর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রান্তের মাপকাঠির সাহায্যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের ব্যাখ্যান অবশ্যই এক ধরনের ভয়াবহ ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করবে এবং তা কেবল মানুষকে আরও গভীরভাবে বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের ফাঁদে ফেলবে।

ইউরোপের উচিত তার নিজের অতীতের আলোয় আমাদের দেখা। এটা এমন যে, বর্তমান হিসেবের গরমিল তাদের নিজেদের ইতিহাসের উত্থানপতনকে দেখার ক্ষমতাই নষ্ট করে দিয়েছে। কাকেই বা এটা মনে করতে হয় যে, লন্ডনের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণে তার তিনশো বছর লেগেছিল। রোম একদিনে নির্মিত হয়নি, অনেক শতাব্দী ধরে তা গড়ে উঠেছে। একজন এট্রাসকেন রাজা রোমকে ইতিহাসের বৃত্তে নিয়ে এসেছেন। ওই টেনাসখেলেটেন, আজটেকের রাজধানী প্যারিসের চেয়ে বড় ছিল যখন অভিযানকারীরা এসে পৌঁছেছিল। ইউরোপিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি, জনগণ তাদের মহাদেশের বাইরে একটি মানব সমাজের সৃজনপ্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রয়াস নিচ্ছে আর তারা সত্যি সত্যি আমাদের সাহায্য করতে পারত যদি বিচারের পদ্ধতিটি পালটাতে পারত। আমাদের স্বপ্নের, আশার সঙ্গে সত্যিকারের সহানুভূতিকে এখানকার মানুষের সাহায্যে পরিণত করতে হবে যাদের লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটা নিজস্ব জীবনযাপন করা যেখানে মানব ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত বোধ কাজ করে।

প্রশ্ন : সমস্যার সমাধানে ইউরোপিয়ানরা যে পদ্ধতিগুলি যেভাবে গ্রহণ করছে সেভাবে দক্ষিণের দেশগুলির ইউরোপিয়ানদের অনুসরণ করা কি উচিত নয়? যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও উপায়গুলি আলাদা। সমস্যাগুলি কি দেশের অভ্যন্তরীণ, না কি মহাদেশের বাইরে থেকে আসছে?

উত্তর : আমি মনে করি, আমাদের এ ভাণ বন্ধ করতে হবে যে, সমস্ত হিংসা, দুর্দশা, এবং মতদ্বৈধ যা লাতিন আমেরিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা বহু হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব থেকে রচিত কোনও কু-পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। এটা এমন যেন আমরা 'বিশ্ব শক্তি'র ক্রীড়নক ও কৃপাধন্য ছাড়া নিজেদের অন্য কোনও নিয়তির কথা ভাবতে পারছি না। অসাম্য, অত্যাচার ও শোষণ ও অবহেলার সঙ্গে সংঘর্ষে জীবন নিজেই আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেবে। শত শত বৎসরের সংগ্রামও তার দৃঢ় স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। চল্লিশ বৎসর আগে উইলিয়াম ফক্‌নার মানবজাতির শেষের দিন ঘনিয়ে আসছে এই সম্ভাবনাকে মানতে রাজি হননি। আজ আমরা জানি, তিনি বিজ্ঞানের কিছু প্রত্যক্ষ আপদ-সম্ভাবনাকে ভয় পেয়েছিলেন। ওই ভয়ংকর বাস্তবতা ও এই জ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, আগের চেয়ে জাতিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ এখন অনেক বেশি শক্তিশালী এবং একটি নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটছে। আমি বিশ্বাস করি যে, এখনও বেশি দেরি হয়নি এই ইউটোপিয়া নির্মাণের. যে আমরা এমন এক পৃথিবীর অংশভাক হব যেখানে কেউ অন্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে না। সেখানে প্রান্তবাসী মানুষদের একটি নতুন সুযোগ দেওয়া হবে। ওই পৃথিবীতে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ বাস্তবে রূপলাভ করবে।

প্রশ্ন : আপনার সৃষ্টি কি এক উচ্চাভিলাষের অভিব্যক্তি? কেননা, আপনার লেখা তো লাতিন আমেরিকা ও তার ভবিষ্যতের ভাবনার সাথে জড়িয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : হ্যাঁ, তা ঠিক। যে গভীর নস্ট্যালজিয়া নিয়ে আমি বেঁচেছি, যেভাবে একটি দেশকে বর্ণনা করতে বা একটি মহাদেশকে বুঝতে চেষ্টা করেছি, আমার মনে হয়, নিজের সাথে সেই দেশের, সেই মহাদেশের আর তার মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর সঙ্গে এক গভীর একাত্মতাবোধ না থাকলে কোনওদিন তা সম্ভব হত।

বঙ্গানুবাদ : উদয়শঙ্কর বর্মা

UNESCO Courier, October 1991 থেকে অনূদিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের সঙ্গে প্লিনিও আপুলেয় মেনদোসার কথোপকথন

বঙ্গানুবাদ : **অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের সঙ্গে প্লিনিও আপুলেয় মেনদোসার বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'The Fragrance of Guava' নামের সংকলনটি। ওইসব কথোপকথনে মার্কেসের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হয় মেনদোসার। তার মধ্যে 'লেখনীশৈলী', 'দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক', 'রাজনীতি', 'কুসংস্কার-ম্যানিয়া' নিয়ে যা বলেছিলেন তারই বঙ্গানুবাদ এইখানে রাখা হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখনীশৈলী

...

দৈবাৎ একদিন আমি লিখতে শুরু করেছিলাম। হয়তো আমার কোনও বন্ধুর কাছে প্রমাণ করতে যে আমার বংশেও কেউ একজন লেখক হতে পারে। পরে আমি এমন একটা ফাঁদে পড়লাম যে লিখতে লিখতে আমি লেখার আনন্দটাকে আবিষ্কার করতে শিখলাম আর তাই আরও, আবারও সেই আনন্দটা পেতে চেষ্টা করতাম। শেষের ফাঁদটা আরও মারাত্মক যখন বুঝতে পারলাম যে, পৃথিবীতে আর কোনও কিছুই আমার কাছে অধিক ভালোবাসার জিনিস নেই একমাত্র লিখে যাওয়াটুকু ছাড়া।

প্রশ্ন : আপনি লেখাকে আনন্দের ঘটনা বলছেন? আবার আপনিই কোথাও বলেছেন লেখা হল এক নিবিড় দুঃখ প্রতিনিয়ত বহে চলা। এর কোনটা সঠিক?

উত্তর : দুটোই। শুরুতে যখন আমি লেখার অভ্যাসটা আয়ত্তে আনছিলাম, আমি ছিলাম উত্তেজনাপ্রবণ, সর্বদা উৎসাহ জেগে থাকত আমার শরীরে এবং দায়িত্ব সম্পর্কে এতটা সচেতন না হয়েই লিখতাম। মনে পড়ে তখন এক একদিনে আমি চার, পাঁচ অথবা দশ পাতা পর্যন্ত লিখেছি। খবরের কাগজের চাকরি শেষ হত বেলা দুটো বা তিনটেয়, তারপর ওই ছিল আমার কাজ। একবার একটা পুরো ছোটগল্প একটা সিটিং-এ লিখে ফেলেছিলাম।

প্রশ্ন : আর এখন?

উত্তর : এখন নিজেকে ধন্য মনে হয়, যদি সারাদিনে একটা মাত্র ভালো এবং উপযোগী প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলতে পারি। যত দিন যাচ্ছে, লেখা ক্রমশ দুরূহ এবং বেদনাসঞ্চারী হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন : কিন্তু কেন অমন হবে? যত অভিজ্ঞতা বাড়বে ততই সহজ হয়ে উঠবে লেখা, এমনটাই তো হওয়া উচিত?

উত্তর : না, তা হয় না। আসলে তোমার দায়িত্ববোধ দিন দিন বাড়তে থাকে। তুমি অনুভব করতে শুরু করো যে প্রতিটি শব্দ ক্রমশ আরও বেশি ভার বইছে, আরও অনেক মানুষকে আক্রান্ত করছে।

প্রশ্ন : এই অবস্থাটাকেই হয়তো অনেকে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' বলে তামাশা করে। আপনার কী মনে হয়?

উত্তর : আমি আরও বিপন্ন হয়ে পড়ছি দিন দিন। যে মহাদেশ কোনও সফল এবং সত্যিকারের লেখককে জায়গা দিতে অপ্রস্তুত, সেখানে সবচেয়ে বড় তামাশা হল এমন কোনও লেখকের দুই বাজারে হু হু করে বিক্রি হয়ে যাওয়া, যার কোনওদিন লেখক হওয়ার

Bangla Pathagar

কোনও কথাই ছিল না। জনতার কাছে দর্শনীয় বস্তু আমি হতে চাই না। আমি টেলিভিশন, মিটিং, মিছিল, রাজনীতির গোলটেবিল ইত্যাদি থেকে অনেকটা দূরে থাকতে ভালোবাসি।

প্রশ্ন : সাক্ষাৎকার দিতেও কি দ্বিধা বোধ করেন?

উত্তর : হ্যাঁ, সাক্ষাৎকার দেওয়াটাও মোটেই পছন্দ নয় আমার। কেউ হঠাৎ খুব বেশি, বাজার ছাড়া রকমের সফল হলে আমার সন্দেহ হয়। পাহাড়ের ওপরে যে চড়ে, সে প্রাণপণে চেষ্টা করে চুড়োতে পৌঁছোতে, কিন্তু সেই চরমশীর্ষে পৌঁছোনোর পরে তাকে কী করতে হয় ভেবে দেখ। সে নামতে শুরু করে, সন্তর্পণে, প্রাণ হাতে নিয়ে আবার একটু একটু করে নেমে আসা ছাড়া তার আর গত্যন্তরই নেই।

প্রশ্ন : যখন আপনার বয়স কম ছিল আর জীবিকার জন্যে আপনাকে অন্যান্য অনেক কাজ করতে হত, তখন শুনেছি আপনি রাত্তিরের দিকে লিখতে বসতেন আর সিগারেট খেতেন প্রচুর...

উত্তর : হ্যাঁ, প্রায় চল্লিশটা সিগারেট প্রতিদিন।

প্রশ্ন : আর এখন?

উত্তর : এখন আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি আর লেখার সময়টাও এখন বদলে গেছে। এখন দিনের বেলাতেই লেখার কাজ সারি।

প্রশ্ন : সকালে?

উত্তর : সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত একটি শান্ত, নাতিশীতোষ্ণ ঘরে বসে আমি লিখি। গোলমাল, আওয়াজ আর কনকনে ঠান্ডা, এইসব আমার সহ্য হয় না।

প্রশ্ন : চোখের সামনে পড়ে থাকা কোনও সাদা কাগজের টুকরো কি আপনাকে পীড়িত করে? যেমন শুনেছি অন্যসব লেখকদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে?

উত্তর : হ্যাঁ করে। আমার মনে হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার প্রায় কাছাকাছি কষ্ট সেটা। ইদানীং অবশ্য আমি হেমিংওয়ের একটা উপদেশ আক্ষরিকভাবে মেনে চলি। উনি বলেছেন কাজ তুমি ঠিক তখনি শেষ করতে পারো, যখন তুমি জেনে গেছ যে আগামীকাল তুমি ঠিক কোথায় শুরু করবে।

প্রশ্ন : কীভাবে, কখন একটা লেখা, আপনি বোঝেন যে শুরু হতে চলেছে?

উত্তর : অন্য অনেক লেখকের ক্ষেত্রে শুনেছি লেখার জন্ম হয় একটা বিশেষ আইডিয়া বা চিন্তার সারাৎসার থেকে। আমার ক্ষেত্রে ঘটনাটা অন্য। আমার কাছে লেখার জন্ম কোনও দৃশ্য বা কোনও ভিসুয়্যাল ইমেজ থেকে। Tuesday Siesta, যেটি আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি ছোটগল্প, এর জন্ম হয়েছিল তখনই, যখন দেখেছিলাম এক মহিলা ও একটি ছোট মেয়ে, দুজনে কালো পোশাক পরে, মাথায় কালো ছাতা ঢেকে প্রখর রোদ্দুরে হেঁটে চলেছে এক জনমানবহীন, নির্বান্ধব শহরের রাস্তায়। আবার 'Leaf Storm' লেখার আগে এক বৃদ্ধকে দেখেছিলাম তার মৃত পৌত্রকে কোলে তুলে নিয়ে চলেছে কবরখানার দিকে। ঠান্ডা, হিমশীতল, মেঘলা ঢাকা কবরখানা। যখন 'Nobody Writes to the Colonel' লিখছি তখন চিন্তা করেছি সেই বৃদ্ধ মানুষটির কথা যিনি রোজ বিকেলের নির্দিষ্ট একটা সময়ে ব্যারানকুইলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজারে এসে বসে থাকতেন, অপেক্ষা করতেন কখন একটা লঞ্চ ভেসে আসবে তীরের দিকে। মানুষটির মধ্যে এক নিশ্চুপ উদগ্রতা লক্ষ করতাম আমি। বহু বছর পরে প্যারিসে আমি কখনও কখনও চিঠি আসার অপেক্ষায় ওইভাবে উদগ্র বসে থেকেছি।

প্রশ্ন : One hundred years of solitude-এ কী ধরনের ভিসুয়্যাল ইমেজ ব্যবহৃত হয়েছিল অর্থাৎ ওই উপন্যাসটি উৎপত্তির সূত্রটা কী ছিল?

উত্তর : এক বৃদ্ধ একটি শিশুকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে বহু দূরে কোথাও, 'বরফ' দেখাবে বলে। 'বরফ' তখনকার দিনে সার্কাসে দেখানোর আইটেম হিসেবে চলত।

প্রশ্ন : তিনি কী আপনার পিতামহ, কর্নেল মার্কেস?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : সত্যিই কি তবে তেমন কিছু ঘটেছিল?

উত্তর : ঠিক তা নয়। তবে প্রেরণাটা আসে ওখান থেকেই। মনে পড়ে ছোটবেলায় দাদু আমাকে সার্কাসে নিয়ে যেতেন। কখনও আরবীয় এক কুঁজের উট দেখতাম, কখনও অন্য কিছু। একদিন বলেছিলাম আমি 'বরফ' দেখিনি, তাই দাদু আমাকে সোজা নিয়ে গেলেন Banana Company'-র চত্বরে, ওদের বললেন মাছ রাখার একটা বরফ বাক্সের ঢাকনাটা একটু খুলে দেখাতে আর আমাকে ওই বাক্সে হাত ঢোকাতে বললেন। ব্যাস, আমার মাথায় ক্রমশ আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল ঘটনাটা। এভাবেই, বলতে পারো, এই সমস্ত রূপকল্প থেকেই ক্রমশ জন্ম হয়েছে One Hundred years of solitude-এর।

প্রশ্ন : তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটি, দুটি অথবা বেশ কয়েকটি স্মৃতি একত্রিত করেছিলেন আপনি আর তার ফলেই জন্ম নিয়েছিল বইটির বিখ্যাত ওই প্রথম লাইনটি...।

উত্তর : হ্যাঁ, 'Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia' Was to remember that distant, afternoon when his father took him to discover ice'...

প্রশ্ন : আপনি, শুনেছি আপনার লেখার প্রথম লাইনটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। আপনি আমাকে একবার বলেছিলেন যে এমনও কখনও হয়েছে যে আপনি ওই প্রথম লাইনটা লিখতে এতটাই সময় নিলেন, যাতে আপনার বাকি বইটা পুরোপুরি লিখে ফেলা যেত...। এমনটা হয় কেন?

উত্তর : কারণ প্রথম বাক্যবন্ধটি একটা ল্যাবরেটরির মতো, যা থেকে স্টাইল, গঠন এমনকি বইটার আয়তনও পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : উপন্যাস লিখতে আপনার কি দীর্ঘ সময় লাগে?

উত্তর : ঠিক লিখতে অতটা সময় নিই না। কারণ ওই লেখাটা একটা দ্রুত-প্রক্রিয়ার মতো। একবার চলতে শুরু করল তো চলতেই থাকল। আমি 'One hundred years of solitude' লিখতে দুবছরেরও কম সময় নিয়েছি। কিন্তু আমি পনেরো বা ষোলো বছর সময় নিই যে-কোনও বই লেখা শুরু করবার আগে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : তার মানে 'The Autumn of the Patriarch' লেখার আগে ওই দীর্ঘ সময় কেটে গেছে শুধু। বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশে? Chronicle of a death foretold' লেখার আগে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল?

উত্তর : দীর্ঘ তিরিশ বছর।

প্রশ্ন : অতটা সময় কেন লেগেছিল?

উত্তর : উপন্যাসে বর্ণিত আসল ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৫১ সালে। তখন আমি ওটিকে লেখার বিষয়বস্তু হিসেবে না ভেবে একটা খবরের কাগজের আর্টিকল-এর মতো মনে করেছিলাম। আমি বিষয়টি নিয়ে সাহিত্যের আঙ্গিকে চিন্তা করতে শুরু করি তার বছর সাতেক পরে। কিন্তু আমার বারেবারেই মনে হয়েছিল যে, আমার মা যখন জানবেন যে তাঁর অনেক বন্ধু ও আত্মীয়ের কথা ওই ঘটনায় জড়িয়ে উপন্যাসটাতে লেখা হয়েছে তখন তিনি নিশ্চিত কষ্ট পাবেন। বিশেষত উপন্যাসটা যখন লিখছে তাঁর ছেলে। কিন্তু সত্যি কথাটা হল আমি তখনও ঘটনাটার ওপর কোনও দখল পাচ্ছিলাম না, বছরগুলো কেটে যাচ্ছিল আর অনেকদিন পরে আমি হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করেছিলাম বিষয়ের অভ্যন্তরে থাকা সেই গূঢ় বিষয়টিকে। সেটা হল, যে ওই দুই খুনি অপরাধীর কেউই চায়নি অপরাধ সংঘটিত হোক। বরং তারা দুজনেই চেয়েছিল, কেউ একজন এমন আসুক, যে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগে বাধা দিতে পারে। কিন্তু তাদের সেই চাওয়া অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। বিষয়বস্তুর নাটকীয়তাটুকু এভাবেই আমার চোখে ধরা পড়ল। বাকিটুকু তো নেহাতই সাদামাটা, তখনকার লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে জানলে সহজেই লিখে ফেলা যায়।

দেরির আর একটা কারণ অবশ্য লেখাটির গড়ন ও আঙ্গিকও। সত্যি ঘটনা হল যে, গল্পটি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর পরে শেষ হচ্ছে, যখন স্বামী ফিরে আসছে তার পরিত্যক্তা স্ত্রীর কাছে। কিন্তু আমি এটা পরিষ্কার জানতাম যে, বইটির শেষে আমাকে একটা অপরাধ সম্পর্কিত হুবহু বর্ণনা রাখতে হবে। তাই আমি একজন ঘোষক বা ন্যারেটারের চরিত্র আনলাম, যে গল্পটির মাংসল শরীরের যত্রতত্র যখন তখন ঘোরাফেরা করতে পারে। আমি উত্তমপুরুষের কথা বলার ধরনে সর্বপ্রথম ওই লেখাটি লিখতে শুরু করি। তাই আমার কাছে, তিরিশ বছর পরেও ঘটনাটি নতুন করে আবিষ্কার করবার মতো মনে হত। আসলে, আজ এটাই মনে হয় যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আঙ্গিকই হল আসলে 'সত্যি' কথাটা ঠিকমতো বলে ফেলা।

প্রশ্ন : হেমিংওয়ে বলতেন, তুমি কোনও ঘটনা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি লিখতে চেষ্টা কোরো না বা খুব বেশি দেরি করেও লেখো না। আপনার মাথায় একটি গল্প অত দীর্ঘ সময় বয়ে নিয়ে চলা, আপনার কাছে উদ্‌বেগের কারণ হয়ে ওঠে না?

উত্তর : আসলে আমি এমন কোনও বিষয় সম্পর্কে উৎসাহিত নই, যা বেশ কয়েক বছরের অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য সহ্য করতে পারে না। যদি সেই বিষয়টি তেমন হয় যে পনেরো বছর ধরে সেটি লেখার উপযুক্ত থাকে, One hundred years of solitude-এর মতো বা সতেরো বছর বেঁচে থাকে, The Autumn of the patriarch-এর মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা তিরিশ বছরের দীর্ঘ জীবন লাভ করে, 'Chronicle of a death foretold'-এর মতো—তাহলে আর সেটি নিয়ে না লিখে আমি থাকি কী করে?

প্রশ্ন : নোট রাখেন কী? বিষয় সম্পর্কিত আউটলাইন বা স্কেচ ইত্যাদি?

উত্তর : কখনও রাখি না কারণ যখনই তুমি নোট রাখতে শুরু করবে, তখন থেকেই তুমি বইটার কথা ভুলে গিয়ে শুধু নোটগুলো নিয়েই ভাবতে শুরু করবে।

প্রশ্ন : বেশি কারেকশান বা কাটাকুটি করতে হয় কী?

উত্তর : আমার কাজ করবার পদ্ধতি এখন অনেক বদলেছে। আগে হত যে আমি সোজাসুজি একবার লিখে, সেটা আবার কপি করতাম আর তখনই ভুলগুলো শুধরাত। কিন্তু এখন আমি প্রতিটি লাইন সংশোধন করতে করতে এগোই যাতে দিনের শেষে আমি সম্পূর্ণ শুদ্ধ একটা পাতার কাজ হাতে পাই। পাতাটিতে কোনও কাটাকাটি থাকে না, এমনকি মার্জিনেও কোনও মন্তব্য বা টীকা টিপ্পনী থাকে না, পাতাটি প্রায় ছাপাখানায় পাঠানোর যোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : লেখা পাতা ছিঁড়ে ফেলতে হয় না?

উত্তর : হয়, অবিশ্বাস্য পরিমাণের পাতা ছেঁড়াছেঁড়ি করতে হয়। আমি একটা পাতা টাইপ করতে শুরু করি আর...

প্রশ্ন : আপনি কি বরাবরই টাইপ করে লেখেন?

উত্তর : সবসময়। ইলেকট্রিক টাইপরাইটার ব্যবহার করি আমি। যখন ভুল হয়, যা লিখেছি পছন্দ হয় না বা হয়তো কোনও টাইপোগ্রাফিক্যাল ভুলচুক হল তো আমি পুরো পাতাটা ফেলে দিয়ে আবার একটু নতুন পাতা শুরু করি। আমি হয়তো এইভাবে পাঁচশো পাতা ফেলে দিতে পারি একটা বারো পাতার গল্প লেখার জন্য। মানে হল আমি কখনওই টাইপোগ্রাফিক্যাল একটা ভুল আর মেধার প্রয়োগগত ভুলের মধ্যে তারতম্য করতে পারলাম না। অপটু পাগলের মতো পাতা ছিঁড়ে ফেলার অভ্যেসটা ছাড়তে পারলাম না এখনও!

প্রশ্ন : অনেক লেখক আছেন যাঁরা টাইপরাইটার পছন্দ করেন না। আপনি তাহলে সেই দলে নন?

উত্তর : না, নই। আসলে ইলেকট্রিক টাইপরাইটার ছাড়া লেখার জন্য অন্য কিছুর কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমি বিশ্বাস করি লিখতে গেলে অবশ্যই তোমার কিছু কিছু আরামের প্রয়োজন হয়। আমি ওই রোমান্টিক মিথ যে একজন লেখককে অবশ্যই অভুক্ত আর হাভাতে হতে হবে কিছু একটা সৃষ্টি করবার জন্যে, বিশ্বাস করি না আদৌ। তুমি তখনই একজন ভালো লেখক হতে পারবে যদি তোমার দুবেলা ভরপেট আহার জোটে ও তোমার অবশ্যই একটি ইলেকট্রিক টাইপরাইটার থাকে।

প্রশ্ন : সবচেয়ে উপযুক্ত লেখার জায়গা আপনার কাছে কোনটি?

উত্তর : এক মরুভূমিপ্রায় দ্বীপ—সকালে লেখার জন্য আর এক জনবহুল বিশাল শহর—রাত্তিরের জন্য। সকালের দিকে আমি নীরবতার সৌন্দর্য গায়ে মাখি আর সন্ধের পরে আমি চাই বন্ধুবান্ধব আর প্রচুর কথাবার্তা। আমি সবসময় প্রচুর

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষজনের সাহচর্যে থাকতে চাই যাতে জানতে পারি যে এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে কী ঘটে চলেছে। অনেকটা ফক্‌নারের মতো, যিনি বলতেন আদতে সবচেয়ে ভালো লেখার জায়গাটা হল বেশ্যালয় কারণ সকালের দিকে সেই জায়গাটি থাকে আশ্চর্যরকমের শান্ত আর প্রতিটি রাতই সেখানে উদ্দাম হুল্লোড় চলে।

প্রশ্ন : বইতে যা লেখেন সবই কি বাস্তব জীবনের ঘটনাপ্রসূত?

উত্তর : উঁহু। আজ পর্যন্ত একটাও লাইন লিখিনি যা সত্যি ঘটনা থেকে সরাসরি উদ্ভূত।...*

*সংক্ষেপিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক

...

প্রশ্ন : আচ্ছা, তোমার কি সেই প্লেনটার কথা মনে পড়ে?

উত্তর : কোন প্লেনটা?

প্রশ্ন : ২৩ জানুয়ারি ১৯৫৮ সালে কারাকাসের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে রাত্রি দুটোয় যেটা উড়ে গিয়েছিল। আমরা দুজনেই তখন সান্ বার্নার্দিনোর ফ্ল্যাটে থাকতাম খুব সম্ভবত আর আমরা দুজনেই বারান্দা থেকে দেখেছিলাম মধ্যরাতের নিকষ অন্ধকারে জ্বলছে নিভছে প্লেনটার লাল আলো দুটো। প্লেনটা উড়ছিল বেশ নিচু দিয়ে, আর পেরিয়ে যাচ্ছিল এমন একটা শহর, যেখানে কারফিউ চলছিল চব্বিশ ঘণ্টা তাই আপাতদৃষ্টিতে ফাঁকা, অথচ যেখানে একটা মানুষও নিদ্রাচ্ছন্ন নয় আদৌ। সকলে উদগ্র আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে পা দেওয়ার আগে হাতের আঙুলে গুনে রাখছিল সময়... একনায়কতন্ত্রের অবসানের ওই প্রতীক্ষা তাদের প্রত্যেকের কাছেই হয়ে উঠছিল দীর্ঘতম।

উত্তর : মনে পড়ছে ওই প্লেনটার কথা, যেটাতে চড়ে পেরেজ্ জিমেনেজ্ তখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে তৎপর...।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, সেই প্লেনটা, যেটা ভেনেজুয়েলার দীর্ঘ আট বছরের একনায়কতন্ত্রের 'শেষদিন' সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে চলেছিল। পাঠককে অবশ্যই বলতে হবে ওই বিশেষ মুহূর্তটির কথা—এটা প্রয়োজন, কারণ ঠিক ওই মুহূর্ত থেকেই তোমার মাথায় একটি নতুন উপন্যাস জন্ম নিয়েছিল একনায়কতন্ত্রকে বিষয় করে...দীর্ঘ সতেরো বছর পরে ও পর পর দুবারের সম্পূর্ণ তর্জমা ফেলে দিয়ে, তৃতীয়বারের পর যেটি 'দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওই প্লেনের মধ্যে ছিল ডিক্টেটর, তার স্ত্রী ও তার মেয়েরা ও তৎসহ মন্ত্রী ও খুব কাছের বন্ধুরা। ডিক্টেটরের মুখ চরম ক্রোধে হয়ে উঠেছিল লাল ও তার পার্শ্বচরের ওপর সে বারংবার ওই ক্রোধের বশে করে চলেছিল অনিবার্য গালিবর্ষণ। তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে, প্লেনে ওঠার দড়ির সিঁড়িটার পাশে ওই পার্শ্বচর ফেলে গিয়েছিল এগারো মিলিয়ন ডলারে ভর্তি একটি ব্রিফকেস—যার শোক ডিকটেটর ভুলতে পারছিল না কোনও মতেই।

আকাশের অনেক উঁচুতে প্লেনটা ক্যারিবিয়ানের দিকে উড়তে শুরু করা মাত্রই, রেডিওর ঘোষক, ক্ল্যাসিকাল সংগীতের অনুষ্ঠান আচমকা থামিয়ে দিয়েছিল। গত তিন/চারদিন যাবৎ সমস্ত অনুষ্ঠানের বদলে ক্রমাগত বাজতে থাকা ওই একঘেঁয়ে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত হঠাৎই বন্ধ হয়ে যেতে, আমরা সকলে রেডিওর সামনে নড়েচড়ে বসেছিলাম। তারপর শুনতে পেয়েছিলাম ঘোষকের সেই অমোঘ সংবাদ ভাষ্যপাঠ...

ডিক্‌টেটর আর নেই, পতন হয়েছে একনায়কের। একটার পর একটা, ক্রিস্টমাস ট্রি'তে মোমবাতি জ্বলে ওঠার মতো কারাকাসের প্রত্যেকটি বাড়িতে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার ফুঁড়ে জ্বলে উঠেছিল আলো। তখন সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটছে, বাতাসে ছড়িয়ে আছে এক ঘুমন্ত হিম...আমরা দেখেছিলাম চূড়ান্ত উৎসবে সেজে উঠছে চারিদিক...অযথা বেজে উঠছে সব কটি গাড়ির হর্ন, চিৎকার করে কথা বলছে অনেকে, ফ্যাক্টরিগুলোতে বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে অসময়ের সাইরেন, গাড়ি ও লরিগুলোর ওপরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার রঙিন পতাকা। রাজনৈতিক, বন্দিদের মুক্ত করে, 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি বিল্ডিং'-এর সামনে, ভোর হওয়ার অনেক আগেই নিয়ে এসে বসিয়ে রেখেছে একদল মেহনতি মানুষ।

সেই প্রথম, লাতিন আমেরিকায়, আমরা কোনও একনায়কের পতন দেখেছিলাম। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে আমি ও গার্সিয়া মার্কেস সেই সমস্ত দিনগুলোয় আশপাশে ঘটতে থাকা সমূহ বিবর্তনগুলোকে প্রায় ছবির মতো মাথায় ধরে রাখতে চেষ্টা করতাম। আমরা ওইদিন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম কিছুক্ষণ পরেই, তারপর একনায়কের ক্ষমতার উৎসবিন্দুগুলো পরিদর্শন করেছিলাম একের পর এক, যদিও সেইসব একদা-খ্যাত ক্ষমতার উৎসগুলি, ওই একটি রাতেই হয়ে পড়েছিল 'পাখিরালয়'গুলোর মতো ছায়াচ্ছন্ন ও শীতল।

একনায়কের 'ডিফেন্স মন্ত্রক'টি ছিল প্রায় একটি দুর্গের মতো অনতিক্রম্য... আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলাম বারান্দায় তখনও ঝোলানো রয়েছে সেই প্রকাণ্ড সাবধানবাণী...'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে, ভুলে যাও এখানে যা দেখেছ বা শুনেছ।' আমরা গিয়েছিলাম মিরাফ্লোর্সের রাষ্ট্রপতিভবনে। সেটি ছিল একটি পুরোনো ধাঁচের 'কলোনিয়াল' ঢঙে তৈরি প্রাসাদ যার উঠোনের মাঝ-মধ্যিখানে ছিল একটি বিশাল ফোয়ারা ও যার প্রতিটি আনাচে- কানাচে রাখা ছিল ফুলের ঝুড়িগুলো। প্রাসাদের এক পুরোনো পরিচারকের সঙ্গে কথা বলেছিল গার্সিয়া মার্কেস। আমরা জানতে পেরেছিলাম বহুকাল আগে সেই জুয়ান ভিসেন্ট গোমেজ নামের একনায়কটির সময় থেকেই সে এই প্রাসাদে কর্মরত। স্থানীয় সম্প্রদায়ের এক ভারী গোঁফ ও ঘোলাটে চোখের অশীতিপর বৃদ্ধ ছিল এই জুয়ান ভিসেন্ট গোমেজ। প্রায় তিরিশ বছরের একনায়কোচিত অত্যাচার ও অপশাসনের পরে, নিজের বিছানাতেই, শান্তিতে মরেছিল জুয়ান গোমেজ্। পরিচারকটি বলেছিল ওই জুয়ানের অনেক কথা তার তখনও মনে আছে...মনে আছে সেই দোলনাটার কথা যেটাতে শুয়ে একনায়ক তার দিবানিদ্রা সম্পন্ন করত বা সেই লড়াকু মোরগটার কথা, জুয়ান গোমেজের প্রিয় ওই যুদ্ধ-মোরগটি বারংবার জিতে আসত একের পর এক মুরগি-লড়াই-এর বাজি। আচ্ছা, ওই পরিচারকটির সঙ্গে দীর্ঘ কথা বলবার পরেই কি তোমার মাথায় উপন্যাসটা আরও ভালো করে দানা বাঁধে?

উত্তর : না, সেরকম ঠিক নয়। তোমার মনে পড়ছে কি যে শাসক জুন্টাদল, পেরেজ জিমেনেজ্-এর একনায়কতন্ত্রের অবসানের দু/তিন দিনের মধ্যেই ওই মিরাফ্লোর্সের প্রাসাদেই এক জরুরি সম্মেলন ডেকেছিল? অত্যন্ত জরুরি কিছু আলোচনা চলছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতরের মিটিং কক্ষে আর বহু সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফার অপেক্ষা করছিল প্রেসিডেন্টের অফিসের লাগোয়া। ওই ছোট ঘরটাতে... এভাবে সময় কেটেছিল বেশ কয়েক ঘণ্টা আর ভোর প্রায় চারটে নাগাদ দরজা খুলে গিয়েছিল হঠাৎ, পিছু হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এসেছিল এক যুদ্ধ-ক্লান্ত সেনাধ্যক্ষ, যার হাতে তখনও ধরা ছিল মেশিনগান ও যার পায়ের জুতো ছিল তখনও কর্দমাক্ত। লোকটি পিছু হাঁটতে হাঁটতে, অপেক্ষারত সাংবাদিকের চোখের সামনে, সকলের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে আর সমস্ত কার্পেটটাতে কাদা ছড়াতে ছড়াতে বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে, ওইভাবেই নেমে গিয়েছিল রাস্তায় ও উঠে বসেছিল একটা অপেক্ষমাণ গাড়িতে, যেটা তাকে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

সেনাধ্যক্ষটির বেরিয়ে আসবার ওই মুহূর্তটিতে, বাইরে যখন আমরা নতুন সরকার গঠন নিয়ে কথার পাহাড় জমিয়ে তুলেছি...আমার কাছে সহসা এক দৈব আলোর মতো 'ক্ষমতা' ও তার আসল রহস্যটির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : মনে পড়ছে একটু একটু। হয়তো এরই কয়েকদিন পরে আমরা দুজনেই যখন গাড়িতে বসে পত্রিকা দপ্তরে চলেছি, তুমি বলেছিলে, 'লাতিন আমেরিকান একনায়কদের নিয়ে, সেভাবে কোনও লেখা আজ পর্যন্ত লেখাই হয়নি।' আমরা দুজনেই সহমত হয়েছিলাম যে অসটারিয়সের লেখা 'দ্য প্রেসিডেন্ট' নামের একমাত্র বইটা আসলে একেবারেই অখাদ্য, একনায়কতন্ত্রের মূল রহস্যটাই সেখানে অনুপস্থিত...।

উত্তর : হ্যাঁ, ওটা সত্যিই অসফল একটি বই।

প্রশ্ন : আমার মনে পড়ে যে এরপর তুমি পড়তে শুরু করেছিলে একনায়কদের জীবনী। তুমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছিলে যে লাতিন আমেরিকার ভূতপূর্ব সব একনায়কই আসলে ছিল 'শয়তান' ও 'পাগলের' এক নিপুণ সংমিশ্রণ। প্রত্যেক রাতে, ডিনার টেবিলে তুমি আমাদের এক একজন একনায়কের পাগলামি ও উন্মত্ততার কাহিনি শোনাতে...যেমন, সেই যে ছিল এক উন্মার্গগামী যে তার শহর থেকে সমস্ত কালো রঙের কুকুরগুলোকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়েছিল, মনে পড়ছে?

উত্তর : হ্যাঁ, মনে পড়ছে, লোকটা ছিল হাইতির ডাঃ ডুভালিয়র, যাকে আবার অনেকে ডাকত 'পাপা ডাক্তার' বলে। দেশ থেকে সমস্ত কালো কুকুর মেরে ফেলবার কারণটা ছিল এরকম, যে 'পাপা ডাক্তার' খবর পেয়েছিল তারই কোনও এক শত্রু নাকি, ধরা পড়লে শাস্তি ও হাজতবাসের ভয়ে নিজেকে একটা কালো কুকুরে রূপান্তরিত করে নিয়েছে...'পাপা ডাক্তার' সেই খবর শোনা মাত্রই হুকুম করেছিল, কালো কুকুর সামনে পেলে তাকে মেরে ফেলা অবশ্য কর্তব্য, যার অন্যথা হলে শাস্তি অনিবার্য।

প্রশ্ন : আর প্যারাগুয়ের সেই ডাক্তার ফ্রানসিয়া? যার চূড়ান্ত আদেশ ছিল কুড়ি বছর বয়স হলে প্রত্যেক নাগরিককে বিবাহ করতেই হবে। অবিবাহিত হয়ে থাকবার শাস্তি ছিল মারাত্মক...।

উত্তর : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ আর লোকটা তার সমস্ত দেশটাকে দুর্ভেদ্য ঘেরাটোপের আড়ালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে দিয়েছিল বহু বছর। বাইরের জগতের সে দেশে কোনও এক্তিয়ারই ছিল না, শুধুমাত্র চিঠি আদান-প্রদানের রাস্তাটুকু ছাড়া। অবশ্য লোকটা, শোনা যায়, ছিল এক বড় মাপের দার্শনিকও বটে কারণ কার্লাইলের মতো বিদ্বজ্জনও একবার বলেছিলেন যে ডাক্তার ফ্রানসিয়াকে আরও ভালো করে পড়ে ফেলা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : উনি কি থিয়োজফিস্ট ছিলেন?

উত্তর : না। থিয়োজফিস্ট সেই অর্থে ছিলেন এল-সালভাদোরের ম্যাকসিমিলিয়ানো হার্নানদেজ্ মার্টিনেজ্। তিনি আবার সারা দেশে 'হাম' রোগের মহামারী ঠেকাতে রাস্তার সব আলো ঢেকে দিয়েছিলেন লাল কাগজের ঠুলি দিয়ে। মার্টিনেজ্ নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন এক ধরনের পেন্ডুলাম, যেটা ঝুলিয়ে রাখা হত তাঁর খাবারের প্লেটগুলোর ওপরে, ও যেটা নাকি বলে দিতে পারত আদৌ খাবারে কোনও বিষ ছড়ানো হয়েছে কি না।

প্রশ্ন : আর গোমেজ? ভেনেজুয়েলার জুয়ান্ ভিসেন্ট্ গোমেজ্?

উত্তর : গোমেজ্ ছিল আশ্চর্যরকমের অনুভূতিপ্রবণ। না দেখা ঘটনা হুবহু বলে দিতে পারত গোমেজ্, ঠিক যেন তার চোখের সামনেই ঘটেছে সবকিছু।

প্রশ্ন : শুনেছি নিজের মৃত্যুদিনও ঘোষণা করেছিল নিজেই, আবার জীবনে ফিরে এসেছিল তারপর কঠিন চেষ্টায়, ঠিক তোমার উপন্যাসে বর্ণিত ওই 'প্যাট্রিয়ার্ক'-এর মতো। একটা কথা ঠিক যে 'দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক' পড়তে পড়তে আমার কাছে চরিত্রটা অনেকটা জুয়ান্ ভিসেন্ট গোমেজের আদল ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে ধরা পড়ে...এটা কি শুধু আমার একারই ধারণা না তোমার মনেও গোমেজ্ নামের এই একনায়ক কোথাও না কোথাও ছিল, যখন তুমি উপন্যাসটা লিখছিলে?

উত্তর : আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত লাতিন আমেরিকান একনায়কদের একসঙ্গে সামনে রেখে একটা মিশ্রিত চরিত্র গড়ে তোলা, বিশেষত ক্যারিবিয়ান একনায়কদের...যাই হোক না কেন, গোমেজের ব্যক্তিত্বের ভার ছিল এতই প্রবল, যে আমার লেখায় তার কিছুটা ছাপ অবশ্যই থেকে গেছে। অন্য অনেকের তুলনায়, গোমেজের চেহারাটা, আমার উপন্যাসের 'প্যাট্রিয়ার্ক' বেশি সময় জুড়ে অধিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। গোমেজ্ ও আমার উপন্যাসের 'প্যাট্রিয়ার্ক' দুজনের সম্পর্কেই আমার মনের ভিতরের ছবিটা এক, কিন্তু তা বলে, আমার উপন্যাসটা আবার কখনওই, শুধুমাত্র গোমেজের গল্প নয়। বরং তার ছায়াটা আমার উপন্যাসে একটা অবয়ব পেয়েছে, বলতে পারো।

প্রশ্ন : তোমার ওই একনায়কদের নিয়ে পড়াশুনার পরে তুমি বুঝতে পেরেছিলে, বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ওই একনায়কদের মধ্যে এক অর্থাৎ প্রত্যেকেই অন্তত কয়েকটি ব্যাপারে একই রকমের—যেমন, এটা কি সত্যি নয়, যে তারা প্রত্যেকেই ছিল পিতৃহীন? তুমি কীভাবে এটার ব্যাখ্যা করবে?

উত্তর : আমি যেটা সকলের কাছে বলতে চেয়েছি আমার লেখায় যে ওই একনায়কদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনে মা'র প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাই অন্যভাবে দেখতে গেলে তারা ছিল প্রথম থেকেই পিতৃহীন, ঠিক তুমি যেমন বললে। অবশ্য আমার এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিক্রিয়া কিন্তু শুধু সেইসব একনায়কদের জন্যে, যারা নিজের জোর ও শক্তি দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। আরও কয়েকজন আছে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর অর্থ ও ক্ষমতা হঠাৎই পেয়ে গিয়েছিল। তাদের নিয়ে কথা চলে না।

প্রশ্ন : তুমি বলেছিলে তোমার প্রায় সব লেখাতেই এমন কিছু দৃশ্যমান ছবি বা ঘটনাপ্রবাহ থাকে, যা লেখাটাকে অন্য সকলের দেখা বা শোনা থেকে আলাদা করে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। এই 'দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক'-এ কি সেই বিশেষ দৃশ্যমানতা?

উত্তর : আলাদা চেহারাটা হল একজন অশীতিপর একনায়কের, যিনি সম্পূর্ণ একলা থাকেন এক বিশাল প্রাসাদে আর যাঁর সঙ্গে প্রাসাদের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে বসবাস করে বেশ কিছু গবাদি পশু।

প্রশ্ন : একবার হয়তো তুমি আমাকে বলে থাকবে বা হয়তো চিঠিতে লিখেছিলে আমাকে যে তুমি গল্পটা শুরু করতে চেয়েছিলে, অশীতিপর একনায়কের বিচারের একটি দৃশ্য দিয়ে। বিচারের ওই দৃশ্যটা, আমার মনে আছে, বাতিস্তার জেনারেল 'সোসা ব্লাঙ্কোর' বিচার, যেটা আমরা হাভানাতে বিপ্লবীদের জয়োল্লাসের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখেছিলাম...সেটা থেকে অনুপ্রাণিত। তুমি আসলে এই উপন্যাসটা শুরু করেছিলে দুবার, কিন্তু সেই দুবারই বেশ কিছুটা এগিয়ে আবার ফেলে দিয়েছিলে সবকিছু। কেন করেছিলে এমন?

উত্তর : আমার অন্যসব লেখার মতো এই লেখাটাতেও আমার সমস্যা হয়েছিল লেখাটার গঠন নিয়ে। ওই সমস্যা না মেটা পর্যন্ত আমি এগোতে পারি না কখনওই। সোসা ব্লাঙ্কোর বিচারের দিন, অনেক রাতে, হাভানায় বসে আমার মনে হয়েছিল, উপন্যাসটার সবচেয়ে ভালো গঠন শুরু হতে পারে একটা দীর্ঘ স্বগতোক্তি দিয়ে, বৃদ্ধ একনায়ক, যিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, ওই স্বগতোক্তি বসানো যেতে পারে তাঁর মুখে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আমি ওই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসি। কারণ আমার মনে হতে থাকে, প্রথমত, লেখাটা ওইভাবে গঠিত হলে তা হয়ে উঠবে ইতিহাস-বিরুদ্ধ। একনায়কদের প্রায় সকলেই, হয় বৃদ্ধবয়সে বরণ করে নিয়েছে সাবেকি মৃত্যু নয়তো তাদের হত্যা করা হয়েছে। আবার কেউ পালিয়েছে অন্য কোথাও। কিন্তু তাদের কেউই বিচারের মুখে দাঁড়ায়নি।

দ্বিতীয়ত, টানা স্বগতোক্তি, লেখাটাকে একজনের চিন্তাভাবনার খাতে কোণঠাসা করে দিতে বাধ্য আর সেটা হবে একজন একনায়কের চোখ নিয়ে বিষয়টাকে দেখা...।

প্রশ্ন : আমি জানি বেশ কিছুটা সময় তুমি 'দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক' নিয়ে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে তোমাকে 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস্ অফ সলিচিউড'-এর কাজটাও সরিয়ে রাখতে হয়েছিল। এমনটা হয়েছিল কেন? একটা বই লিখতে লিখতে সম্পূর্ণ অন্য একটা বই-এর কাজে মাথা ঘামানো, সচরাচর কেউ করে বলে শুনিনি আমরা।

উত্তর : আমি 'ওয়ান হানড্রেড্ ইয়ারস্ অফ সলিচিউড' লেখাটা সাময়িক সরিয়ে রেখেছিলাম কারণ যা লিখছিলাম তখন, সেই বিষয়টা নিয়ে আমার ধারণাগুলো তেমন পরিষ্কার ছিল না। মনে হচ্ছিল লিখে যাচ্ছি বটে, কিন্তু ঠিক হাতের মধ্যে আদৌ থাকছে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর গঠন প্রক্রিয়া। সেদিক থেকে দেখতে গেলে 'ওয়ান হানড্রেড্ ইয়ারস্ অফ সলিচিউড' ছিল বেশ পুরোনো একটা প্রোজেক্ট যা মাঝে মাঝেই থেমে থেকেছে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে, যতক্ষণ না পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে ধাঁধার উত্তরটা, অর্থাৎ লেখাটার পক্ষে উপযুক্ত ওই 'কথন ভঙ্গিমা'। তাছাড়া একটা লেখা লিখতে লিখতে অন্য লেখায় চলে যাওয়া যে আগে হয়নি কোনওদিন, তা নয়। হয়েছে, বেশ কয়েকবার, যেমন ১৯৫৫ সালে 'ইন্ ইভিল আওয়ার' লেখাটা প্যারিসে বসে লিখতে লিখতে, আমি থেমে গিয়ে হাত দিই 'নোবডি রাইটস্ টু দ্য কর্নেল' লেখার কাজে...সম্পূর্ণ অন্য বিষয় নিয়ে লেখা একটা বই, যা আমার মাথায় ঢুকে পড়েছিল কোনও এক সময়ে ও আমাকে অন্য কিছুতে মন দিতে ভেতর থেকে টেনে ধরছিল বারংবার। পাঠকের মতো লেখক হিসেবে আমারও ওই একটাই ফর্মুলা— লিখতে লিখতে কোনও বিষয় থেকে যখনই আমার মন চলে যায়, আমি সাময়িক সরে আসি লেখাটা থেকে। আমি জানি আবার একটা মুহূর্ত ঠিকই আসবে, যখন, আবারও, ওই বিষয়টা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে।

প্রশ্ন : যদি তোমার লেখা কোনও বই সম্পর্কে এক লাইনে তোমাকে কিছু বলা হয় তো তুমি কী বলবে?

উত্তর : আসলে আমার যে কোনও লেখাই হল 'ক্ষমতার নীরবতা থেকে জন্ম নেওয়া এক একটি কবিতা।'

প্রশ্ন : তোমার লিখতে অত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় কেন?

উত্তর : কারণ আমি, কবিতা যেভাবে লেখে, সেই একই পদ্ধতিতে গদ্য লিখি অর্থাৎ একটির পর একটি শব্দ খুঁজে খুঁজে বসাতে থাকি সাদা পাতায়। শুরুর কয়েকটা লাইন ঠিকভাবে খাড়া করতেই তো আমার কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

প্রশ্ন : এই বইটা অর্থাৎ 'দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক' লিখতে গিয়ে তুমি অনেকরকম স্বাধীনতা নিয়েছ...যেমন এর ভাষার মাত্রা, এই লেখায় বর্ণিত-সময় অথবা কিছুটা পরিমাণ ভৌগোলিক ধ্যানধারণাগুলো তুমি ওলটপালট করে দিয়েছ ইচ্ছাকৃত, অথবা কে যেন বলছিল যে ইতিহাস...হ্যাঁ, ইতিহাসও তুমি আগের কোনও নির্মাণ মেনে অনুসরণ করনি এই বইটাতে। প্রথমে ভাষা নিয়েই জিজ্ঞেস করি, যে বইটাতে আমরা দেখি তুমি বিশাল বড় বড় প্যারাগ্রাফ লিখে চলেছ আদৌ কোনও সেমিকোলন বা ফুলস্টপ ব্যবহার না করে, অর্থাৎ পড়তে পড়তে মনে হতে থাকে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা যেন একসঙ্গে উলের জামা তৈরি করবার মতো বোনা হয়ে চলেছে। তোমার লেখার প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেভাবে কোনও কারণ থাকে যে কোনও বিশেষত্বের, আমরা জানতে চাই ভাষার এই অদ্ভুত ব্যবহারের সঠিক কারণটা কী?

উত্তর : ঠিক আছে। এবার তোমরা চেষ্টা করো বইটার একমাত্রিক কোনও চেহারার কথা ভাবতে। লেখাটা চলতেই থাকবে, শেষ হবে না এবং ক্রমাগত একঘেয়ে হতে থাকবে ওই ক্ষেত্রে। কিন্তু 'প্যাঁচালো' একটা গঠন তৈরি হওয়ায় আমার মনে হয়, আমি এই লেখায় তুলে আনা বিশাল একটা সময়কে ইচ্ছেমতো চাপ দিয়ে ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পেরেছি, গল্পটার নানা প্রাসঙ্গিকতাকে ছোট ছোট পরিচ্ছেদে ভাগ করে বসাতে পেরেছি লেখাটার শরীরের এখানে সেখানে আর নানা মানুষের একক সংলাপে লেখাটা হয়ে উঠেছে অধিকতর ঋদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ ওই বিশাল মাপের ক্যারিবিয়ান ষড়যন্ত্রের কথাটা মনে করো, দেখবে সেটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে অসংখ্য ছোট-বড় এবং তুচ্ছ ধরনের গোপন খবরাখবরে যেসব আমাদের অধিকাংশেরই অজানা নয় আজ...তাই অন্য ভাষায় গতানুগতিক কোনও গদ্যের ঢঙে সেসব লিখে গেলে তা পাঠককে ক্লান্ত করে তুলত সন্দেহ নেই। যাই হোক না কেন, আমার সমস্ত লেখার মধ্যে এই লেখাটাকে আমি সবচেয়ে বেশি নিরীক্ষামূলক বলতে চাই। লেখাটি আমাকে এর 'কাব্যময় রহস্যযাত্রায়' আজও সমানভাবে আকর্ষণ করে।

প্রশ্ন : আর ওই সময়কে নিয়ে ওলটপালট খেলার ব্যাপারটা?

উত্তর : তোমার মনে আছে যে উপন্যাসের একটা জায়গায় আছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একনায়ক দেখছে তার আশপাশে সকলেই লাল রং-এর শিরস্ত্রাণ পরিহিত? একনায়ককে তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ বলেছিল একদল অদ্ভুত মানুষের কথা...

প্রশ্ন : চিড়েতনের জ্যাকের মতো কালো পোশাক পরিহিত...।

উত্তর : হ্যাঁ, চিড়েতনের জ্যাকের মতো পোশাক পরে তারা লাল শিরস্ত্রাণের বদলে দিচ্ছে ইগুয়ানার ডিম, কুমিরের চামড়া, তামাক অথবা চকোলেট। একনায়ক বিছানার পাশের জানালাটা খুলে দিয়েছিল নিজেই। তারপর দেখতে পেয়েছিল একটু দূরে নোঙর করে রাখা তারই যুদ্ধজাহাজটির পাশে, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের তিনটি বাণিজ্যতরী পর পর ভেসে রয়েছে।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এমনই যে সময়ের দিক থেকে ঘটনাগুলোর পারম্পর্য একেবারেই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ওইভাবে। কোথায় ক্রিস্টোফার কলম্বাস আর কখনওই-বা বাণিজ্যতরী থেকে নানান সামগ্রীর পসরা নিয়ে নেমে এসেছিল ওই চিড়েতনের জ্যাকের মতো পোশাক পরিহিত ভিনদেশি বিক্রেতারা? আমি ইচ্ছাকৃত, এভাবেই সময়টাকে ভাঙতে ভাঙতে আবার গড়তে থাকি নতুন করে।

প্রশ্ন : আর ওই ভৌগোলিক অবস্থানগুলো যেভাবে সরিয়ে নড়িয়ে দিয়েছো...সেই ব্যাপারে কিছু বলো...।

উত্তর : হ্যাঁ, যাকে বলে ভূগোলটাকেও ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছিলাম। একনায়ক ক্যারিবিয়ানের মানুষ ছিলেন সত্যিই, তবে তা ছিল ইংরাজিতে কথা-বলা ক্যারিবিয়ানের সঙ্গে স্প্যানিশ ক্যারিবিয়ানের সংমিশ্রিত একটি জায়গা। তুমি জানো আমি নিজে ক্যারিবিয়ানের প্রতিটি দ্বীপ ও প্রতিটি শহর তন্ন তন্ন জানি, তাই বইটাতে আমি সমস্ত ক্যারিবিয়ানটাকেই নানাভাবে হাজির করেছি। প্রথমে এনেছি আমার নিজের ক্যারিবিয়ানটাকে, যেমন ওই বেশ্যালয়, ব্যারেনকুইলায় যেখানে আমি প্রত্যেক রাতে ঘুমোতে যেতাম। তারপরে এসেছে কার্টাজেনা... জাহাজঘাটার ওই পানশালাগুলো, প্রত্যেকদিন ভোর চারটেয় খবরের কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে আমি যেখানে খেতে বসতাম, এমনকী আরুবা আর কুরাকাও-এর উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে বহু বেশ্যা পরিবেষ্টিত ওইসব জাহাজিদের কথাও আমি লিখেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসটাতে। এমন অনেক রাস্তার কথা আছে লেখাটায় যা পড়ে তুমি 'পানামার' 'ক্যালে দেল্ কমার্শিও'কে চিনতে পারবে। আরও রয়েছে, হাভানা শহরের নানান গলিঘুঁজি, রয়েছে 'সান জুয়ান' অথবা 'লা-গুআইরা'—আবার কিছু জায়গা এমন এসেছে যা ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইনডিজের কথা, ভারতীয়, ডাচ ও চাইনিজ মানুষগুলির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলে তোমার একনায়ক আসলে দুটি বৃহৎ ঐতিহাসিক চরিত্রের সমন্বয়ে তৈরি। একটি হল 'কদিল্লো'র মতো গ্রাম্য চরিত্র, যেমন তোমার গোমেজ্, যেন সে ঠিক স্বাধীনতা পরবর্তী গৃহযুদ্ধের হল্লা ও হলুদ অব্যবস্থাগুলির ধোঁয়া থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল, ওই গোমেজ আসলে ইতিহাসের ওই বিশেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আইনশৃঙ্খলা ও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে চায়। আরও রয়েছে, সোমোজার একনায়ক ক্রজিলো ইক্-এর মতো চরিত্র—যেন নিচুস্তরের সেনাধ্যক্ষ, যাদের বীরত্বের কোনও ব্যঞ্জনা নেই, আমেরিকান নৌ-সেনার গোমড়া-মুখো হতভাগাদের মতো...তুমি কী বলো এইসব আলোচনা সম্পর্কে?

উত্তর : সমালোচকরা যে যাই বলুক, শেষ কথাটা বলেছিল আমার বিশেষ বন্ধু জেনারেল ওমর টোরিজোস। মারা যাওয়ার মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে, টোরিজোস আমাকে হতচকিত করে দিয়ে বলেছিল 'দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক' তোমার সেরা বই। আরও বলেছিল, 'আমরা সকলে, তুমি যেমন বর্ণনা দিয়েছ, ঠিক সেইরকম।'

প্রশ্ন : অদ্ভুত আরও একটা কাকতালীয় ঘটনা হল যে ওই একই বিষয় নিয়ে লেখা অন্যান্য লাতিন আমেরিকান লেখকদের উপন্যাসও তোমার বইটার পাশাপাশি ওই সময়ে প্রকাশ হতে শুরু করেছিল। যেমন কিউবার লেখক আলেজো কার্পেনটিয়ারের লেখা 'রিজনস্ অফ স্টেট্', প্যারাগুয়ান লেখক অগাস্তো রোয়া বাসতোর 'দ্য সুপ্রিমো' ও ভেনেজুয়েলার আর্টুরো উসলার পিয়েত্রির 'অফিস্ ফর্ দ্য ডেড্' ইত্যাদি। তুমি এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

উত্তর : এটা কোনও সহসা ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের প্রধান বিষয়গুলির অন্যতম হল ওই একনায়কতন্ত্র আর কারণ হিসেবে বলা যায় যে একনায়কই হল লাতিন আমেরিকার একমাত্র প্রচলিত মিথ্, যার ঐতিহাসিক বৃত্তটি পূর্ণ হতে এখনও বহুকাল বাকি।

আমি অবশ্য সেই অর্থে সামন্ততান্ত্রিক একনায়কদের সম্পর্কে অতটা ভাবিত নই। আমার সমস্ত লেখায় আমি ক্ষমতার এক বিপরীত কেন্দ্রবিন্দু খুঁজতে চেষ্টা করেছি যা তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার বাইরে।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই বোঝা যায় তোমার লেখায়। বিশেষত 'ইন ইভিল আওয়ার' ও 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অফ সলিচিউড' পড়লে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চোখের সামনে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল তুমি কী জন্যে এই বিষয়টি সম্পর্কে উৎসাহিত হলে ও কীভাবে?

উত্তর : কারণ আমি বরাবরই ধারণা করে এসেছি যে চূড়ান্ত ক্ষমতা দখলই হল মানুষের সবচেয়ে উঁচু ও জটিল কর্মদক্ষতার নিদর্শন, আর সেই কারণেই ওই ক্ষমতা দখল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগপৎ, মানুষের কৌলীন্যের সূচক ও পাশাপাশি তার ব্যক্তিত্বের অবনমনের শুরুও বটে। লর্ড অ্যাকটন্ যেমন বলতেন যে 'ক্ষমতা মানুষকে কলুষিত করে, চূড়ান্ত ক্ষমতা সঙ্গে নিয়ে আসে অপরিমেয় কলুষ'। যে-কোনও লেখকের পক্ষেই এই ক্ষমতার টানা-পোড়েন এক প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন : আমার মনে হয়, এই ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায়ে ক্রমান্বয়ে অঘটন ঘটিয়ে চলা মানুষগুলোর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল সাহিত্যগতভাবে অর্থাৎ বই পড়ে। তোমার কি এ বিষয়ে কোনও বিশেষ লেখক বা বিশেষ কোনও বই-এর কথা মনে পড়ছে?

উত্তর : 'ইদিপাস রেক্স' আমাকে অনেক শিখিয়েছে। আমি আরও অনেকটা জেনেছি 'প্লুতার্ক' এবং 'সুতোনিয়াস্' পড়ে। তাছাড়া জুলিয়াস সিজারের জীবন নিয়ে যাঁরাই লিখেছেন, আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই পেয়েছি অনেক কিছু,...।

প্রশ্ন : 'জুলিয়াস সিজারের' চরিত্র তোমাকে খুব আকর্ষণ করে। তাই নয় কি?

উত্তর : শুধু আকর্ষণই করে না, আমার পঠিত সমস্ত সাহিত্যে সিজারই একমাত্র চরিত্র হয়ে ওঠে। আমি কতবার ভেবেছি সিজারের মতো একটি চরিত্র নিজেই তৈরি করব, কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়। তাই আমি লাতিন আমেরিকার সমস্ত একনায়কদের ছায়া অবলম্বন করে এক অনন্য একনায়কের চরিত্র নির্মাণ করবার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন : তুমি কিন্তু 'দ্য অটম্ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক' সম্পর্কে দু-একটা পরস্পরবিরোধী কথা বলেছ। বলেছ যে এই লেখাটায় সবচেয়ে বেশি কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ঠিকভাবে ভাষার মাত্রাটা অনুধাবন করলে সম্পূর্ণ উলটো একটা চেহারা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা দেখি বইটার ভাষা অত্যন্ত দুর্গম, ঘোরালো ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে শক্ত...।

উত্তর : আমি এই অভিযোগ মানছি না। বইটাতে ক্যারিবিয়ানের প্রায় সমস্ত অঞ্চলের প্রবাদ, জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। অনুবাদকরা কোনও প্রচলিত লোকগাথার সঠিক অর্থ বার করতে মাথা ফাটিয়ে ফেললেও, তুমি দেখবে, ব্যারেনকুইলার এক অশিক্ষিত ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে ওই লোকগল্পের ঠিক অর্থটি কিন্তু খুব সহজেই প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। গল্পটি শুনে সে বুঝে নিতে পারে সব ও সে হেসে ওঠে আপন মনে। এমনই হয়।

বরং লেখাটাকে আমরা ভয়াবহভাবে ক্যারিবিয়ান বলে চিহ্নিত করতে পারি। বলতে পারি এটা একান্ত ভাবেই কলম্বিয়ার উপকূলবর্তী জনপদের গল্প। যে লেখক 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অফ সলিচিউড' লিখতে পারে, এটুকু স্বাধীনতা তার কেনই বা থাকবে না যে তার যা খুশি সে তা-ই লিখবে আর সেটাকেই বাকি পৃথিবীর মেনে নিতে হবে 'সাহিত্য' বলে?

প্রশ্ন : তুমি আরও বলেছ যে এই লেখাটা তোমার একধরনের স্বীকারোক্তি, এটা এমন একটা বই যাতে ছড়ানো রয়েছে তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মণিমাণিক্যগুলি। আসলে ঠিক যেন আত্মজীবনী, একটু অন্যভাবে লেখা, তুমি অমন বলেছিলে...।

উত্তর : হ্যাঁ, এটা আমার স্বীকারোক্তিরই মতো। এটাই হল সেই বই যা আমি বরাবরই লিখতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি একবারও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে তোমার নিজের জীবনের ঘটনাবলি ঠিকমতো সাজালে তা এক 'একনায়ক'-এর জীবন হয়ে ওঠে। যে-কোনও মনোচিকিৎসক এইসবের আভাস পেলে কান খাড়া করে জানতে চাইবে আরও অনেক কিছু। তুমি একবার বলেছিলে 'ক্ষমতার নীরবতা' হল এমনই একাকিত্ব যা একজন লেখকের সঙ্গে বরাবর থেকে যায়। তুমি কি আসলে বলতে চেয়েছিলে প্রকারান্তরে 'খ্যাতির একাকিত্ব'-র কথা? তোমার কি মনে হয় না, যে তোমার এই বিখ্যাত হয়ে ওঠা ও প্রতিটি মুহূর্তে এই বিপুল পরিমাণ খ্যাতির সঙ্গে ওঠাবসা, মনের গূঢ় অভ্যন্তরে তোমাকে ওই একাকিত্বে বিপন্ন একনায়কটির প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছে?

উত্তর : আমি কোনওদিনই 'খ্যাতির একাকিত্ব'-র সঙ্গে 'ক্ষমতার একাকিত্ব'কে সমান পরিমাপের বলে মনে করিনি। আমি বলেছি যে এই দু ধরনের 'একাকিত্ব'কে অনেক সময়ে এক বলে মনে হয় আমাদের, আবার অন্যদিকে একজন লেখকের যা পেশা, তার চাইতে নিঃসঙ্গ অথবা একাকী আর অন্য কীই বা হতে পারে? কারণ যখন সে লেখে, অন্য কেউই তাকে সাহায্য করতে পারে না, এমনকী অন্য কারও পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয় যে লেখক ঠিক কী করতে চাইছে। সে তখন চূড়ান্ত একলা ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক মানুষ, যার সামনে পড়ে রয়েছে এক নিষ্করুণ সাদা কাগজের পাতা।

'খ্যাতির একাকিত্ব' এবং 'ক্ষমতার একাকিত্ব' সম্পর্কে একটা কথা অবশ্য বলা যেতে পারে যে ক্ষমতা ধরে রাখা এবং খ্যাতির আড়ালে নিজেকে বরাবর আগলে রাখা এই দুই মহাজাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়াগত একটা সাযুজ্য খুঁজলেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এর প্রধান কারণটা হল 'একাকিত্ব', যেটা দুক্ষেত্রেই বর্তমান। কিন্তু ওই সাযুজ্যটুকুর পরেই ব্যাপারগুলো ভিন্ন হয়ে যায়। ক্ষমতা ও খ্যাতি এই দুই তাৎক্ষণিকতাই 'ভাষাহীন' আর ওই 'ভাষাহীনতা' বা 'নৈঃশব্দ্য' থেকেই সমস্যা শুরু হতে থাকে। ক্রমশ যে ক্ষমতাবান এবং যে খ্যাতিমান, দু'জনেই পৃথিবীর ক্রমপরিবর্তনশীল সত্যগুলি থেকে দূরে সরতে থাকে ও কাউকেই জানাতে পারে না তাদের নিজেদের ভাষাহীন স্তব্ধতার কথা। খ্যাতি ও ক্ষমতা এক দীর্ঘ প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে...'কাকে তুমি বিশ্বাস করো?' এই প্রশ্নের উত্তরে আরও উঠে আসে অন্য অনেক জিজ্ঞাসা ও শেষে বাধ্যতই নিজেকেই প্রশ্ন করতে হয়...'এত যে আমার কথা বলা হচ্ছে, তা এই 'আমি' কোন হতভাগা?'

আমি নিজে যদি এক বিখ্যাত লেখক না হতাম, আমি বুঝতেই পারতাম না প্রতি পদক্ষেপে লুকিয়ে থাকা 'ঝুঁকি'র কথা। এই 'ঝুঁকি'গুলোকে চিনে নিতে পেরেছি বলেই আমি এমন একজন অশীতিপর একনায়কের কথা লিখতে পেরেছি, যে সবকিছুতেই সন্দিহান, এমনকী নিজের নামটাও যার সন্দেহের আওতার বাইরে নয়। আর এই আগে-পিছে যাওয়ার খেলায় বা এই দেওয়া-নেওয়ায় একজন লেখকের তারই সৃষ্ট চরিত্রের ওপরে কোনও মায়া থাকবে না, এটা হওয়া সম্ভবই নয় আদৌ। যতই না বর্জনীয় হোক সেই চরিত্র—কিছুমাত্র অনুকম্পা সেই চরিত্রে অবশ্যই বর্ষিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতি

...

প্রশ্ন : আমরা কি ফিরে দেখবার চেষ্টা করতে পারি যে ঠিক কীভাবে, জন্ম হয়েছিল তোমার রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার? তোমার বাবা একজন 'কনজারভেটিভ'। কলম্বিয়ার কেউ 'কনজারভেটিভ' হবে, না 'লিবার‍্যাল', নির্ভর করে তোমার বাবা কোন দলে আছেন, তার ওপর। কিন্তু তোমার রাজনীতি অবশ্য এভাবে আদৌ প্রভাবিত হয়নি, কারণ প্রথম দিনগুলো থেকেই তুমি ছিলে বাম মনোভাবাপন্ন। এটাকে আমরা কী বলব? তোমার রাজনীতিকে, তোমার পরিবারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ হিসেবে কি ধরে নেওয়া যায়?

উত্তর : ঠিক আমার পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলতে যা বোঝায়, তেমন ছিল না আমার রাজনীতি, কারণ তুমি জানো যে আমার বাবা একজন 'কনজারভেটিভ' হলেও আমার ঠাকুরদা ছিলেন 'লিবার‍্যাল'। শুরুর দিকে, আমার রাজনৈতিক ধ্যানধারণা আমি হয়তো পেয়েছি আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে—কারণ আমাকে, রাত্তিরে, পরিদের গল্প বলার বদলে, ঠাকুরদা শোনাতেন সেই ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের কথা, 'কনজারভেটিভ'দের বিরুদ্ধে যা শুরু করেছিল মুক্ত-চিন্তার মানুষেরা। ঠাকুরদার কাছে আমি বারে বারে, আরও শুনেছিলাম, অসংঘবদ্ধ কলা-চাষিদের ওপর চরম অত্যাচারের কথা ঠিক ওই বছরে, যখন আমি জন্মেছিলাম। কাজেই তুমি বুঝতেই পারছ যে আমার পরিবারের কাছ থেকে আমি 'প্রতিবাদের' উপকরণই বেশি পেয়েছি। যে-কোনও চিরস্থায়ী নিয়মকে মাথায় তুলে রাখবার বিপরীতে।

প্রশ্ন : তোমার প্রথম 'রাজনৈতিক বক্তব্য' তুমি কোথায় রেখেছিলে, মনে আছে?

উত্তর : জিপাকুইরার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। হলঘরে ভর্তি জমায়েত হয়েছিল ওই সমস্ত শিক্ষকেরা, যারা ত্রিশের দশকে, 'আলফানসো লোপেজের' বাম মতাদর্শের সরকার চলাকালীন, টিচার্স ট্রেনিং কলেজে মার্কসিস্ট মাস্টারমশাইদের কাছে পাঠ নিয়েছে। যে কারণে টিফিনের সময় অ্যালজেব্রার টিচার হয়তো শুরু করলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা, কেমিস্ট্রির টিচারের কাছে চাইলেই পাওয়া যেত লেলিন রচনাবলি অথবা ইতিহাসের মাস্টার ফাঁক পেলেই বুঝিয়ে দিতেন 'শ্রেণি সংগ্রামের' তত্ত্বগুলি। ওই বরফঠান্ডা কারাগার, অর্থাৎ ওই স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে আমি যেদিন বাইরে এসে দাঁড়ালাম, আমি ভালো করে জানতাম না উত্তর বা দক্ষিণ দিক ঠিক কীভাবে চিনে নিতে হয়, কিন্তু ততদিনে আমি সম্পূর্ণ আলাদা দুটো ব্যাপার বেশ বুঝে গেছি।

প্রথমটা হল ভালো উপন্যাস সম্পর্কিত। একটি সফল ও ভালো উপন্যাস, অবশ্যই হবে রূঢ় বাস্তবের কাব্যিক প্রতিফলন। আর দ্বিতীয় ধারণাটি ছিল এই যে মানুষের

www.boiRboi.blogspot.com

এই মুহূর্তের ভাগ্য অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে 'বাম ধারণার সমাজবাদ'।

প্রশ্ন : তুমি কি কোনওদিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলে?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি কুড়ি বছর বয়সে পার্টির একটি অংশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, পার্টির সদস্য হই, কিন্তু আমার তেমন কোনও মনে রাখবার মতো ভূমিকা ছিল না সেখানে। আমি ছিলাম একজন পার্টি-সমর্থক মাত্র, আমার মধ্যে, সেভাবে কোনও যুদ্ধ করবার মনোবৃত্তি তৈরি হয়নি আদৌ। আর সেই সময় থেকেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে নানা উত্থান-পতন। বহু সময় আমার সঙ্গে তেতো হয়েছে ওদের সম্পর্ক, আমাদের মধ্যে তীব্র ঝগড়া হয়েছে—কারণ আমি যে কথাই বলি না কেন, তারা ভালো চোখে দেখেনি আমাকে, তাদের খবরের কাগজগুলো শাণিত ভাষায় সরাসরি আক্রমণ করেছে আমার লেখাকে, কিন্তু তবু, চরমতম খারাপ সময়েও, আমি কোনওদিনই, জনসমক্ষে, দোষারোপ করিনি তাদের ওপর।

প্রশ্ন : ১৯৫৭ সালে তুমি আর আমি যখন পূর্ব জার্মানির নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেসব দিনের কথা মনে করো। যদিও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওই 'বামপন্থা'কে ঘিরে, আমরা পছন্দ করতে পারিনি যা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম নিজের চোখে। ওই সফরের পর তোমার রাজনৈতিক ধ্যানধারণা তেমন কিছু বদলে ছিল কি?

উত্তর : আমার মনে হয়েছিল আমি যেন রাজনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত। তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়ে, আমি সে সময়ে, বোগোটার একটা কাগজে একটা সিরিজ লিখেছিলাম, আমাদের ওই পূর্ব জার্মানি যাওয়ার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়বে যদি বলি, ওই একই রচনাগুলো কুড়ি বছর পরে, আবার, চোরাগোপ্তা পথে উদ্ধার করে এনে ছাপানো হয়েছিল কোনও সাহসী সাংবাদিকতার উদাহরণ হিসেবে বা কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে নয়, সেগুলি আবার প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র আমার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার তথাকথিত অস্থিরতাকে জনসমক্ষে আরও একবার তুলে ধরা।

প্রশ্ন : কিন্তু সত্যিই কোনও মতাদর্শগত বিরোধ ছিল সেইভাবে?

উত্তর : না, ছিল না। আমি ওই চোরাগোপ্তা ছাপানো বইটাকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলাম ও লেখাগুলো আমার 'সমগ্র রচনাবলি'র অংশ হিসেবে সংকলনে স্থান দিয়েছিলাম। ওই রচনাসমগ্রের একটা স্বল্প মূল্যের সংস্করণ এখন কলম্বিয়ার প্রতিটি রাস্তার কোণে, বুকস্টলগুলিতে চাইলেই পাওয়া যায়।

তোমায় আরও বলতে পারি যে আমি ওই পুরোনো লেখাগুলোকে রচনাসমগ্রে অন্তর্ভুক্ত করবার সময় একটি লাইনও বদলাইনি। আমার মনে হয়, বর্তমানে উদ্ভূত, পোল্যান্ডের যে রাজনৈতিক ডামাডোল, তার একটা গোপন আভাস ওই লেখাগুলি থেকে উদ্ধার করা যায়। অবশ্য বিশেষ কোনও মতবাদের ধ্বজা আঁকড়ে থাকা সেইসব অর্ধশিক্ষিত ও গোঁড়া তল্পিবাহকদের মতে, লেখাগুলো আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়ার জন্যে নাকি আমেরিকাকে পয়সা খরচ করতে হয়েছিল। আমার হাসি পায় এই দেখে যে ওসব সস্তা রাজনীতিকদের অনেকেই, আজ, অর্থাৎ প্রায় চব্বিশ বছর পরে, ওই আমেরিকান বুর্জোয়া প্রদত্ত ঠান্ডা ঘর ও আরামচেয়ারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসেই রাজনীতি অথবা অর্থনীতির কুটকচাল সামলাচ্ছে আর অন্যদিকে ইতিহাস নিরন্তর প্রমাণ করে চলেছে যে আমিই ছিলাম সঠিক ও আমার লেখাগুলিই ছিল অকাট্য।

প্রশ্ন : তুমি, ওই যাকে প্রায় কথায় কথায় উল্লেখ করা হয়, 'জনগণতন্ত্র' সম্বন্ধে কিছু কি বলতে চাও?

উত্তর : আমার ওই সমস্ত রচনাগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'জনগণতন্ত্র' সেই অর্থে কখনওই 'সমাজতন্ত্র' নয় পুরোপুরি, আর তা হতেও পারবে না কোনওদিনই, যতদিন 'জনগণতন্ত্র' তার বর্তমান চেহারায় লালিত হবে। কারণ 'ব্যবস্থা' ওই 'জনগণতন্ত্র' কায়েম করবার আগে কখনওই ভাবেনি, যে এক একটি দেশে, এক একরকমের 'আর্থসামাজিক' ও 'আর্থরাজনৈতিক' প্রেক্ষাপট হঠাৎই তৈরি হয়। একটাই সূত্র ধরে ওই বিভিন্নতার পরিমাপ সম্ভব নয় আদৌ। আর ওই 'ব্যবস্থা' বা 'সিস্টেম' ঠিক কী জানো? এটা হল বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া, সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্মানো, একটা একলষেঁড়ে মতবাদ, যেটাকে ছোট-ছোট, অদূরদর্শী ও মেধাহীন, তথাকথিত স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি চাইত, একটা 'মডেল' হিসেবে যে-কোনও পরিমাপের সমাজব্যবস্থার ওপরে, স্রেফ, চাপিয়ে দিতে। যেখানে, যে পরিবেশে, তৈরি হল ওইসব 'আজগুবি সমাজের' ক্যারিকেচার—সেখানে যে আদৌ মানাল না সেগুলো বা ক্রমশ তৈরি হল এক একটি বিষফোঁড়া, কেউ বুঝতেই চাইল না সেই কথা।

প্রশ্ন : আমার বরং আমাদের দুজনেরই একটা পরিচিত অভিজ্ঞতায় ফিরে যাই... 'প্রেনসা ল্যাটিনা', যেটা আসলে ছিল কিউবার নিউজ এজেন্সির ভালো নাম, তোমার মনে আছে আমরা দুজনে, একসঙ্গে, ওই 'প্রেনসা ল্যাটিনা'র চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছিলাম? কারণটা ছিল কিউবার পুরোনো কমিউনিস্ট পার্টির অতর্কিতে দখল নিয়ে নেওয়া এমন কয়েকটি সংস্থার, যে কোনওদিনই যে সংস্থাগুলি, 'বিপ্লব'কে ত্বরান্বিত করবার দায়িত্ব নিতে পারত। এমনই একটা অভিযোগের কথা আমরা বলেছিলাম অনেক মানুষকে। তোমার কি মনে হয়, ওই 'দখল' শব্দটির ব্যবহার, উচিত হয়েছিল আমাদের? আমরা কি সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলাম ওই 'প্রেনসা ল্যাটিনা' ছেড়ে আসবার কাণ্ডটা ঘটিয়ে?

উত্তর : আমি মনে করি 'প্রেনসা ল্যাটিনা' ছেড়ে আসবার সিদ্ধান্তটা অবশ্যই ঠিক ছিল আমাদের পক্ষে। আমরা ওখানে যুক্ত থেকে যদি আমাদের নিজস্ব মতামত জাহির করতে যেতাম, আমাদের অবশ্যই বলা হত 'প্রতিক্রিয়াশীল'।

অথবা সরাসরি ওরা বলে বসত যে আমরা 'প্রতিবিপ্লবী'। আর তাই আমাকে কি করতে হয়েছিল জানো? আমি নিজেকে মূল ধারার পাশাপাশি একটা তথাকথিত দুর্বল উপধারায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিউবার রাজনৈতিক উত্থান ও পতন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করতে করতে, মেক্সিকোয় বসে আমি উপন্যাস ও চিত্রনাট্য, যথারীতি লিখে চলেছিলাম পূর্ণ উদ্যমে। আমার ধারণা হয়েছিল, প্রথম দিকের ঝোড়ো হাওয়া ও আভুঁয়লাসের মতো হঠাৎ তৈরি হওয়া বিপ্লবের জন্ম, কিছুটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় পেরিয়ে এক ধরনের স্থিতাবস্থায় এসে কখনও কখনও বিপরীতমুখী, তীব্র গতিসম্পন্ন রাস্তায় পদার্পণ করলেও, একমাত্র বিপ্লবই আশ্বাস দেয় গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার, যা আমাদের পক্ষে একমাত্র শোভন ও আমাদের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে একমাত্র গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন : তুমি কি ঠিক বলছ? একই কার্যকারণ কি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে কখনও? যদি কিউবা, 'সোভিয়েত ব্যবস্থা'কে একটা উদাহরণ হিসেবে আদৌ গ্রহণ করে (যেমন, 'এক পার্টির আধিপত্যের রাজ্য', 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রমুখীনতা', 'সরকার নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক ইউনিয়ন' বা 'নিরাপত্তারক্ষার কেন্দ্রগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর অযাচিত নিয়ন্ত্রণ' ইত্যাদি) তাহলে কি 'গণতন্ত্র'র নামে ওই স্বপ্নের সমাজব্যবস্থা গঠন করে তোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে না? ঠিক সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন দেখেছি আমরা? তোমার কি ব্যাপারটাতে কোনও সূক্ষ্ম ভয় নেই?

উত্তর : তোমার এই ধরনের বিশ্লেষণের অর্থই হল 'বিষয়' থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া। তুমি ধরেই নিয়েছ যে কিউবা আসলে রাজনীতির দিক থেকে সোভিয়েত মদতপুষ্ট, 'প্রায়-অধ্যুষিত' একটি রাজ্যমাত্র, যদিও আমি সেটা আদৌ মনে করি না। আমার মতে বিগত কুড়ি বছর ধরে কিউবার বিপ্লব এক অঘোষিত জরুরি অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, যার প্রধান কারণ হল আমেরিকার দিক থেকে তৈরি হওয়া এক চিরকালীন শত্রুতা ও ভুল বোঝাবুঝি। আমেরিকা কখনই ফ্লোরিডা উপকূল থেকে মাত্র নব্বুই মাইলের মধ্যে অবস্থিত কোনও রাজ্যে, বিপরীত মতবাদের সরকারের অস্তিত্ব মেনে নেবে না। এটাকে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের অক্ষমতা বলেও ধরে নিতে পারি না, কারণ সোভিয়েত সাহায্য ছাড়া কিউবার বিপ্লব, যেমন, যেটুকুই বা বেঁচে আছে আজও, থাকত না সেভাবে। আর যেহেতু আমেরিকার দিক থেকে তৈরি হওয়া এক আক্রমণাত্মক শত্রুতা বহুকাল ধরেই আস্ফালন জানিয়েছে বারংবার, কিউবার স্থিতি হয়ে পড়েছে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থার সমতুল ও তারা বাধ্য হয়েছে এক 'নিরাপত্তামূলক প্রতিরোধ' গড়ে তুলতে। নিজেদের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সংস্কৃতিগত বিশেষত্বগুলি না তুলে ধরে, কিউবা ব্যস্ত থেকেছে নিজের লোকজনকে সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলায় তৈরি করে নিতে। যদি কোনওদিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, তখনই একমাত্র অবকাশ পাওয়া যেতে পারে কিউবার ইতিহাস, ভূগোল বা সংস্কৃতি নিয়ে মুক্ত-আলোচনার।

প্রশ্ন : ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৬৮-তে চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর সোভিয়েত আগ্রাসন সমর্থন করেছিলেন। এটা সত্যি। তুমি কী বলো?

উত্তর : আমি জনসমক্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম ওই ঘটনার। আবার যদি একই পরিস্থিতির জন্ম হয় তো আবারও প্রতিবাদ করব। কিন্তু আমার আর কাস্ত্রোর মধ্যে অবস্থানগত তফাতটা হল এই যে কাস্ত্রোকে শেষ পর্যন্ত 'সোভিয়েত আগ্রাসন'কে সমর্থন জানাতেই হয়েছিল আর আমার ক্ষেত্রে আদৌ সেই ধরনের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য জনগণতন্ত্রের আড়ালে থাকা চোরা-স্রোত ও নানান প্রতিকূল অবস্থার একটা তীব্র অস্বস্তিকর ছবি ফুটে ওঠে কাস্ত্রোর ভাষণে, আমার লেখাগুলোয় যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল কিছুটা মৃদু ও অন্যভাবে। যাই বলা হোক না কেন, লাতিন আমেরিকার ভবিষ্যৎ তো আর হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়ায় নির্মিত হবে না, সেটা ঘটবে লাতিন আমেরিকাতেই। অন্য কিছু ভেবে নেওয়াটা হল ইউরোপিয়ান একলষেঁড়েমি, তোমার কয়েকটি রাজনীতি বিষয়ক প্রশ্নে যে ধ্যানধারণাগুলোয় তুমি ধাক্কা মারতে চাইছ।

প্রশ্ন : সত্তর দশকের একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। পুলিশ, ১৯৭১ সালে, কিউবার কবি 'হার্বার্তো প্যাডিল্লাকে গ্রেফতার করেছিল, লেখাপত্রে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রকাশ করবার অজুহাতে। কিন্তু মাত্র একমাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই, হার্বার্তো, প্রতিবিপ্লবীদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। এই ঘটনার তুমুল নিন্দা করেছিল ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বুদ্ধিজীবীরা। তোমার বন্ধুরা, এমনকি আমিও ছিলাম সেই দলে, আমরা সকলে কিউবার রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তা চাওনি। তুমি সই করোনি আমাদের প্রতিবাদের টেলিগ্রামে। বরং তুমি কিউবাতে ফিরে গিয়ে ফিদেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলে। প্রশ্ন হল ওই মুহূর্তে, কিউবার রাজনীতির ওপর তোমার ওই অনাবশ্যক মমতা তৈরি হয়েছিল কী করে?

উত্তর : কারণ আমার কাছে ঘটনাটি ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য ছিল। তা ছাড়া আমার অতি বিচক্ষণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও আমাকে সমস্ত পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায়, ধৈর্য সহকারে ও মানবিক দিক থেকে বিচার করতে সাহায্য করেছিল। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়াটাকে আমার মনে হয়েছিল বাতুলতা।

প্রশ্ন : লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকজন নামী লেখক, এমনকি তুমিও, তোমরা মনে করো 'সমাজবাদ' (মার্কস ও লেনিন) হল একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক পন্থা। কিন্তু তোমার কী মনে হয় না কখনও যে 'সমাজবাদ' সংক্রান্ত ধ্যানধারণাগুলো বেশ পুরোনো হয়ে গেছে? 'সমাজবাদ' আজ আর 'অস্তিত্বহীন অথচ সুখকর কোনও কল্পজগৎ' নয় বরং তা এক 'কষ্টকর ও অনাকর্ষক সত্য'। তুমি কি মানতে রাজি? পোল্যান্ডে যা ঘটে গেল, কেউ কি বিশ্বাস করবে যে শ্রমিকশ্রেণির হাতে রয়েছে ওদেশের রাষ্ট্রতন্ত্র? প্রায় মৃত 'ধনতন্ত্র' ও ক্রমশ মৃত্যুমুখী 'সমাজবাদ'—এই দুই-এর মাঝে কোনও তৃতীয় পন্থার কথা কোনওদিন ভেবেছ কি?

উত্তর : আমি মনে করি না কোনও তৃতীয় পন্থা তৈরি হবে কোনওদিন। আসলে ভুলটা রয়েছে অন্য জায়গায়। বিভিন্ন বিপরীত অবস্থা ও তার থেকে তৈরি হওয়া স্বতন্ত্র সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে। কোন তক্‌মার থিয়োরি, কোথায় কাজে লাগবে ভেবে নিতে হবে আমাদের নিজেদেরই। অন্য কোনও দেশে, ইতিহাস কীভাবে ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে, কীভাবে জন্ম হয়েছে সমাজতন্ত্রের, এই সব কিছু আমাদের কাছে শিক্ষার বিষয় হতে পারে অবশ্যই। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে, একদেশের মডেল অন্য দেশে বসিয়ে দিলে উপকার হবে না কিছুই, বরং ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে অহর্নিশ। 'সমাজবাদ'-এর ক্ষেত্রে, আমাদের 'ব্র্যান্ড', আমাদের নিজেদেরই আবিষ্কার করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : অন্য উদাহরণের কথা উঠল বলেই জানতে চাইছি, লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে মিতেঁর সরকারের ভূমিকাটা তুমি কেমন দেখছ?

উত্তর : কয়েকদিন আগে, মেক্সিকোতে এক মধ্যাহ্নভোজের আসরে প্রেসিডেন্ট মিতেঁর, একদল লেখককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা, ফ্রান্সের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কী?

বিভিন্ন ব্যক্তি নানা উত্তর দিতে থাকায় প্রয়োজন হয়েছিল একটি আলোচনাসভার, যেখানে ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটাই মূল প্রতিপাদ্যে, কে কার সবচেয়ে বড় শত্রু? ইউরোপিয়ানরা মনে করেছিল, যে তারা পৃথিবীটাকে ইচ্ছে করলেই গড়ে নিতে পারে নতুন ধাঁচে, তাই সোভিয়েত ইউনিয়নকে তারা বলেছিল প্রধান শত্রু। আমরা, লাতিন আমেরিকানরা বলেছিলাম, আমাদের চরমতম শত্রু হল ইউ. এস...। এভাবে, সবশেষে, আমিই উত্তর দিয়েছিলাম প্রেসিডেন্টের প্রশ্নের। আমি বলেছিলাম, আমাদের প্রত্যেকেরই যেহেতু একজন অন্তত 'প্রধান শত্রু' রয়েছে, লাতিন আমেরিকায় আমাদের তাই অবশ্যই প্রয়োজন একজন অন্তত 'প্রধান বন্ধু'র। সমাজতান্ত্রিক ফ্রান্স, আমাদের ওই 'বন্ধু' সহজেই হতে পারে।

প্রশ্ন : ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে যেভাবে 'গণতন্ত্র' থাকে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সেভাবে কি গণতন্ত্রের অধিষ্ঠান আশা করে নেওয়া যায়?

উত্তর : ধনতান্ত্রিক দেশে, 'গণতন্ত্র'টাও হল তাদের উন্নতিরই ফসল। ওই গণতন্ত্র, যদি অনুন্নত দেশগুলিতে (যেমন লাতিন আমেরিকা) হুবহু বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে তা প্রচলিত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে আদৌ মিলবে না ও হাস্যকর এক তামাশা তৈরি হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মডেল, হঠাৎ কোনও ধনতান্ত্রিক ও উন্নত দেশে চাপিয়ে দিলে যেমন ঘটে যেতে পারে।

প্রশ্ন : তাহলে তুমি বলতে চাইছ যে ধনী দেশগুলোতে 'গণতন্ত্র' এক ধরনের বিলাস? মনে রেখো, গণতন্ত্র কিন্তু মানবিক অধিকারগুলোর নিরাপত্তার কথা বলে, যে লক্ষ্য সামনে নিয়ে তুমিও এ যাবৎ লড়াই চালিয়ে আসছ...।

উত্তর : আমি গণতন্ত্রের মূল নীতির কোনও উল্লেখ করিনি, আমি বলতে চেয়েছি গণতন্ত্রের বাহ্যিক চেহারাটার কথা।

প্রশ্ন : একটা কথা জিজ্ঞেস করি, 'মানবাধিকার' নিয়ে তোমার ওই দীর্ঘ সংগ্রামের ক্ষেত্রে, তোমার কি 'জিত' হল, না 'হার'?

উত্তর : 'হারা' বা 'জেতা'র ব্যাপারটা ওভাবে মাপজোক করে ফেলা খুব শক্ত। আমি 'মানবাধিকার' নিয়ে যেভাবে কাজ করে চলেছি তার ক্ষেত্রে কোনও চটজলদি ফলাফল, ওইভাবে হয় না কখনও। অনেক সময় সাফল্য আসে অনেক ক্রিয়া-উপক্রিয়ার সঙ্গে মিশ্রিত চেহারায় বা এমনই কোনও সময়ে যখন তা আমি আশাই করিনি আদৌ। ওই মিশ্র রূপটির মধ্য থেকে, আমার অবদান কতটুকু, বুঝে নেওয়া সম্ভব নয় আদৌ। আসলে এই ব্যাপারটা, আমার মতো খ্যাতিসম্পন্ন একজন লেখকের কাছে কিছুটা 'গ্লানি'র কারণও বটে, যেখানে অন্যদিকে আমি 'সফলতা' দেখতেই অভ্যস্ত করে ফেলেছি নিজেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : কী সেই মানবাধিকার বাঁচিয়ে রাখার কাজ, যা করে তুমি সবচেয়ে বেশি আত্মসন্তুষ্টি পেয়েছ?

উত্তর : নিকারাগুয়ায় স্যানডিনিস্টদের জয়লাভের ঠিক আগে আমি যে ব্যাপারটার উদ্যোগ নিয়েছিলাম, তাৎক্ষণিক প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলাম সেই তৎপরতা থেকে। টমাস বর্জ, অর্থাৎ এখন যিনি অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা মন্ত্রী, আমাকে একটা উপায় বাতলাতে বলেছিলেন, যাতে একনায়ক সোমোজার ওপরে একটা চাপ সৃষ্টি করা যায়, বর্জের স্ত্রী ও সাত বছরের কন্যাকে মানাগুয়ার কলম্বিয়ান এমব্যাসিতে গৃহবন্দি থাকা অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। একনায়ক বারেবারেই খারিজ করেছিল ওই মুক্তি-প্রস্তাব কারণ স্যানডিনিস্ট ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের মানুষ এই টমাস বর্জ। তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নজরবন্দি অবস্থার বাইরে যেতে দেওয়া মানে প্রকারান্তরে ওই স্যানডিনিস্টদেরই কাছে মাথা নোয়ানো। আমি টমাস বর্জের সঙ্গে বেশ কয়েকঘণ্টা আলোচনা চালিয়েছিলাম আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিতে। শেষে একটা উপায় খুঁজে পেয়েছিলাম এইভাবে, যে আমি জানতে পেরেছিলাম, বর্জের একমাত্র কন্যাটির কিডনিতে সংক্রমণ ঘটেছিল মাত্র কিছুদিন আগে। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বর্তমান মানসিক চাপে ওর শরীর আবার খারাপ হতে পারে কি না।

আর ডাক্তারের উত্তরটাই ছিল এক্ষেত্রে আমার লড়াই-এর হাতিয়ার। একনায়কের সঙ্গে তীব্র সওয়াল জবাব চলেছিল দীর্ঘ সময় ধরে। অবশেষে ঠিক দু-দিনের মাথায় মা ও মেয়ে নিরাপদে পৌঁছেছিল মেক্সিকোতে। কারণ, অকাট্য যুক্তি মানতে বাধ্য হয়েছিল একনায়ক সোমোজা। মানবিকতার দোহাই বিফলে যায়নি, দূরে থাক রাজনীতির কূটকচাল ও ধোঁয়াশা...।

অন্যদিকে আমার সবচেয়ে বিফলতম ঘটনা বলে মনে হয়, এল. সালভাদরে, ১৯৭৯ সালে, যখন আমি, গেরিলাদের হাতে বন্দি দুজন ইংরেজ ব্যাংকারকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তাদের একজনের নাম ছিল আয়ান মাসসি ও অন্যজন, মাইকেল চ্যাটারটন এবং ঠিক হয়েছিল মাত্র দু-দিনের মধ্যেই তাদের হত্যা করা হবে, কারণ কোনও সমঝোতার সূত্রই নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের ব্যাপারে। আমাকে টেলিফোন করেছিল ওই বন্দিদের ফ্যামিলির পক্ষ থেকে জেনারেল ওমর টরিজোস, ও আমাকে সাহায্য করবার অনুরোধ জানিয়েছিল ওদের মুক্তির জন্য। আমি খবরটা নানা উপায়ে ও নানা মাধ্যমের সাহায্যে গেরিলাদের কাছে পাঠাতে পেরেছিলাম। আমি কথা দিয়েছিলাম যে অর্থদান সংক্রান্ত কথাবার্তা ও আলোচনা শুরু হবে তখনই, আর গেরিলারাও প্রাথমিকভাবে মেনে নিয়েছিল আমার প্রস্তাব। তারপর আমি গ্রাহাম গ্রিনকে বলি ইংরেজদের পক্ষ থেকে গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে। গ্রাহাম গ্রিন তখন থাকতেন অ্যানটাইবস-এ। গেরিলাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে সমঝোতার আলোচনা চলেছিল প্রায় চারমাস। ঠিক হয়েছিল আমি বা গ্রাহাম গ্রিন, কেউই আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারব না তবে হঠাৎ কোনও রচসা তৈরি হলে আমাদের পরামর্শ অবশ্যই নেওয়া হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষে ব্যাংকার দুজন ছাড়া পেয়েছিল কিন্তু আমি বা গ্রিন, কারওর ভাগ্যেই একটা 'ধন্যবাদ' পর্যন্ত জোটেনি। যদিও ধন্যবাদের ব্যাপারটা তেমন জরুরি নয় কখনওই, তবু আমাদের বেশ আশ্চর্য লেগেছিল সমস্ত ঘটনাটা। পরে ভেবে নিয়েছিলাম, গ্রিন আর আমি দুজনে মিলে এমনই সুন্দর সাজিয়েছিলাম ব্যাপারগুলো, যে ইংরেজরা হয়তো মনে করে থাকতে পারে, আমাদের সঙ্গে ওই গেরিলাদেরই গোপন আঁতাত রয়েছে।

প্রশ্ন : অনেকে তোমাকে, এই ক্যারিবিয়ানে ভেবে নেয় চলমান রাষ্ট্রদূত। অবশ্যই শুভেচ্ছার বাহক তুমি। তুমি একদিকে কাস্ত্রোর ব্যক্তিগত বন্ধু, অন্যদিকে আবার তোমার যোগাযোগ রয়েছে পানামার টোরিজোসদের সঙ্গেও। ভেনিজুয়েলার কার্লোস আন্দ্রে পেরেজ থেকে শুরু করে, কলম্বিয়ার আলফোনসো লোপেজ মিকেলসেন, নিকারাগুয়ার স্যানডিনিস্টরা... সকলেই তোমার পরিচিত ও কাছের মানুষ। যেন তুমি প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাষ্যকার। এই ধরনের পরিমাপে, তুমি কি নিজে আলাদা কোনও উৎসাহ পাও?

উত্তর : তুমি এমন তিনজনের নাম বললে যারা একই সময়ে ক্ষমতায় আসীন ছিল। তাই সময়টা ছিল ক্যারিবিয়ানের পক্ষে সংকটজনক। এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনকভাবে কাকতালীয় এবং দয়া বলা যেতে পারে যে ওই তিনজনের মধ্যে সেভাবে কোনও পারস্পরিক সমঝোতা ছিল না। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত, একটা সময় ছিল যখন কাস্ত্রোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওই তিনজন আর অন্যদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, সহজেই, ক্যারিবিয়ানকে ঘিরে যে-কোনও বিবাদের শিকড় পর্যন্ত আমূল উৎপাটন করে ফেলতে পারত চেষ্টা করলেই। তখন আমি দেখতাম, ওদের মধ্যে, পারস্পরিক দীর্ঘ কথাবার্তা চলছে তো চলছেই আর সেসব কথাও ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। আমি শুধু কথা শুনতামই না ওদের, মাঝে মাঝে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্যও করতাম। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান, এই দুই জায়গারই ব্যাপারগুলোর মধ্যে অসম্ভব মিল রয়েছে, আর এই দুটি দেশই ঐতিহাসিক দিক থেকে উন্নয়নের এমন একটি মাপকাঠিতে এসে পৌঁছেছে, যে তারা চিরন্তন ও সেই অর্থে পুরোনো মূল্যবোধে আর আবদ্ধ থাকতে রাজি নয়। কিন্তু আমি এটাও মানতে বাধ্য ছিলাম যে আমেরিকা ওই ধরনের যে-কোনও উচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দেবে না কারণ ওই বাঁধভাঙা জলরাশিকে বাধা না দেওয়ার অর্থ নিজেরও ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনাটুকু বাঁচিয়ে রাখা। আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যে ওই পারস্পরিক কথাবার্তা ও আলোচনায় জিমি কার্টারই ছিল, ক্যারিবিয়ানদের ক্ষেত্রে, বিগত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে একমাত্র ইতিবাচক ভাবধারার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। আর জিমি কার্টারের সঙ্গে, একই সময়ে, অন্যদিকে টোরিজোস্, কার্লোস আন্দ্রে পেরেজ, ও লোপেজ মিকেলসেন-এর যে যার দেশে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকাটাও ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এক রাজনৈতিক ঘটনাবিন্যাস। ঠিক এই পরিস্থিতিতে, আমার নিজস্ব বিশ্বাস আমাকে ওই রাজনৈতিক ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত করে। আমার ভূমিকা ছিল একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মধ্যস্থতাকারীর মতো। এমনই এক দীর্ঘ সমঝোতার প্রক্রিয়া ছিল সেটি, যা আরও অনেক নতুন পথ অবশ্যই সৃষ্টি করত, যদি না দুর্ভাগ্যক্রমে, আমেরিকান নির্বাচনে জিমি কার্টারের বদলে এমনই এক প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় আসীন হত, যার এই সমঝোতা ও আলোচনার ব্যাপারে আদৌ কোনও তাগিদই ছিল না কোনওদিন। টোরিজোস আমার ভূমিকাটাকে বলত 'গোপন কূটনীতি' আর জনসমক্ষে ও অনেকবারই বলেছিল, যে কোনও খারাপ খবরকেও আমি নাকি ভালো খবরের মতো উপস্থাপন করতে পারি। আমি জানি না এটা ওর ব্যঙ্গ না তারিফ।

প্রশ্ন : তোমার নিজের দেশে কেমন সরকার গড়তে চাও তুমি?

উত্তর : যে কোনও সরকার যারা গরিবদের অন্তত খুশিতে রাখবে। ভাবতে চেষ্টা করো তেমন কোনও দিনের কথা...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুসংস্কার, ম্যানিয়া

...

প্রশ্ন : তুমি একবার বলেছিলে, 'ভগবানে যদি বিশ্বাস নাই করো, তাহলেও একবার অন্তত কুসংস্কারগুলি মানো'...আমাদের তাই মনে হয় এই সংস্কার বা সেই অর্থে, সংস্কারগুলির প্রতি অন্ধত্ব, তোমার কাছে একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়...।

উত্তর : হ্যাঁ সত্যিই। নিদারুণভাবে জরুরি...।

প্রশ্ন : কিন্তু কেন?

উত্তর : আমি মনে করি কুসংস্কারগুলি বা যাকে বলা হয় একধরনের অন্ধকারাচ্ছন্নতা, ...তৈরি হয় মানুষের অন্তর্গত এক নিহিত এবং অবশ্যম্ভাবী শক্তি থেকে, যা মানুষকে সঠিক চিন্তায় বরাবরই অনুপ্রাণিত করবার ক্ষমতা রাখে।...আর আজকের পশ্চিমি দুনিয়া যে শক্তির অস্তিত্বটাকেই বর্জন করেছে, অথবা বলা যায় খারিজ করেছে নিজেরই স্বার্থে।

প্রশ্ন : একদম সহজ একটা উদাহরণ থেকেই আজকের, আলোচনাটা শুরু হোক...ধরা যাক 'তেরো' নম্বর সংখ্যাটা...তুমি কি মনে করো এই 'তেরো' সংখ্যাটি, অনাবশ্যক দুর্ঘটনা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের সত্যিই কোনও কারণ হতে পারে?

উত্তর : আমি মনে করি ঠিক তার উলটোটা। আসলে আমাদের জানাশোনা লোকজনেরা, সর্বদাই এই সংখ্যাটির অস্তিত্ব নিয়ে অনেক ধাঁচের কুয়াশা ও রহস্য-ঘেরা গল্প বানিয়ে এসেছে... যেমন আমেরিকানদের দেখো, হোটেলে তারা 'বারো' নম্বর তলার পরেই একেবারে 'চোদ্দো' নম্বর তলায় পৌঁছে যায়...আসলে এইসব স্বার্থান্বেষী লোকগুলো কখনই চায় না যে 'তেরো' নম্বর সংখ্যাটির সৌভাগ্যজনিত ক্ষমতাগুলো, আরও অন্য কারও ওপরে বর্তে যাক বা অন্য কেউ সেগুলো ভোগ করুক। আমি মনে করি...ব্যক্তিগতভাবে আমার বদ্ধমূল ধারণা এই যে 'তেরো' আসলে একটা অতীব পয়মন্ত সংখ্যা, ঠিক যেমন আমি 'কালো বিড়াল' দেখলে বা 'মই-এর নিচে দিয়ে হেঁটে গেলে', আদৌ মনে করি না যে তা কোনও দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে।

প্রশ্ন : তোমার বাড়ির প্রতিটি আনাচেকানাচে, প্রত্যেকটা ফুলদানি ও টবে 'হলুদ' রং-এর ফুলের গাছ লাগানো আছে। এটার কী মানে?

উত্তর : আমার চারিদিকে যদি থাকে হলুদ ফুলের সমারোহ, আমি মনে করি, তেমন ভয়াবহ খারাপ কিছু ঘটতেই পারবে না আমার। সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ থাকবার জন্য, আমি চাই, আমাকে ঘিরে থাক 'হলুদ গোলাপ' ও 'মহিলাবৃন্দ'।

প্রশ্ন : তোমার লেখার ডেস্কে যেভাবে মার্সেদিস প্রতিদিনই একটা 'হলুদ গোলাপ' সাজিয়ে দিয়ে যায়...।

উত্তর : হ্যাঁ, প্রত্যেকদিন। এমন অনেকবার হয়েছে যে আমি লিখতে বসেছি, কিন্তু কিছুতেই

boiRboi.blogspot.com

লেখা যাচ্ছে না যা আমি লিখতে চাই। আমি পরের পর পাতা নষ্ট করে চলেছি আর ঘরের মেঝেয় জমে উঠছে স্তূপাকৃতি তালপাকানো কাগজের টুকরোগুলো। হঠাৎই আমার চোখ পড়ল ফ্লাওয়ার-ভাসটাতে আর দেখলাম সেটা ফাঁকা, শিউরে উঠলাম আমি, চিৎকার করে উঠতেই কেউ একজন এসে সেটাতে কয়েকটা ফুল সাজিয়ে দিয়ে গেল, আমার ভেতরটা একটা অদ্ভুত তরঙ্গে বেজে উঠতে লাগল আর আমি আবার শুরু করলাম লিখতে...।

প্রশ্ন : 'হলুদ' রংটা কি আসলে পয়মন্ত?

উত্তর : 'হলুদ' রং পয়া, কিন্তু 'সোনা' বা 'স্বর্ণালি' রং কখনওই নয়। আমার কাছে 'সোনার তাল', একটু দূর থেকে দেখলে অনেকটা 'নরবিষ্ঠার' স্তূপের মতো, আর সেই ছোটবেলা থেকেই আমি ওই 'নরবিষ্ঠা'র চেহারা ও রং দেখলে, ফেটে পড়েছি আপাদমস্তক ঘৃণা ও বিবমিষায়।

প্রশ্ন : 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অফ সলিচিউড'-এর একটি চরিত্র তো 'সোনা'কে তুলনা করেছে 'সারমেয়র প্রাতঃকৃত্য'র সঙ্গে...।

উত্তর : হ্যাঁ। যখন 'জোস আরকাদিও বুয়েন্দিয়া' যে-কোনও ধাতুকেই 'সোনা'য় রূপান্তরিত করবার সূত্র খুঁজে পায় ও তার ছেলেকে দেখাতে থাকে তার গবেষণার ফলাফল, সে বলেছিল, 'সোনা' দেখতে হুবহু সারমেয়র বিষ্ঠার মতো...।

প্রশ্ন : আর তাই তুমি জীবনে কোনওদিন সোনায় তৈরি কোনও অলংকার ব্যবহার করোনি....।

উত্তর : কোনওদিনও নয়। আমি ঘড়ি পরি না, চেন, আংটি বা ব্রেসলেট কখনও ব্যবহার করি না, এমনকি আমার বাড়িতেও তন্ন তন্ন করে খুঁজে তুমি এক টুকরো সোনাও উদ্ধার করতে পারবে না...।

প্রশ্ন : তুমি আর আমি, একটা ব্যাপার, আমাদের ভেনেজুয়েলায় থাকাকালীন ক্রমশ অনুধাবন করতে পেরেছিলাম, তোমার কি মনে আছে, তা ছিল খারাপ রুচির সঙ্গে মন্দ ভাগ্যের সম্পর্কের ব্যাপারে? বিশেষত ভেনেজুয়েলিয়নরা, ওই মন্দ ভাগ্য বয়ে আনা লোকগুলোর ভানভণিতা, উদ্দেশ্য বা বিশেষ ধরনের প্রেতদৃষ্টি একেবারেই সহ্য করতে রাজি ছিল না। ওরা এই সবকিছুকে বলত 'পাভা'...।

উত্তর : হ্যাঁ, এটাকে আমি বলব একটা অভূতপূর্ব সামাজিক অগ্রসরমানতা, যা থেকে নিতান্ত সাধারণ মানুষেরও, সহজ বোধ ও চিন্তায় একটা তীব্র শক্তির শৃঙ্খলমোচনের ঝন্-ঝনাত্ শোনা যেত ওই তথাকথিত গণ্যমান্য, নব্য-ধনীদের, খারাপ ও বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে...।

প্রশ্ন : তুমি তখন একটা বিশাল লিস্ট বানিয়েছিলে সেই সমস্ত জিনিসপত্রের, যা 'পাভা'-আক্রান্ত... এখন কি সেসবের দু একটারও নাম অন্তত বলতে পারবে?

উত্তর : হ্যাঁ, মনে পড়ছে, সবচেয়ে অবশ্যম্ভাবী অথচ একেবারে ঘরে ঘরে যার অস্তিত্ব, এমনই একটা জিনিস হল দরজার পিছনে থাকা, বড়মাপের, সুদৃশ্য, সমুদ্র-শঙ্খ।

প্রশ্ন : আর ঘরের চার দেওয়ালে বন্দি থাকা, কাচের অ্যাকুয়েরিয়ম....? যাতে ভেসে বেড়ায় মাছগুলো, রং ছড়ায় ও মৃত্যুর দিন গোনে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : আরও আছে প্লাস্টিকের তৈরি ফুল ও ময়ূর, এমব্রয়ডারি করা ম্যানিলার চাদর...ইত্যাদি অনেক, অনেক কিছু। আসলে এটা একটা লম্বা ফিরিস্তি।

প্রশ্ন : তুমি আরও ওই লিস্টে, স্পেনের রেস্তোরাঁগুলোতে রগড়বাজি করা ওই কালো 'ক্লোক' গায়ে চাপানো কমবয়সের 'বাহাচাল্লে" ছেলেগুলোর কথা লিখেছিলে...।

উত্তর : ওই যারা নিজেদের 'ছাত্র' বলে জাহির করে ও পেশায় আসলে নিচু মানের হোটেল সং-এর ঠিকাদার...ওদের চাইতে আরও বেশি কেউ 'পাভা'য় আক্রান্ত হতে পারে... আমি জানি না।

প্রশ্ন : আর পোশাক-আশাক?

উত্তর : হ্যাঁ, হতে পারে, তবে তার অনেক পরিমাপ আছে। যেমন সম্ভ্রান্তদের অনুষ্ঠানে, মাটিতে লুটোনো যে বিশাল আকৃতির, পুরানো ইতিহাসের স্মারক, ওই পোশাকেরই এক অংশ, পিছনে লাগানো থাকে, অথবা যাকে সহজ ভাষায় বলে 'টেল্'—আমার মতে 'পাভা'র 'মন্দ' করবার ক্ষমতা, ওই 'টেল্'-এ ভর করেই সংসারে ঢুকে আসে। সুসংবাদ, ক্রমশ বয়ে আনে ভাগ্য বিপর্যয়...। অথচ সেই তুলনায় গরমকালে পরবার 'ডিনার জ্যাকেট' অনেক কম 'পাভা' সম্পন্ন। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ হল 'ফ্রক-কোট'। এর সর্বাঙ্গে 'পাভা' জড়িত, একটা না একটা বিপর্যয় হতেই থাকবে এর কবলে পড়লে। কিন্তু অন্যদিকে আবার গরমের দিনে পরবার পাতলা ডিনার জ্যাকেট, কোনও 'পাভা' বয়ে নিয়ে বেড়ায় না...।

প্রশ্ন : তুমি কি আজ পর্যন্ত ওই 'লেজ লাগানো সান্ধ্য পোশাক' বা যাকে 'টেল্‌কোট' বলে, সেই ধরনের পোশাক' পরেছ কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে?

উত্তর : উঁহু। কখনওই না।

প্রশ্ন : কখনই কি পরবে না বলে ঠিক করেছ? কারণ, ধরো তুমি যদি 'নোবেল' প্রাইজটা শেষ পর্যন্ত পেয়েই যাও, তোমাকে ওই পুরস্কার-বিতরণী উৎসবে, বিচিত্র একটা পোশাকেই যোগ দিতে হবে।

উত্তর : আমি তো বলেই দিয়েছি যে উৎসব বা অনুষ্ঠানে আমি তখনই যেতে রাজি, যদি না আমাকে ওই মস্করা করবার মতো সাজে নিজেকে না সাজাতে হয়। বিশেষত ওই 'টেল্-কোট' পরে নেওয়ার মতো অশ্লীল সাজগোজ? আমি যাবই না ওই ধরনের অনুষ্ঠান। কারণ ওই টেল্-এর ওপরে, আমারই অজান্তে, স্থায়ী আস্তানা গাড়বে অশুভ প্রেতের দল...।

প্রশ্ন : আমরা তোমার কাছ থেকে আরও কয়েক ধরনের, সুক্ষ্ম চেহারার 'পাভার' কথা জেনেছি। যেমন তুমি বলেছিলে, উলঙ্গ হয়ে ধূমপান করা তেমন কিছু মন্দভাগ্য বয়ে আনে না, কিন্তু ধূমপান করতে করতে উলঙ্গ হয়ে হাঁটাহাঁটি করলেই সর্বনাশ, তোমার কপাল তখন পুড়ল বলে...।

উত্তর : আরও যখন তুমি উলঙ্গ অথচ দুপায়ে পরে আছ জুতো-মোজা, উফ, ভয়াবহ দুঃসময় লাফ দিয়ে ধরবে মোরগের লাল ঝুঁটি...।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, তুমি এমনই বলেছিলে...।

উত্তর : অথবা যখন তুমি দু-পায়ে মোজা লাগিয়ে সঙ্গম করে চলেছ চূড়ান্ত...ভাবা যায় না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতটা মারাত্মক ওই মুহূর্ত, কারণ ভালোবাসা কখনও থাকতে পারে না, কখনওই ওইভাবে, গ'লে, মিশে যেতে পারে না দুটো শরীর।

প্রশ্ন : আর কী কী, মনে পড়ছে?

উত্তর : 'অক্ষম' মানুষ যখন নিজের ওই 'অক্ষমতা'কে, চালাকি করে ব্যবহার করে বাজনা বাজাবার ক্ষেত্রে। যেমন একটা লোকের হাত দুটো নেই বলে সে পা-এর আঙুলগুলো ব্যবহার করে ড্রাম বাজাচ্ছে, বা কেউ কান দিয়ে বাজিয়ে চলেছে বাঁশি...অথবা 'অন্ধ' বাজনা বাজিয়েদের দল মঞ্চের ওপরে বসে ভায়োলিনে ছড় টানছে...এসব কী? এগুলো কোনওমতেই স্বাভাবিক নয়, এই সবকিছুই হল অশুভর বহিঃপ্রকাশ। 'পাভা'...।

প্রশ্ন : আমার মনে পড়ছে লেখার ক্ষেত্রেও বিশেষ কয়েকটা শব্দ তুমি কোনওদিনই ব্যবহার করো না কারণ তোমার কাছে শব্দগুলো শুভ ও মঙ্গলময় নয়...।

উত্তর : হ্যাঁ, যাবতীয় শব্দ, যা সমাজবিজ্ঞানের কিছু তত্ত্বের পোঁ ধরে থাকে, আমি দূরে সরিয়ে রাখি সেগুলো। যেমন 'লেভেল', 'প্যারামিটার', 'কনটেকসট' ইত্যাদি। 'সিমবায়োসিস' অবশ্যই 'পাভা' আক্রান্ত একটা শব্দ, আমি যা কখনও লিখি না।

প্রশ্ন : আর একটা শব্দের কথা মনে পড়ছে, 'অ্যাপ্রোচ'...।

উত্তর : হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, 'অ্যাপ্রোচ'। তেমনই ধরো 'হ্যানডিক্যাপড'...আমি কখনওই গড়পড়তা কলেজের প্রবন্ধগুলোর মতো 'অ্যানড্/অর্' অথবা 'ইন অর্ডার টু' বা 'ওভার অ্যানড্ অ্যাবভ্'...ইত্যাদি লিখি না।

প্রশ্ন : আর, লেখো না বা লিখতে চাও না, এই ব্যাপারটার একটা প্রভাব কি সেইভাবে পাঠকের কাছেও বোধগম্য হয়ে ওঠে?

প্রশ্ন : হ্যাঁ হয়। কিন্তু ওদের ব্যাপারটা এখন ভাবতে চাইছি না....।

উত্তর : ঠিকই বলেছ। সব সময় সবকিছু নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে না পড়াই ভালো। একজন লেখকের কথা মনে পড়ছে, যিনি যেখানেই থাকুন, তাঁর আপাদমস্তকে সর্বক্ষণ লক্ষ করা যায় 'পাভা'র অস্তিত্ব। আমি তাঁর নাম বলতে চাই না, কারণ তাহলে আমার এই বইটা, অবধারিত, মুখ থুবড়ে পড়বে। কিন্তু যখন এই ধরনের লোকগুলোর সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তুমি ঠিক কীভাবে নিজেকে তৈরি করে নাও?

প্রশ্ন : আমি এই ধরনের লোকগুলোকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করি। তাছাড়া যেখানে ওইসব দেখাসাক্ষাৎ হল, কখনই রাত্তিরে ঘুমোই না সেইসব ঘর গেরস্থালিতে। বেশ কয়েকবছর আগে, 'কোস্টা ব্রাভা' শহরটাতে আমি আর মার্সেদিস একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলাম। আমাদের পড়শি এক মহিলা, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই, আমাদের, নতুন জায়গায় অভ্যর্থনা জানাতে চলে এসেছিলেন। আমি বুঝেছিলাম ওই পড়শি মহিলাটি 'পাভা'-আক্রান্ত। তাই কোনওমতে দিনটা কাটালেও, রাত্তিরে, আমি ওই বাড়িতে শুতে চাইলাম না। বেশ খানিকটা দূরে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটালাম আমি। চূড়ান্ত বিরক্ত হয়েছিল মার্সেদিস, কিন্তু আমার কিছুই করবার ছিল না।

প্রশ্ন : আর বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো সম্বন্ধে তুমি কি ভাবো? জায়গা নিয়েও কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার মধ্যে এই ধরনের পয়া-অপয়ার চিন্তা রয়ে গেছে?

উত্তর : হ্যাঁ আছে। তবে এমন নয় যে একটা যে-কোনও জায়গার সবটাই অপয়া, তবে কখনও বিশেষ কয়েকটা জায়গার ক্ষেত্রে আমার ভেতরে একটা ঘুমিয়ে থাকা ভয় ও আর্ত অনুভূতি কাজ করে। যেমন 'কাদাক্স'-এর কথা বলতে পারি, আমি জানি যে আমি যদি কোনওদিনও ওখানে ফিরে যাই, তাহলে অবধারিত মৃত্যু ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিছুই নেই।

প্রশ্ন : অথচ প্রত্যেক গরমকালেই তুমি 'কাদাক্স'-এ যেতে পছন্দ করতে...ঠিক কী হয়েছিল সেখানে?

উত্তর : তেমন কিছু নয়। একবার, প্রচণ্ড নর্থ উইন্ডের প্রকোপে, দীর্ঘ তিনদিন, আমি আর মার্সেদিস হোটেলের ঘরে বাধ্যতই বসে থেকেছিলাম। হঠাৎই আমার মনে হতে শুরু করে যে একটা মৃত্যু যেন আমাদের জন্যে ওত্ পেতে রয়েছে, খুব সন্তর্পণে, ক্রমশ অগ্রসরমান তার করাল গ্রাস। তখনই আমার মনে হয়েছিল, এই যাত্রায় যদি 'কাদাক্স'-এর বাইরে আমরা কোনও মতে চলে আসতে পারি, আর আমরা ফিরব না কোনওদিন ওই লন্ডভন্ড শহরতলিতে। ঝড় একটু থামতেই আমরা দু'জন সেই সংকীর্ণ, তীব্র বাতাস-সংকুল রাস্তা দিয়ে 'কাদাক্স' থেকে বেরিয়ে আসবার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করি। একমাত্র 'জেরোনা'তে পৌঁছোনোর পরে আমার স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু হয়েছিল আর বিভীষিকাময় ওই যাত্রাশেষে আমি বুঝে যাই, আর কখনও নয়, দ্বিতীয়বার আর সম্ভব হতেই পারে না অমন বেঁচে ফিরে আসবার ম্যাজিক।

প্রশ্ন : তোমার বিখ্যাত 'প্রেত-ভয়' বা 'আসন্ন দুর্যোগের অনুমান' তুমি কীভাবে জানাতে চাও? কীই-বা তার কারণ?

উত্তর : আমার মনে হয়, অবচেতনে, কিছু সূত্র বা ছবির মতো তার শিকড় রয়ে গেছে।

প্রশ্ন : একবার, ১৯৫৮-র জানুয়ারিতে, কারাকাস-এ তুমি বলেছিলে, যে-কোনও মুহূর্তে, কোনও বিশাল সংঘাতময় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছ। কোনও অজানা অনুভূতিতে তোমার হাতের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে...আর সত্যিই হয়েছিল তেমন কিছু। সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে, কারণবিহীন, আকাশ থেকে নেমে এসেছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান, 'প্রেসিডেন্টের প্যালেস'কে লক্ষ্য করে শুরু হয়েছিল আকাশ-যুদ্ধ। এতদিন পরে আমি জানতে চাইছি, কী করে ও কেন, তোমার মধ্যে জেগে উঠেছিল ওই অনুভূতি?

উত্তর : আমার ভেতরে ওই 'বোধ' খুব নিশ্চিতভাবে জন্মেছিল। যে হোস্টেলে থাকতাম, ঘুম ভাঙতেই, ওইদিন সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ফাইটার প্লেনের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাই। হয়তো তখনই, আমার অবচেতনে, একটা ঝোড়ো হাওয়ার তছনছ করে দেওয়া শক্তির চেহারা ভেসে উঠেছিল, কারণ সদ্য আমি ফিরেছিলাম ইউরোপ থেকে আর ইউরোপে, ফাইটার প্লেনের আওয়াজ মানেই যুদ্ধকালীন, মৃতবৎসা গাভীর মতো শাদা আকাশ।

প্রশ্ন : তোমার ওই বিচিত্র অনুভূতি ও যা ঘটবে তা বুঝে যাওয়া, এসব কি খুব মাপা, পরিষ্কার ছবির মতো তোমার চোখে ভেসে ওঠে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : না। ওগুলো ভয়ানক জড়ানো ও অস্পষ্ট ছবির মতো, গানের মতো, ফেলে দেওয়া বাজনার মতো আমার কান, মাথা ও মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু সব মিলিয়ে ওই আধো ঘুম-আধো জাগরণে, আমি যা দেখি, তা বরাবরই একটা না একটা বিশেষ নির্ধারিত ঘটনা বা চিন্তাপ্রসূত। এই তো সেদিন বার্সিলোনাতে বসে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে আমার কেমন যেন মনে হল যে আমার মেক্সিকোর বাড়িতে কিছু একটা নিশ্চিত ঘটেছে। হয়তো তেমন খারাপ কিছু নয়, তবু কিছু না কিছু। আমি চিন্তায় ছিলাম কারণ ওইদিন আমার ছেলে রডরিগোর গাড়িতে 'আকাপাল্‌কো' যাওয়ার কথা। আমি মার্সেদিসকে তৎক্ষণাৎ বললাম বাড়িতে ফোন লাগাতে। আর অদ্ভুতভাবে, ঘটনাটা ঠিক আমি যখন জুতোর ফিতে বাঁধছি, তখনই ঘটেছিল। আমাদের কাজের লোকটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছিল, বাড়িতেই, ঠিক ওই মুহূর্তে। আমি নিঃশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিলাম, যে আর যাই হোক, আমার ওই শরীরের রোম দাঁড় করিয়ে দেওয়া বিশেষ অনুভূতির তথাকথিত জাদুক্ষমতা, এ যাত্রায় রডরিগোর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়...।

প্রশ্ন : তোমার এই 'আগে থেকেই আঁচ করে নেওয়ার' বিশেষ ক্ষমতা তোমাকে সাহায্যও করেছে অনেক। তোমার জীবনের বহু ঘটনা ও অনেক সিদ্ধান্ত, আগে থাকতেই তোমার অবচেতনে বেড়ে উঠেছিল।

উত্তর : শুধুমাত্র আমার কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলোর ব্যাপারেই নয়, আমি বলতে পারি আমার জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই 'আঁচ করে নেওয়া'র শক্তিটা কাজ করে।

প্রশ্ন : সব ক্ষেত্রে? সত্যিই?

উত্তর : হ্যাঁ সব ক্ষেত্রে, সব ব্যাপারে, প্রতিনিয়ত। প্রত্যেকবারে আমি যা সিদ্ধান্তই নিই না কেন, সবই আমার অবচেতনে কে যেন লিখে রাখে আমারই অজান্তে, সময় এলেই আমি তা বুঝতে পারি, পড়তে পারি ওই প্রক্ষিপ্ত, অচেনা ভাষার, প্রত্যেকটি শব্দের বিষ অথবা অমৃতের সিলমোহর। অবচেতনে থাকা এক অদৃশ্য হাত, আগে থাকতেই আমাকে যা ঘটতে চলেছে, তা নিয়ে এক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকবার মতো ছায়াচিত্রের সামনে, বলপ্রয়োগ করে বসিয়ে রাখে। আর শারীরিকভাবে কখনই পেরে ওঠা সম্ভব নয়, ওই তীব্র শক্তির সঙ্গে...।

প্রশ্ন : এবার তোমার বদভ্যাসগুলো বা বাতিক নিয়ে কথা হোক। তোমার সবচাইতে বড় মাপের বদভ্যাস কোন্‌টা?

উত্তর : আমার বহু পুরানো, প্রতিনিয়তের বাতিক বা বদ্‌অভ্যাস হল আমার সময়ানুবর্তিতা। এমনকী যখন খুব ছোট ছিলাম, প্রায় শিশুর মতো, তখনও আমার মধ্যে সময় একটা বড় ঘটনা ঘটিয়ে চলত। আমি 'সময়'কে মান্য করি।

প্রশ্ন : তুমি বলেছিলে, একটা পুরো পাতা টাইপ করে ফেলবার পরেও মাত্র একটা ভুলের জন্য, তুমি পুরো পৃষ্ঠা আবার ছাপতে শুরু করো। এটা কি তোমার বদভ্যাস, না কুসংস্কার।

উত্তর : ওটা আসলে পৃষ্ঠা বিষয়ক বদ-অভ্যাস, আমার মনে হয়, নির্ভুল টাইপ করা একটা পৃষ্ঠায় একটি মাত্র ভুল ও তজ্জনিত কাটাকুটি, আসলে আমার স্টাইল-বিরোধী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই আমার কাছে, তাৎক্ষণিক, অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু অন্যদিক থেকে ভাবলে এটা আমার একটা ভয়ও হতে পারে, প্রথম পাতা লেখবার পরে, দ্বিতীয় পাতাটা ঠিকমতো লিখতে পারব কি পারব না আমি জানি না তাই কাটাকাটির অজুহাতে, প্রথম পাতাটাই আবার নতুন করে টাইপ করা, আঃ, এটা যে কত বড় আরাম-সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া, কেউ যদি জানত...!

প্রশ্ন : তোমার কি জামাকাপড় অর্থাৎ বিশেষ কয়েকটি ট্রাউজার্স বা শার্ট বা টাই ইত্যাদি নিয়ে কোনও 'ম্যানিয়া' আছে? আমি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারটা জানতে চাইছি। ওই 'পাভা' বয়ে নিয়ে চলা 'টেল্‌-কোট'-এর আখ্যানের বাইরে, তোমার নিজস্ব কোনও অনুধাবন...।

উত্তর : উঁহু। যদি 'পাভা' থাকে, তাহলে তা ওই পোশাক কেনবার সময় থেকেই আমার চোখে পড়বে। অবশ্য একবার মার্সেদিসের জন্যে আমাকে একটা জ্যাকেট সম্পূর্ণ বাদ দিতে হয়েছিল। একটা চেক জ্যাকেট, আমার খুবই পছন্দের...কিন্তু স্কুল থেকে বাচ্চাদের নিয়ে ফিরে আসতে আসতে মার্সেদিস দেখতে পায় আমি ওই চেক জ্যাকেট পরিহিত, বাড়ির কোনও এক জানলা দিয়ে, মার্সেদিস ও বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছি, হাত নাড়ছি, ইত্যাদি...। আমি বলেছিলাম, সম্ভব নয়, কারণ আমি তখন বাড়ির সম্পূর্ণ অন্যদিকে, অন্য কাজে ব্যস্ত। কিন্তু মার্সেদিস জোর দিয়ে বলেছিল, তাহলে তোমারই দ্বিতীয় কোনও শরীর, জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছিল আমাদের। আমরা ঠিকই দেখেছি...।

যখনই মার্সেদিস বলেছিল ওই কথা, আমি বুঝেছিলাম, চেক জ্যাকেটটাই আসলে আমার শরীরে থেকেও, বেরিয়ে গেছে আমার শরীর ছেড়ে। বিবর্ণ আত্মাদের মতো, বাঁচবার জন্যে যারা যে-কোনও খেরো খাতায় নাম লেখায়। আত্মা হয়েও, জেগে ওঠে তাদের বেঁচে থাকবার প্রত্ন-তোড়জোড়। আমি অগত্যা জ্যাকেটটা পরিত্যক্ত কাপড়জামার ঝুপড়িতে ঢেলে দিই। দায়িত্ব নিয়েছিল মার্সেডিস—তাপ উত্তাপে তাকে সযত্নে ফিরিয়ে দেওয়ার, তারই আনখ্‌-সমুদ্দুরে।

প্রশ্ন : তোমার প্রিয় বইটার নাম কী?

উত্তর : ইডিপাস রেকস্‌।

প্রশ্ন : তোমার প্রিয় সুরকার?

উত্তর : বেলা বারটোক।

প্রশ্ন : আর ছবিআঁকিয়ে?

উত্তর : গোয়্যা।

প্রশ্ন : প্রিয় চিত্র পরিচালক?

উত্তর : অরসন ওয়েলস্‌, তার 'দ্য ইমমরট্যাল স্টোরি' ছবিটার জন্যে। আর অবশ্যই কুরোসাওয়া, তার 'রেডবিয়ার্ড'—যা বিধ্বস্ত করে দেয় আমাকে।

প্রশ্ন : যে ছবিটা তুমি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছ...?

উত্তর : 'সেকেন্ড জেনারেল দে লা রোভের্‌'...যা বানিয়েছেন 'রসোলিনি'।

প্রশ্ন : আর কিছু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : 'জুল-এ-জিম'...ক্রুফোর তৈরি।

প্রশ্ন : ফিল্মের কোন চরিত্র তুমি চাও যে তোমারই তৈরি হোক বা জন্ম নিক তোমার হাতে?

উত্তর : 'জেনারেল দে লা রোভের্'...।

প্রশ্ন : কোন্ ঐতিহাসিক চরিত্র তোমাকে ভয়ানক টানে?

উত্তর : জুলিয়াস সিজার। কিন্তু শুধুমাত্র সাহিত্যগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

প্রশ্ন : আর কোন চরিত্র তুমি তীব্র অপছন্দ করো?

উত্তর : ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ওর সর্বাঙ্গে ছিল 'পাভা'। 'দ্য অটম অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক'-এর একটা চরিত্র তো বাধ্যতই, বলেই বসেছে, ওই ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ব্যাপারে...।

প্রশ্ন : সাহিত্য থেকে উঠে আসা তোমার প্রিয় নায়ক?

উত্তর : গার্গানটুয়া, এডমন্ড্ দান্তে ও কাউন্ট ড্রাকুলা...।

প্রশ্ন : কোন দিনটা সবচেয়ে বেশি অপছন্দের?

উত্তর : রবিবার।

প্রশ্ন : আমরা জানি তোমার প্রিয় রং 'হলুদ', কিন্তু কি ধরনের 'হলুদ'? কেমন তার ঘনত্ব?

উত্তর : একবার কোথাও আমি বলেছিলাম যে সেই রং, জ্যামাইকা থেকে বেলা তিনটের রোদ্দুরে ক্যারিবিয়নের দিকে তাকিয়ে থাকলে কখনও না কখনও ছুঁয়ে যাবেই তোমার দুচোখ...।

প্রশ্ন : আর তোমার প্রিয় পাখি?

উত্তর : তাও আমি আগেই বলেছি, 'ক্যানারি' পাখি, কমলা রং-এর 'ক্যানারি' পাখির ঝাঁক...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~